উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৩ ভাদ্র ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 30 August 2024 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 103

ক্যাম্পাস

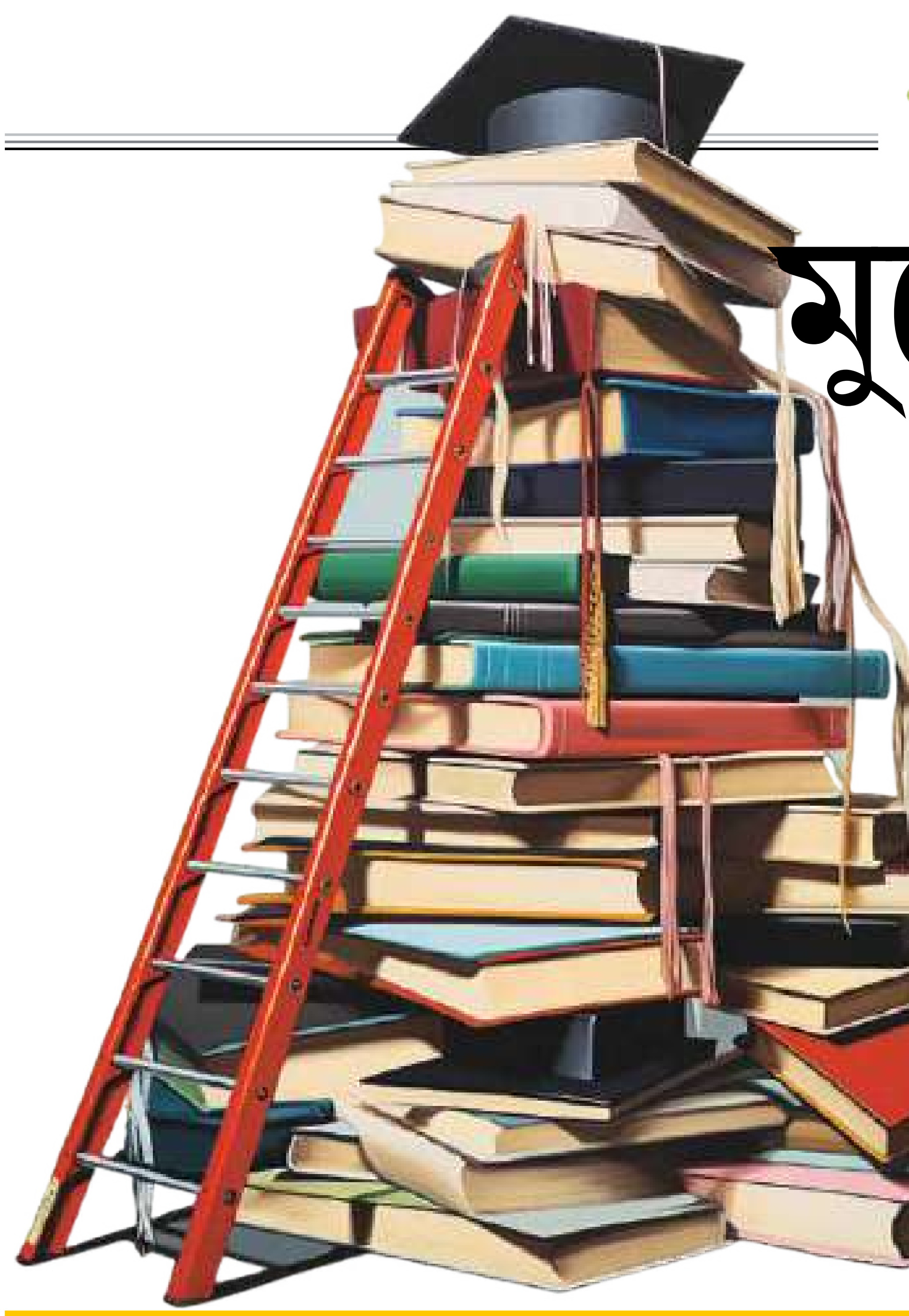

মুঠোফোন, বই এবং নবপ্রজন্ম

রাকা দে
শিক্ষিকা, শিলিগুড়ি

শিশুমন সাদা কাগজের মতো। মুঠোফোনের জগৎ সবসময় সেখানে রামধনু আঁকে না, অলক্ষ্যে ছড়ায় কুচকুচে কালো রং-ও। 'স্ক্রিন টাইম' থাকুক শুধু প্রয়োজনে। অবসর কাটুক চারপাশকে চিনতে। অজানাকে জানতে। নিত্যনতুন জিনিস শিখতে। শিশুরা দেখে শেখে। তাই বই হাতে তুলে নিতে হবে আমাদেরও।

খুব পরিচিত একটা ছবি- মোবাইল হাতে একটি শিশু। পাশে বসে তার মা, বাবা কিংবা কোনও আপনজন। তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত বা কোনও স্মার্ট গ্যাজেটের স্ক্রিনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রয়েছেন। এই ছবিটা বর্তমান সময়ে এতটাই স্বাভাবিক যে, আমরা অবাক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না।

অথচ পরিস্থিতি অন্যরকম হওয়া উচিত ছিল। শিশুটি তার স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে সবকিছু দেখবে, শুনবে, কথা বলবে, স্পর্শ করতে চাইবে। অভিভাবক তাকে আগলে রাখবেন। শিশুর প্রশ্নের উত্তর দেবেন। নতুন নতুন বস্তু, জায়গা চেনাবেন। সময়ের প্রচুর ক্ষমতা। সে পরিচিত স্বাভাবিক দৃশ্যও বদলে দিতে পারে!

'মোবাইল না বই'- এই দ্বন্দ্ব এখন একটি বিরাট সমস্যা। সমাজে যাদের বড় বলা হয়, তাদের খুব সাধারণ কয়েকটি কথা হল, 'আজকালকার বাচ্চারা বই পড়ে না, মোবাইলে আসক্ত', 'এই যুগে মোবাইল বড় শিক্ষক', 'এত ব্যস্ততার মধ্যে সব কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, শিশুকে মোবাইল দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

অথচ পুরোনো দিনে ফিরে গেলে দেখা যায়, উপায় রয়েছে হাজারো। একান্নবর্তী পরিবারে শিশুর দেখভাল করা হত খুব সহজে। এবার যুক্তি আসতে পারে, সেখানে সদস্যসংখ্যা তো বেশি থাকত। তাহলে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন, সেসময় সাংসারিক কাজকর্ম এবং পরিবারে শিশুদের সংখ্যা ছিল বেশি। তাই খুঁতখুঁতে হওয়ার সুযোগ অভিভাবকরা পেতেন না।

আজকাল পরিবারে শিশুর সংখ্যা কম, তার প্রতি যত্নবান হতে হয় বেশিমাত্রায়। এতে অভিভাবকদের সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানে ভেজাল ছড়িয়ে পড়েছে। এত ধরনের রোগজীবাণু শিশুদের ঘায়েল করছে যে, অযত্নে লালন বা অমনোযোগী হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে একটি, বড় জোর দুটি শিশু থাকে। তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া সহজ।

যেখানে আদর, ভালোবাসা আর যত্ন বেশি, সেখানে পরিশ্রমও বেশি করতে হবে। তাই শিশুর দৈহিক-মানসিক-বৌদ্ধিক বিকাশের প্রতি যত্নবান হতে গিয়ে আমরা এতটাই ব্যস্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে, অবসরে তাদের সময় দেওয়ার মতো ফুরসত বা ইচ্ছে আমাদের থাকে না। ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। শিশুর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা তখন আমাদের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়। তখন তাকে শান্ত রাখতে হাতে ধরিয়ে দিই মোবাইল। এখানে আরও একটি প্রশ্ন উঠে আসে। আগে (আমি নব্বই দশককে আগেকার সময় বলছি) যখন টিভির পর্দায় কার্টুন, নানা ধরনের বিনোদনমূলক শো স্কুল ফেরত বিকেলবেলা বা রাতে খাওয়ার সময়ে শিশুদের ব্যস্ত রাখত, তখন তো এত প্রশ্ন উঠত না 'স্ক্রিন টাইম' নিয়ে?

এর পিছনে দুটো কারণ রয়েছে বলে আমার মনে হয়। এক, টিভিকে আপনি যেখানে সেখানে নিয়ে যেতে পারবেন না। মোবাইল ব্যবহারে সেই সুবিধে রয়েছে। দুই, মুঠোফোন হল এমন জানলা, যা দিয়ে বহু দূরের নানাধরনের জিনিস দেখা-জানা সম্ভব। টিভি এতটা বিস্তৃত জানলার খোঁজ আমাদের ছোটবেলায় দিতে পারেনি। তাই সেটা নেশায় পরিণত হয়নি অধিকাংশের। নিজেরাই উপলব্ধি করছি, মোবাইলের আকর্ষণ দুর্নিবার। তাই প্রয়োজনীয়তা নেশায় পরিণত হতে বসেছে।

অভিভাবক এবং শিক্ষকমহলে আজ বড় দুশ্চিন্তার কারণ, জেন জেড ও জেন আলফার অতিরিক্ত মোবাইল নির্ভরতা। গল্প বা সাধারণ জ্ঞানের বই পড়া তো ছেড়ে দিলাম, তারা পাঠ্যপুস্তক পড়তেও আগ্রহী নয়। যে ধৈর্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেম বা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটানোতে চোখে পড়ে, সেটা বই পড়ায় উধাও হয়। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এসেছে স্মার্ট ক্লাসরুম। করোনা পড়াশোনার সঙ্গেও মোবাইল, ট্যাবের মতো স্মার্ট গ্যাজেটকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দিয়েছে। এসবের যেমন সুফল রয়েছে, তেমন কুফলও বর্তমান।

নিজস্বতা, কর্মক্ষমতা, স্বাভাবিক বিকাশ, প্রাণোচ্ছলতা, মেধার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। হাতের মুঠোয় প্রযুক্তি থাকায় বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরাধপ্রবণতা এবং একাকিত্ব।

শিশু তার ঘরের জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকানোর সময় পায় না। বই ঘেঁটে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়োজন নেই, গুগলকে জিজ্ঞেস করলেই সমাধান মেলে সহজে। বইয়ের প্রয়োজনীয়তা যেখানে লঘু, সেখানে পড়ার আকর্ষণই বা থাকবে কেন? অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম-এ ব্যস্ত থাকলে 'রিডার্স ব্লক' তৈরি হয়। পড়ার ইচ্ছে জাগে না। আমাদের শৈশবে ভালো বই পড়লে বেশ কয়েকদিন তার ঘোর থেকে যেত। নতুন বইয়ের গন্ধ নিতাম প্রাণভরে। এখন স্ক্রিন টাইমে এমন বুঁদ হয়ে রয়েছি যে, বিনোদনের অন্য মাধ্যমগুলো ভুলতে বসেছি। এই নেশার জাল ছাড়ানো কঠিন। অনেকে একে যুগের চাহিদা ভেবে পাত্তা দিচ্ছেন না। এদিকে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নষ্ট করছে হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের ক্ষমতাকে।

অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম বিভিন্ন রোগ ডেকে আনে। চোখের সমস্যা বাড়ছে, মনে গভীর প্রভাব ফেলছে। শিশুমন একটি সাদা কাগজের মতো। মুঠোফোনের জগৎ সবসময় সেখানে রামধনু আঁকে না, অলক্ষ্যে ছড়ায় কুচকুচে কালো রং-ও। সেখানে ব্যবহৃত বুদ্ধিমত্তা বা ইন্টেলিজেন্স তো কৃত্রিম। সে ভালো-খারাপ বিষয়বস্তুর পার্থক্য বোঝে না।

সেই ফারাক বোঝানোর দায় আমাদের। আগে মা-ঠাকুমারা যেভাবে গল্প শুনিয়ে আমাদের বই পড়ার নেশা তৈরি করেছিলেন, একইভাবে নতুন প্রজন্মকেও বই পড়তে আগ্রহী করে তুলতে হবে। প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া জীবনযাপন অচল। 'স্ক্রিন টাইম' থাকুক শুধু প্রয়োজনে। অবসর কাটুক চারপাশকে চিনতে। অজানাকে জানতে। নিত্যনতুন জিনিস শিখতে। শিশুরা দেখে শেখে। তাই বই হাতে তুলে নিতে হবে আমাদেরও।

কিশোর-তরুণরা গেম, রিলসের নেশায় মত্ত। জীবনযাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের এক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এতে অপরাধপ্রবণতা তৈরি হয়। পড়াশোনায় খামখেয়ালিপনা বাড়ে, কমে মনঃসংযোগ। এই কঠিন সময়ে অভিভাবক আর শিক্ষকদের উদ্যোগী হতেই হবে।

রজত জয়ন্তী উদযাপনের সূচনা আজ

গৌতম দাস

অন্দরান ফুলবাড়ি হাইস্কুল

তখন গ্রামে আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষই ছিলেন অধিকাংশ। লেখাপড়া করতে পাড়ি দিতে হত অনেক দূরে। প্রান্তিক এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ভবানন্দ সাহা (ভূমিদাতা), রতিরঞ্জন সাহা, নিত্যানন্দ রায়, দেবেন্দ্র বর্মা, খগেন্দ্র দাস, শিবেন্দ্রনাথ বর্মা, লালমোহন বর্মা, নৃপেন্দ্রমোহন সাহা, গজেন্দ্রনাথ বর্মা প্রমুখ। সেই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ২০০০ সালের ২ মে প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিদ্যালয়। দীর্ঘপথ পেরিয়ে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্দরান ফুলবাড়ি হাইস্কুল রজতজয়ন্তী বর্ষের দোরগোড়ায়। শুরুতে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠনের অনুমোদন মিলেছিল। মাত্র ৮৮ জন পড়ুয়া নিয়েই পথচলা শুরু হয়। তখন শিক্ষক ছিলেন তিনজন।

সরকারি অনুদানে তিনতলা ভবন গড়ে উঠেছে। বর্তমানে শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা ১২। কম্পিউটার রুম ১টি। প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং করণিকের আলাদা আলাদা ঘর। পড়ুয়াদের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কমনরুম ও পৃথক শৌচালয়। এছাড়া সরকারি অর্থানুকূল্যে তৈরি হয়েছে জিম। ক্যাম্পাসজুড়ে নানাধরনের গাছপালা। মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে অক্সিজেন নেয় তরতাজা প্রাণ। ২০০২ সালে প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেন জুরানচন্দ্র সাহা। বর্তমানে তিনিই দায়িত্বে। জানালেন, ২০০৮ সালে স্কুলটিকে উন্নীত করা হয় মাধ্যমিক স্তরে। তখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি থাকলেও বর্তমানে শহরে যাওয়ার প্রবণতার কারণে কিছুটা কমেছে। এখন ২৫০ জন পড়ুয়া রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে সংখ্যাটি ১৯। প্রাক্তনী অনির্বাণ বর্মন, তরুণ বর্মন, অষ্টমী বর্মন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে চাকরিরত। দেবাশিস দাস কর্মরত রেলে। সম্পা দাস নামে আরেক প্রাক্তনী সরকারি হাসপাতালে নার্স। তাঁদের মতোই প্রত্যেক প্রাক্তনী স্কুলশিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

শুক্রবার রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের সূচনা। সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে। ট্যাবলোর বিষয়বস্তু, 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখ মিলনমহান'। ট্যাবলোটি স্কুল সংলগ্ন এলাকার পাশাপাশি তুফানগঞ্জ শহরেও ঘুরবে। তারপর পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিয়ে হবে বৃক্ষরোপণ। সংবর্ধনা জানানো হবে স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান পৃষ্ঠপোষক এবং গুণীজনদের। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন তুফানগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জগদীশচন্দ্র বর্মা। উপস্থিত থাকবেন অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুক্লা সরকার অধিকারী সহ অন্যরা। স্কুলের সহকারী শিক্ষক নিরুপম রায় জানিয়েছেন, রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে সারাবছর নানা অনুষ্ঠান হবে। মনীষীদের জন্মদিন পালন, বৃক্ষরোপণ, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা, ক্রিকেট, খো খো ইত্যাদি।

প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'পরিচ্ছন্ন শৌচালয়, মিড-ডে মিল রান্নার ঘর থাকলেও পরিস্রুত পানীয় জল এবং ডাইনিং শেডের ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। স্কুলের পেছনে ও দু'পাশে প্রাচীরের জন্য বারবার আবেদন জানিয়েও লাভ হয়নি। মেলেনি সৌরবিদ্যুৎ পরিচালিত আলো। মিড-ডে মিল রান্নার পর শিক্ষকরা আগে তা খেয়ে মান যাচাই করেন, পরে পরিবেশন করা হয় পড়ুয়াদের। লেখাপড়ার পাশাপাশি জোর দেওয়া হয় খেলাধুলোয়। জেলাস্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পড়ুয়ারা। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালন সমিতি, স্থানীয়দের সহায়তায় এসব সম্ভব হয়েছে।'

মার্কামারা বনাম ভাইরাল

রামসিংহাসন মাহাতো

আমাদের কলেজকালে মেয়েরা ছিল কথাকলি। এখন কলি ঝরেছে। এখন শুধু কথাদের যুগ। কথারা ডিজিটাল যুগের মেয়ে। সংক্ষিপ্ত এবং শার্প। বেশি কথা বলতে হয় না। অল্পেই বোঝে সবকিছু।

আর কথাকলিরা ছিল ঠিক উলটো। অনেক প্যাচাল পেড়েও তাদের বোঝানো যেত না। একটুতেই গাল ফুলত। মুখ ভার হত। আসলে তখন মেসেজ ছিল না। হোয়াটসঅ্যাপ ছিল না। ইমোজি ছিল না। শর্টকাটে সারার কোনও উপায়ই ছিল না। তখন মুঠোফোনে সাংকেতিক গল্প কারও সুদূর কল্পনাতে আসেনি। তখন সব কথাই মুখোমুখি। কথাই ছিল সম্বল। কথা বলতে হলে কাছে যেতে হত। সময় দিতে হত। ফলে কলেজে সহজেই তা সকলের চোখে পড়ত। তারা হয়ে যেত মার্কামারা। কার সঙ্গে কার বেশি ভাব, তা নিয়ে কানাকানি হত।

কেমন কানাকানি?

ডিজিআর ও বিজিআর ছিলেন আমাদের স্যর আর ম্যাডাম। তখনো ম্যাম বলার চল শুরু হয়নি। তাঁদের বাড়ি ছিল কলেজপাড়ায়। কথাকলির এক বন্ধুর বাড়ির কাছে। সেই বন্ধু বিয়ের কার্ড দিতে গেল ম্যাডামকে। কার্ড হাতে নিয়ে বিজিআর আকাশ থেকে পড়লেন। স্টুডেন্টের সামনেই বিস্ময় প্রকাশ করলেন। বললেন, 'তোমার সঙ্গে ওর (যার সঙ্গে সেই বন্ধুকে কোনওদিন কলেজে ঘুরতে দেখেননি) বিয়ে। ওর (যার সঙ্গে সেই বন্ধু সবসময় ঘুরত) সঙ্গে তোমার বিয়ে নয়?' ম্যাডাম এতটাই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, ভেতর ঘরে থাকা ডিজিআরকে গলা তুলে ডেকে সেকথা জানালেনও। স্যরও নাকিসুরে প্রতিক্রিয়া দিলেন, 'ও তাই।'

তখন মোবাইলহীন কথকতার যুগে কলেজ ক্যাম্পাসে এমন বিভ্রাট হওয়াটাই ছিল অবধারিত। তখন তো আর এখনকার মতো সরকার ছিল না যে, পড়ুয়াদের হাতে একটা করে ট্যাব ধরিয়ে দেবে। এখন কলেজে পৌঁছানোর আগেই জেন জেডের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে সরকারি মোবাইল, থুড়ি ট্যাব। যেহেতু সরকারি, সুতরাং উদ্দেশ্যও মহৎ। এতে পড়াশোনার সঙ্গে যোগাযোগেরও খুব সুবিধা হয়েছে। সকাল ন'টা-দশটা থেকে রাত তিনটে, সবাই সবুজ বাতি জ্বালিয়ে যোগাযোগে ব্যস্ত। আর একাজে সরকারের সঙ্গে সহায়তা করে চলেছেন বাবা-মায়েরাও। নেট প্যাক ভরার দায়িত্ব বাবা-মায়ের। মা ভাবেন, যা হোক ঘুড়ির লাটাই হাতে রাখতে ওটুকু তো করতেই হয়।

এখনকার কলেজ পড়ুয়াদের হাতের মুঠোয় বিশ্ব! তারা যেমন স্মার্ট, তেমন বয়স অনুপাতে পরিণত। প্রযুক্তির ব্যবহারে তারা বাবা-মায়ের চেয়েও অনেক এগিয়ে। ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির ব্যবহারের হাত ধরেই সূক্ষ্মভাবে পালটে যাচ্ছে আমাদের চারপাশের সমাজ, সংস্কৃতি ও আমাদের কথা। কথার ভিতরে ঢুকে পড়েছে ট্রোল এবং মিম। কলেজ পড়ুয়া মেয়ে মোবাইলে মিম দেখে হেসে কুটিপাটি। বাবা-মা তখনও হয়তো বুঝে উঠতে পারেননি মিম জিনিসটিতে এত হাসার কী আছে? উত্তরবঙ্গের কলেজ পড়ুয়াদের বাবা-মায়েদের এই প্রশ্ন তাঁদের অবস্থান বুঝিয়ে দেয়। তাঁরা এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছেন।

বাবা-মায়ের কথা থাক। কথাকলির আরেক বন্ধুর কথায় ফিরি। তখন আমাদের সেকেন্ড ইয়ার। ওই বন্ধু তখন হুজুগ তুলল, সবাই মিলে সিনেমা দেখতে যাবে। আমাদের যাতায়াতের পথে পড়ত কমল টকিজ। হিন্দি সিনেমা। তাতে কীসব নিষিদ্ধ ব্যাপার আছে। সে শুনেছে। সিনেমার নাম আদি মানব। ১০-১২ জনের দল তৈরি হল। একটা-চারটা ম্যাটিনি শো দেখতে যাওয়া হবে। আমরা গেলাম। খুব ভিড় ছিল। এক টাকা ২৫ পয়সা করে ব্যালকনির টিকিট কাটতে হল। আমরা ব্যালকনিতে বসে দেখলাম সেই সিনেমা। তাতে কী নিষিদ্ধ ব্যাপার ছিল বা আদৌ ছিল কি না, তা আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে এক ত্রিবিংশতি বর্ষীয়া উন্নত নাসা গৌরবর্ণা তরুণীর পাশে বসে সিনেমা দেখার কথা আর কলেজ পালিয়ে সেই নিষিদ্ধ যাত্রার কথা।

জেন জেডের পড়ুয়াকে অবশ্য সিনেমা দেখার জন্য এত কাঠখড় পোড়াতে হয় না। সিনেমা তো তাদের হাতের মুঠোতেই। তার চেয়েও বড় কথা, হলে গিয়ে সিনেমা দেখার চেয়ে ওরা পছন্দ করে মলে গিয়ে সিনেমা দেখা। আমাদের খরচ হত পাঁচ সিকে। ওদের খরচ হয় ২০০ থেকে ২৫০ টাকা। দুস্তর ব্যবধান সময়ের এবং অর্থেরও।

শেষপাতে সোশ্যাল মিডিয়ার ডিজিটাল বিড়ম্বনার কথা। মাথাভাঙ্গার মেয়েটি বাড়িতে না জানিয়ে কলেজ থেকে বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিল কোচবিহার রাজবাড়ি পার্কে। বেড়াতে। সে বাড়ি ফিরে আসার আগেই তাদের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। সে জেন জেডের মেয়ে বলেই রক্ষা। এসব ছোটখাটো বিড়ম্বনা সে ফেস করতে জানে। আর এই বাস্তব বোধটাই আমাদের চেয়ে ওদের অনেক এগিয়ে রেখেছে।

শিক্ষকের অভাবেও ঘাটতি নেই পড়াশোনায়

মহম্মদ আশরাফুল হক

উরপি হাইস্কুল

চাকুলিয়া এবং গোয়ালপোখর সার্কেলের অধিকাংশ সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষকের অভাব পড়াশোনায় মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিড-ডে মিল থেকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অভিযোগ রয়েছে ভূরিভূরি। তবে রয়েছে ব্যতিক্রমও। চাকুলিয়ার উরপি হাইস্কুল সেরকমই একটি। এখানে পড়ুয়াদের জন্য চালু হয়েছে ডিজিটাল ক্লাস। মিড-ডে মিল রান্না এবং খাওয়ায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন শিক্ষকরা। সপ্তম শ্রেণির রাকেশ সিংহের কথায়, 'আমাদের পরিবারে আমিই প্রথম স্কুলে যাচ্ছি। স্যররা খুব ভালো পড়ান। তাই আর টিউশনে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। স্কুল এবং বাড়িতেই সব শিখছি।'

গোয়ালপোখর-২ ব্লক অফিস থেকে ১০ কিমি দূরে অবস্থিত স্কুলটি ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। টিনের একটি চালাঘরে দশজন পড়ুয়াকে নিয়ে পথ চলা শুরু। মূল্যায়নের ভিত্তিতে ২০২৩ সালে হাইস্কুল হিসেবে উন্নীতকরণ। বর্তমানে স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা ৩৯৩। এদিকে, শিক্ষক রয়েছেন মাত্র তিনজন। তবে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পঠনপাঠনে বড় ব্যাঘাত ঘটছে না।

পড়ুয়াদের অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়,

> আমাদের পরিবারে আমিই প্রথম স্কুলে যাচ্ছি। স্যররা খুব ভালো পড়ান। তাই আর টিউশনে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। স্কুল এবং বাড়িতেই সব শিখছি।

'চাকুলিয়া এবং গোয়ালপোখরের অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। অনেকেই সঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করছেন না। মিড-ডে মিলের অস্বচ্ছতা নিয়েও নানা অভিযোগ উঠছে। সেখানে ব্যতিক্রমী উরপি হাইস্কুল।' ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বামাপদ কুণ্ডু বলছেন, 'এই সাফল্যের পিছনে স্কুলের শিক্ষকদের পাশাপাশি গ্রামের বাসিন্দাদের অবদান অনেকটাই। তাঁরা সব বিষয়ে সহযোগিতা করছেন।'

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জানালেন, এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা দিনমজুর। বিড়ি বেঁধে সংসার চালান অনেকে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়াশোনা করে। প্রাইভেট টিউশন পড়ার ক্ষমতা অধিকাংশের নেই। তাই স্কুলে বাড়তি নজর দেওয়া হয়। ছুটির পর পড়ুয়াদের নিয়ে নানাধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই কারণে ছুটির পর বাড়ি যেতে চায় না খুদেরা। একই কথা শোনা গেল অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া রেহানা খাতুন, পল্লবী সাহার কাছেও।

ক্লাসরুমের ভেতরে এবং বাইরে হরেকরকমের ছবি আঁকা। যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। টাকা বাঁচিয়ে মাঝেমধ্যেই মিড-ডে মিলে লোভনীয় খাবার পরিবেশন করা হয়। ছুটির পর হয় নাটক, গান, কবিতা পাঠ। গল্পের বই পড়তে উৎসাহ দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। বিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে তারাই।

তবে সমস্যা রয়েছে একাধিক। স্কুলের আশপাশের রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ। খেলার মাঠ নেই। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব ভাবাচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। তবে হাল ছাড়তে নারাজ শিক্ষকরা। চাকুলিয়া সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অভিষেক সাহা প্রশাসনিকভাবে বিদ্যালয়কে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৩ ভাদ্র ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 30 August 2024 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 103

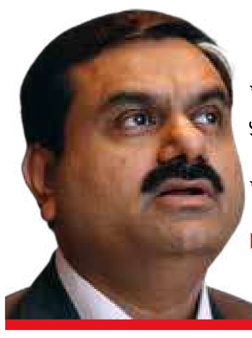

আম্বানিকে টপকে শীর্ষে আদানি

নয়ের পাতায়

বঙ্গবন্ধুর পরিবারের নিরাপত্তা উঠল

নয়ের পাতায়

আরও জটিল তদন্ত

অডিও ক্লিপ, মৃত্যুর পৃথক সময়ে রহস্য

ক্লিপের বক্তব্য অনুযায়ী, তরুণী চিকিৎসকের বাড়িতে প্রথমে জানানো হয়, তিনি অসুস্থ। দ্বিতীয়বার বলা হয়, তাঁকে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করা হয়েছে। তৃতীয়বার বলা হয়, তিনি হয়তো আত্মহত্যা করেছেন কিংবা মৃত।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর সময় ৯ অগাস্ট ভোর ৩টে থেকে সকাল ৬টার মধ্যে উল্লেখ আছে। কিন্তু যেখানে দাহ করা হয়েছিল, পানিহাটির সেই শ্মশানের রেজিস্টারে মৃত্যুর সময় দুপুর ১২.৪৪ লেখা আছে।

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডে ধর্ষণ ও খুনের তদন্ত ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। প্রতিদিন নতুন নতুন যেসব তথ্য উঠে আসছে, অনেক ক্ষেত্রেই তা যথেষ্ট সংশয়ের। নিহত চিকিৎসকের ময়নাতদন্তের রিপোর্টের সঙ্গে মৃত্যুর শংসাপত্রের গরমিল থাকার অভিযোগ উঠল নতুন করে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর সময় ৯ অগাস্ট ভোর ৩টে থেকে সকাল ৬টার মধ্যে উল্লেখ আছে। কিন্তু যেখানে দাহ করা হয়েছিল, পানিহাটির সেই শ্মশানের রেজিস্টারে মৃত্যুর সময় দুপুর ১২.৪৪ লেখা আছে। মৃত্যুর শংসাপত্র দেখে সময় নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে উল্লেখ থাকায় দুটি নথির এত ফারাক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এই আবহে সংবাদমাধ্যমের হাতে তিনটি ভাইরাল অডিও ক্লিপ এসেছে। ক্লিপগুলিতে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) শোনা যায়, বারবার বয়ান বদল করছেন ফোনের একদিকের এক মহিলা কণ্ঠ। ফোনটিতে নিহত চিকিৎসকের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ওই ক্লিপের বক্তব্য অনুযায়ী, তরুণী চিকিৎসকের বাড়িতে প্রথমে জানানো হয়, তিনি অসুস্থ। দ্বিতীয়বার বলা হয়, তাঁকে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করা হয়েছে। তৃতীয়বার বলা হয়, তিনি হয়তো আত্মহত্যা করেছেন কিংবা মৃত।

প্রতিবাদ চলছেই। কলকাতায় বৃহস্পতিবার।

নিজেকে হাসপাতালের সহকারী সুপার বলে পরিচয় দিয়ে ওই ফোনটি করা হয়েছিল। নিহত চিকিৎসকের পরিবার অবশ্য জানিয়েছে, এই অডিও ক্লিপটি সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণা নেই। বরং মৃতার বাবাকে একটি টিভি চ্যানেলে বলতে শোনা গিয়েছে, 'কে কোথা থেকে কী করছে, তার দায় আমরা নেব কেনও?' তবে ক্লিপটিকে গুরুত্ব দিচ্ছে পুলিশ। কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'আমরা আগে যা বলেছিলাম, এই অডিও ক্লিপগুলি সেটাকেই প্রমাণ করছে।'

তবে নিহত তরুণী চিকিৎসকের পরিবার তাদের মেয়ের দেহে চাদর পালটে দেওয়ার যে অভিযোগ করেছে, তা পুলিশ মানতে নারাজ। কলকাতা পুলিশের ডিসি'র বক্তব্য, 'আমাদের ভিডিওগ্রাফি আছে। নীল রংয়ের চাদর ওঁর গায়ে ছিল। লাল চাদরটা সিজ করা হয়েছে।' যে তিনটি অডিও ক্লিপ সামনে এসেছে, সেটা একই ফোন ক্লিপের তিনটি অংশ না আলাদা আলাদা কল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে।

প্রথম ক্লিপে এক মহিলাকে বলতে শোনা যায়, উনি অসুস্থ হয়েছেন। আপনাদের শীঘ্র আসতে হবে। নিহতের বাবা ও মা বারবার জানতে চান, কী হয়েছে তাঁদের মেয়ের? মহিলার উত্তর ছিল, সেটা ডাক্তার বলতে পারবে। দ্বিতীয় কলটিতে মহিলা জানান, ওই চিকিৎসককে ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছে। কিন্তু 'তাঁদের মেয়ে ডিউটিতে ছিলেন, হঠাৎ কী হল'

এরপর আটের পাতায়

জলপাইগুড়িতে তালাবন্ধ ডাঃ সুশান্ত রায়ের বাড়ি। -সংবাদচিত্র

'বেপাত্তা' সুশান্ত, বাড়ি ঘেরাওয়ের ছক শুরু

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : কোথায় গেলেন ডাঃ সুশান্ত রায়? উত্তরবঙ্গের চিকিৎসক মহলে এখন এই প্রশ্নটাই ঘুরছে মুখে মুখে।

আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনায় সন্দীপ ঘোষকে সিবিআই জেরা শুরু করার পর থেকেই 'বেপাত্তা' রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রভাবশালী উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মুখ সুশান্ত। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এবং কলকাতা কোথাও তাঁর দেখা মিলছে না। চিকিৎসক মহলে এনিয়ে হইচই পড়েছে। এই চিকিৎসককে খুঁজে বের করে সিবিআই জেরা করুক, এই দাবিতে দু'-তিনদিনের মধ্যেই সুশান্তর জলপাইগুড়ির বাড়ি ঘেরাও করা হতে পারে বলে খবর মিলেছে।

টেলিফোনে ডাঃ সুশান্ত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর ফোন বেজে গিয়েছে, ধরেননি। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের সম্পাদক ডাঃ কৌশিক চাকি বলেছেন, 'বিপদ বুঝে সুশান্ত গা-ঢাকা দিয়েছেন। আমরাও বিভিন্নভাবে ওঁর খোঁজ করার চেষ্টা করেছি, বিভিন্ন নম্বর থেকে ওঁকে ফোন করার চেষ্টা করেছি। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত কলকাতাতেও নেই। যেখানেই থাকুন, সিবিআই ঠিক খুঁজে নেবে।'

কয়েক বছর ধরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন জলপাইগুড়ির চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুশান্ত রায়। আরজি কর ইস্যুতেও তিনি নজরে পড়েছেন। তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তা স্বীকারও করেছেন সুশান্ত। কিন্তু তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, আরজি করের দুর্নীতি নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। সেখানেও নজরে রয়েছেন উত্তরের এই প্রভাবশালী ডাক্তার।

চিকিৎসকদের বদলি থেকে শুরু করে পরীক্ষা পদ্ধতি অর্থাৎ রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণও কার্যত উত্তরবঙ্গ লবির হাতে চলে এসেছিল। সেই থেকেই উত্তরবঙ্গ লবি নিয়ে চর্চা শুরু। করোনা অতিমারির সময় সুশান্ত উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসার অন

এরপর আটের পাতায়

ফোঁস, হুমকির ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভায় তাঁর বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হওয়ায় পরদিনই ব্যাখ্যা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অশান্তিতে উসকানি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ ওঠার পর তাঁর কথার অপব্যাখ্যা হয়েছে বলে দুষলেন সংবাদমাধ্যমের একাংশকে। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমি কিছু সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল এবং ডিজিটাল মিডিয়াতে একটি নোংরা বিভ্রান্তিকর প্রচার চিহ্নিত করেছি।'

না কামড়ালেও তাঁর ফোঁস করার মন্তব্য নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সেই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'আমার বক্তৃতায় যে বাক্যাংশটি ব্যবহার করেছি, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উদ্ধৃতি। কিংবদন্তি সাধক বলেছিলেন, মাঝেমধ্যে আওয়াজ তুলতে হয়। অপরাধ ও ফৌজদারি অপরাধ হলে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলতে হবে।' জুনিয়ার ডাক্তারদের নরমে-গরমে তিনি হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগকেও নস্যাৎ করেন তৃণমূল নেত্রী।

এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর সাফাই, 'আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আন্দোলনরত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি। আমি তাঁদের আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তাঁদের আন্দোলন ন্যায্য। আমি তাঁদের হুমকি দিইনি। কিছু মানুষ আমাকে অভিযুক্ত করেছেন। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।' বরং তাঁর বক্তব্যে মূল নিশানা বিজেপি ছিল বলে যুক্তি দেখিয়েছেন মমতা।

বুধবার তিনি জুনিয়ার ডাক্তারদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আমি চাই না, আপনাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে। কোনও ব্যবস্থা নিলে আপনাদের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। পাসপোর্ট, ভিসা পেতে অসুবিধা হবে।' সেই প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে বৃহস্পতিবার মমতার বক্তব্য, 'আমি বিজেপির বিরুদ্ধে বলেছি। কারণ, ভারত সরকারের মদতে তারা রাজ্যে গণতন্ত্রকে আঘাত এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কেন্দ্রের সমর্থনে তারা অনাচার তৈরির চেষ্টা করছে।'

যদিও আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তাররা এই বক্তব্যে সন্তুষ্ট নন।

এরপর আটের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

দমবন্ধ হয়ে আসছে, পালাব কোথায়?

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

'ধন্যি মেয়ে' সিনেমায় গাছের ওপর মাইক হাতে বসে সুখেন দাস। ফুটবল ম্যাচ চলছে পাশের মাঠে। বল নিয়ে কে এগোচ্ছে, কে পিছোচ্ছে-- তার বিস্তৃত ধারাবিবরণী দিচ্ছেন।

নবান্ন অভিযানে তথাকথিত ছাত্র সমাজের মোকাবিলা করছিল পুলিশ। সেটা মাইক হাতে বর্ণনা দিচ্ছেন টিভি রিপোর্টার। গলায় তীব্র উত্তেজনা। অকারণ চিলচিৎকার। এত চিৎকার যে মনে হবে, ইজরায়েল-গাজা, রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধে নেমে পড়েছি। সামনে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বিস্তৃত অঞ্চল ফাঁকা। টিভিতে বুমধারীরা চ্যাঁচাচ্ছেন, 'ওই যে আসছে, ওই আসছে।'

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
GNM ও B.Sc কোর্সে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

এসব দেখে সুখেন দাসকে মনে পড়ছিল কিছুটা অনিবার্য।

টালিগঞ্জে অনেক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন সুখেন। চড়া দাগের সংলাপ, আবেগ, কমিক রিলিফ-- সব থাকত তাঁর সিনেমায়। সব ছাপিয়ে উঠে আসত জীবনের জয়গান। বাংলার সাম্প্রতিক রাজনীতিতে ওই সবই রয়েছে। নেতারা ভিলেন বা কমেডিয়ানের কাজ করছেন। সব নেতাদের কথা চড়া দাগে বাঁধা। শুধু জীবনের জয়গানই শোনা যাচ্ছে না। রাতের অত্যাশ্চর্য আলোকমালা, ঐশ্বরিক গান দিয়ে শুরু করে মরমিয়া প্রতিবাদ এসে দাঁড়াল সেই পুরোনো বিরক্তিকর গ্যাঁদগেঁদে কুৎসিত রাজনীতির খেলায়। সেই তৃণমূল বনাম বিজেপি।

নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত আপাত অরাজনৈতিক এক আন্দোলনকে মাঝপথে ছিনতাইয়ে নেমে বিজেপি যে খেলাটা খেলল, তার স্ট্র্যাটেজি এবং ট্যাকটিক্স একেবারে শিশুসুলভ।

প্রথমত, তারা যে হতশ্রী ছাত্র সমাজকে নামাল নবান্ন অভিযানে, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে অপেশাদারিত্ব, প্রতিটি কাজে রহস্য। একজনের বিরুদ্ধে আবার যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগ। এরা করবে নারীর প্রতি সুবিচার? অনেক আগেই বোঝা গেল, এই 'ছাত্র সমাজ' আসলে বিজেপির অনুগতপ্রাণ। এরা কারা? শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদার এক একবার এক এক কথা বলে বুঝিয়ে দিলেন, এরা সেই রং দে গেরুয়া।

এরপর আটের পাতায়

নজরে উত্তরের নির্যাতিতারা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : এবার উত্তরবঙ্গেও ধর্না মঞ্চ। আরজি কর কাণ্ডের পরিসরে উত্তরবঙ্গের নির্যাতিতাদের পরিবার কেন বিচার পাবে না, এই প্রশ্ন তুলতে চাইছে বিজেপি। মূলত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফাঁসির পক্ষে সওয়ালকে হাতিয়ার করে 'বিচার চাই' দাবি তোলার সিদ্ধান্ত নিল পদ্ম শিবির।

উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা তো বটেই, পাশাপাশি কেন্দ্রীয়ভাবে শিলিগুড়িতে ধর্না মঞ্চ বাঁধার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। তবে জেলায় জেলায়

কেন্দ্রীয়ভাবে পদ্মের ধর্না শিলিগুড়িতে

বা শিলিগুড়িতে কবে হবে ধর্না কর্মসূচি, সে ব্যাপারে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

শিলিগুড়ির বিধায়ক ও বিধানসভায় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ধর্ষকের একমাত্র সাজা মৃত্যুদণ্ড, যা নিয়ে সরকার মঙ্গলবার বিধানসভায় বিল আনবে। রাজ্য সরকার যদি অপরাধীদের কঠোর শাস্তির পক্ষে হয়, তবে উত্তরবঙ্গের নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবার কেন বিচার পাচ্ছে না? এই প্রশ্নগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি সুবিচারের দাবিতে উত্তরবঙ্গজুড়ে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

মাটিগাড়া থেকে কালিয়াগঞ্জ, ময়নাগুড়ি থেকে মালদা, ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনের ঘটনা কম নেই। আরজি কর কাণ্ডের পরিসরে এবার এই ঘটনাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি। বর্তমান রাজনৈতিক আবহে পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণে এদিন কলকাতায় আলোচনায় বসেছিল বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। সেখানেই উত্তরবঙ্গের ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। উত্তরবঙ্গ নিয়ে আন্দোলনের প্রস্তাব দেন তিনি।

দলীয় সূত্রে খবর, যা মেনে উত্তরবঙ্গেও ধর্না কর্মসূচির প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কোন জেলায় কবে এমন কর্মসূচি হবে, তা ঠিক করবে সংশ্লিষ্ট জেলা। জেলার কর্মসূচিতে যোগ দেবেন রাজ্য নেতারা। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে যে কর্মসূচি শিলিগুড়িতে হওয়ার কথা, তার দিন নির্দিষ্ট করবে রাজ্য নেতৃত্ব। এই কর্মসূচিতে রাজ্য নেতৃত্বের প্রথম সারির নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

এরপর আটের পাতায়

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; Website: www.honda2wheelersindia.com; Customer Care: customercare@honda.hmsi.in

রাজ্যসেরা দিনহাটার গোপালনগর হাইস্কুল

দিনহাটা, ২৯ অগাস্ট : ফের রাজ্যসেরার পালক জুড়ল দিনহাটার গোপালনগর এমএসএস হাইস্কুলের মুকুটে। বৃহস্পতিবার ডাইরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশনের তরফে একথা জানানো হয়। ২০২০ সালের পর দ্বিতীয়বার এই খেতাব পেল গোপালনগর এমএসএস হাইস্কুল।

বর্তমান স্কুলে পড়ুয়া ২১৬৮। প্রধান শিক্ষক আক্কাজ আলির কথায়, ‘২০২০ সালের পর ফের এবছর সেরার খেতাব মেলায় আমরা গর্বিত। এই সাফল্যের অংশীদার সহকর্মী এবং ছাত্রছাত্রী সকলেই।’

১৯৫৭ সালে ওই স্কুলের পথচলা শুরু। তৎকালীন প্রধান শিক্ষক প্রসন্নকুমার রায়ের হাত ধরে স্কুল সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছায়। মাধ্যমিকে রাজ্য মেধাতালিকায় একাধিকবার উঠে এসেছে স্কুলের নাম। ২০২২ সালে স্কুলের ছ’জন একসঙ্গে মেধাতালিকায় স্থান পায়।

ছাত্রছাত্রীরা কুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা সবেতেই সাফল্য এনেছে। স্কুলের সাফল্যে খুশি ষষ্ঠ শ্রেণির মনালি সাহার কথায়, ‘এই স্কুলের ছাত্রী হতে পেরে আমি গর্বিত। এই ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করব।’

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙ্গিয়া ডিভিসনের বরপেটা রোড এবং সরভোগ জংশন স্টেশনে ৩১.০৮.২০২৪ থেকে ০৩.০৯.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত নন-ইন্টারলকিং কাজ (প্রি-নন-ইন্টারলকিং - ৩১.০৮.২০২৪ ও ০১.০৯.২০২৪ [২ দিন] এবং নন-ইন্টারলকিং - ০২.০৯.২০২৪ ও ০৩.০৯.২০২৪ [২ দিন])-এর জন্য, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে :- ● **ট্রেনের পথ পরিবর্তন : নিউ বঙ্গাইগাঁও - গোয়ালপাড়া টাউন - কামাখ্যা হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে : (১) ১৫৬৫৭ দিল্লি - কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৪) এবং ট্রেনটি বঙ্গাইগাঁও, বিজনী, বরপেটা রোড, নলবাড়ি, রঙ্গিয়া স্টেশনে থামবে না। **(২) ১৫৬২৫ দেওঘর-আগরতলা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৪) এবং ট্রেনটি রঙ্গিয়া স্টেশনে থামবে না। **কামাখ্যা-গোয়ালপাড়া টাউন - নিউ বঙ্গাইগাঁও হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে : (১) ১২৫১০ গুয়াহাটি - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৪) এবং ট্রেনটি রঙ্গিয়া, বরপেটা রোড স্টেশনে থামবে না। **(২) ১৫৯৬০ ডিব্রুগড় - হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৪) এবং ট্রেনটি রঙ্গিয়া, নলবাড়ি, টিহু, পাঠশালা, বরপেটা রোড, সরভোগ, নিউ বঙ্গাইগাঁও স্টেশনে থামবে না। ● **ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ : ১৫৯৬১ হাওড়া - ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৪) হাওড়া থেকে ৬ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

পূজারিণী কীভাবে মহারাজের পাশে দাঁড়াবে? **উড়ান** - ১ ঘণ্টার মহাপর্ব- ৩০ ও ৩১ অগাস্ট সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **স্টার জলসায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল **স্টার জলসা :** সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা , ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি **কালার্স বাংলা :** বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা **আকাশ আট :** সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার **সান বাংলা :** সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.১০ বলো না তুমি আমার, সন্ধ্যা ৭.৩৫ অন্ধ বিচার, রাত ১০.৫০ বাঘা যতীন
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ শতরূপা, দুপুর ২.৫০ বৌঠান, বিকেল ৫.৩৫ পবিত্র পাপী, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রাখে হরি মারে কে, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ ক্রিমিনাল, সন্ধ্যা ৭.০০ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.০০ রহমত আলি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মানিক
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দুরন্ত প্রেম
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমিও নেব চ্যালেঞ্জ

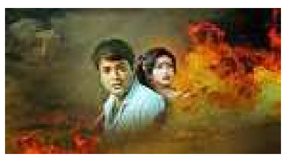

পবিত্র পাপী বিকেল ৫.৩৫ মিনিটে **জি বাংলা সিনেমায়**

প্রেমের কাহিনী সন্ধ্যা ৭টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

শাদি মে জরুর আনা সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **অ্যান্ড পিকচার্সে**

অনাথকে শহরে যেতে বাধা দেয় না মনদা। কী ঘটবে এরপর? বউচুরি সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে আকাশ আটে

চার শিক্ষারত্নে গর্বিত উত্তরবঙ্গ

দায়িত্ব বাড়ল, বলছেন শুভজিৎ

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২৯ অগাস্ট : শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য শিক্ষারত্ন পাচ্ছেন নাগরাকাটার ঘাসমারি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শুভজিৎ দত্ত। এই খবরে খুশির হাওয়া জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষামহলে। শুভজিৎ বললেন, ‘যে কোনও পুরস্কার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। আগামীতে নিজের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি রাখতে চাই না। এই সম্মান আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও গ্রামবাসীকে উৎসর্গ করছি।’ স্কুলে একটি স্মার্ট ক্লাসরুম চালু ও পড়ুয়াদের কম্পিউটার শেখানোর ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তিনি।

ওই স্কুলটি চা বাগান ও বনবস্তি ঘেরা। বর্তমানে মোট ২৪০ জন পড়ুয়া রয়েছে। পড়ুয়ারা দুঃস্থ পরিবারের। বেশিরভাগই তপশিলি উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। পুঁথিগত পড়াশোনার পাশাপাশি খুদেদের স্বাস্থ্যবিধি, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি, পরিবেশ রক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ দেওয়া হয়। স্কুলটির পরিকাঠামোও শিশুবান্ধব। স্কুল চত্বরজুড়ে রয়েছে নানা ধরনের গাছপালা। মরশুমভিত্তিক মিড-ডে মিলের কিচেন গার্ডেন তৈরি করা হয়। ২০১৫ সালে ওই প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে প্রাইমারি স্কুলটি নির্মল বিদ্যালয়, ২০১৬ সালে শিশুমিত্রের তকমা ও ২০১৮ সালে সার্টিফিকেট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন পায়। মোট শিক্ষক ৯ জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাংলা ও হিন্দি উভয় মাধ্যমেই পড়াশোনা হয়। সকলেই শুভজিতের কর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন।

আগামীতে নিজের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি রাখতে চাই না। এই সম্মান আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও গ্রামবাসীকে উৎসর্গ করছি।

শুভজিৎ দত্ত

পুলিশের চাকরি ছেড়ে শিক্ষক হয়েছেন জয়ব্রত

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৯ অগাস্ট : খাঁকি উর্দি পরে কোমরে রিভলভার গুঁজে তিনটি বছর কাটিয়েছেন। তবে পুলিশ সার্ভিসে মন টেকেনি। তাই শিক্ষকতার পেশায় যোগ দেন জয়ব্রত ভট্টাচার্য। ২২ বছর শিক্ষকতা করে শিক্ষারত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন জয়ব্রত। তাও আবার নিজের শৈশবের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে। বুধবার রাতে শিক্ষা দপ্তর থেকে তাঁকে ওই খবর জানানোর পর থেকেই শুভেচ্ছায় ভাসছেন জয়ব্রত।

জয়ব্রতর বাড়ি বীরপাড়াতেই। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন বীরপাড়া হাইস্কুলেই। ১৯৯৮ সালে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে সাব-ইনস্পেক্টর হিসেবে যোগ দেন। আর ২০০২ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় পাশ করে মালবাজারের বড়দিঘি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদে যোগ দেন। জয়ব্রত বলেন, ‘পুলিশের চাকরিতে মন টিকছিল না। তাই ঠিক করি, পড়াব।’

২০০৮ সালে ফের স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় পাশ করে নাথুয়ার হরিণখাওয়া এলএন হাইস্কুলের শিক্ষক হন তিনি। ২০১৯ সালে বীরপাড়া হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। জয়ব্রত ছবির মতো করে সাজানোর চেষ্টা করেছেন স্কুলের ভবনটি। ছোটদের ক্লাসরুমের সামনে নন্টেফন্টে, ছোটা ভিম সহ নানা কার্টুন চরিত্র আঁকা। বড়দের ক্লাসরুমের সামনে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সংক্রান্ত পাঠ্যসূচির নানা ছবি। বৃহস্পতিবার স্কুলের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।।

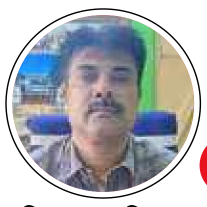

পুলিশের চাকরিতে মন টিকছিল না। তাই ঠিক করি, পড়াব।

জয়ব্রত ভট্টাচার্য

দুঃস্থ মেধাবীদের পাশে নবনীতা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : সরকারি চাকরির বাঁধাধরা ছকের বাইরে বেরিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন মেধাবী দুঃস্থদের পাশে। কখনও আর্থিক সাহায্য নিয়ে, কখনও বা অন্য কোনওভাবে। নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতি পেলেন শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা নবনীতা গুপ্ত। তাঁকে ‘শিক্ষারত্ন’ সম্মান দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। নবনীতা বলছেন, ‘২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পড়ুয়াদের জন্য কাজ করছি। এই লক্ষ্যেই ভবিষ্যতে এগোতে চাই।’

অরবিন্দপল্লির বাসিন্দা নবনীতা গুপ্ত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষকতা করছেন। করোনাকালে ডিজিটাল মাধ্যমে নিজের স্কুলের পাশাপাশি ইসলামপুর সহ বিভিন্ন জায়গার পড়ুয়াদের পড়ানো শুরু করেন। নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপককে আর্থিক পুরস্কারও দেন নবনীতা। ভূগোলের এই শিক্ষিকা বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন বহু ছাত্রছাত্রীকে। পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য নতুন সিলেবাসের একাদশ শ্রেণির পরিবেশবিদ্যার ওপর বই লিখেছেন তিনি।

২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পড়ুয়াদের জন্য কাজ করছি। এই লক্ষ্যেই ভবিষ্যতে এগোতে চাই।

নবনীতা গুপ্ত

সমাজসেবায় দিন কাটে জাকিরের

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৯ অগাস্ট : এবছর শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন দিনহাটা গোপালনগর এমএসএস উচ্চবিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক জাকির হোসেন মিয়াঁ। সহকারী শিক্ষক হিসেবে জাকিরের প্রথম স্কুল ছিল ছাবঘাটি কেডি বিদ্যালয় (মুর্শিদাবাদ)। এরপর ২০০৪ সালে গোপালনগর এমএসএস উচ্চবিদ্যালয়ে যোগদান করেন। টানা ২১ বছর ধরে তিনি শিক্ষকতা করছেন। পাশাপাশি তিনি তিনটি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছেন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ ও শর্টফিল্ম রচনা ও অভিনয় করেছেন ওই পুরস্কার মূল্যের সব টাকা থেকে প্রতিবছর মেধা পুরস্কার দেওয়া হবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতীদের ।

খুব ভালো লাগছে। এই সম্মান আমি সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে উৎসর্গ করছি।

জাকির হোসেন

ক্ষুদ্র চা চাষিদের নতুন কমিটি

নাগরাকাটা, ২৯ অগাস্ট : চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির পরামর্শদাতা কমিটি পুনর্গঠন করল রাজ্য সরকার। এবার প্রথম ওই কমিটিতে ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রতিনিধিদেরও রাখা হয়েছে। বড় চা বাগানগুলির মতো ক্ষুদ্র চা চাষের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য দূর করতে রাজ্যের পরিকল্পনা রয়েছে। বিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলির নেতাদের বক্তব্য, ‘আর দেরি না করে রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে দ্রুত ন্যূনতম মজুরি বলবৎ করতে এগিয়ে আসুক।

কমিটিতে রাজ্য, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের ১০ জন করে প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে। কমিটির চেয়ারপার্সন হয়েছেন শ্রম দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। সদস্য সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন রাজ্যের শ্রম কমিশনার। মালিকপক্ষের বড় চা বাগানগুলির সংগঠনের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি এবার নতুন সদস্য হিসেবে ওই কমিটিতে জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলার দুইজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ মেটিরিয়ালস্ ম্যানেজার/এডিএমএন কর্তৃক এই সংবাদপত্রে পূর্বে প্রকাশিত সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মাসে হাওড়া ডিভিসনের জন্য ই-অকশন কর্মসূচির বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞপ্তি নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫, তারিখ ২৬.০৮.২০২৪-তে সংশোধনী। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নলিখিত আংশিক সংশোধন করা হয়েছে: হাওড়া ডিভিসনের বর্তমান অকশনের তারিখ: ৩০.০৯.২০২৪। **হাওড়া ডিভিসনের সংশোধিত অকশনের তারিখ: ১১.০৯.২০২৪।** অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

STORES-37/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার মণ্ডলে বিবিধ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. কেআইআর/ইএনজিজি /৩৫ অফ ২০২৪ তারিখ: ২৩-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: গলগলিয়া: গলগলিয়াতে ভিডিএফ সহিত প্রিকাস্ট আরসিসি ফেস ওয়ালের উচ্চস্তরীয় প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ এবং এমইএর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৩,৩৬,৩০,৯৪২.০৫/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,১৮,২০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: শিলিগুড়ি জংশনে-নিউ জলপাইগুড়ি প্রান্তের দিশায় বিজি প্ল্যাটফর্ম নং ৫ এর সম্প্রসারণ এবং প্ল্যাটফর্ম ৪ এবং ৫ এ ১০ বে পিপি শেডের ব্যবস্থা করা (অবশিষ্ট কাজ)। টেন্ডার রাশি: ৩,৭৬,০৭,৮০০.১৬/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৩৮,০০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ১৮ মাসের জন্যে উৎস থেকে (পাগলাজোরা) তিনধরিয়া আদি পর্যন্ত মুখ্য পাইপলাইনের রক্ষণাবেক্ষণ সহিত তিনধরিয়া রেলওয়ে কলোনি, রাউং স্টেশন মহানদী স্টেশন, রেলওয়ে চিকিৎসালয়, এডিএমই কার্যালয়, তিনধরিয়া ওয়ার্কশপে মেটির ট্র্যাকের দ্বারা পানীয়/পান করার উপযুক্ত জলের ... টেন্ডার রাশি: ৫৯,০২,... টাকা। বায়না রাশি: ১,১৮,১০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ... টেন্ডার রাশি: ... টাকা। বায়না রাশি: ১,৫৫,২০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৫। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ... টেন্ডার রাশি: ... টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৩-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা এবং খোলা হবে: ২৩-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ অহা ২৩-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

উৎসবের মরশুমে স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন দুর্গাপুজো, দীপাবলী ও ছট উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩০২৭/০৩০২৮ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া স্পেশাল (সাপ্তাহিক), ০৩১৮৭/০৩১৮৮ শিয়ালদহ-জয়নগর-শিয়ালদহ স্পেশাল (সাপ্তাহিক) ও ০৩১৩৫/০৩১৩৬ কলকাতা-পাটনা জংশন-কলকাতা স্পেশাল (সাপ্তাহিক) ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, চলাচলের দিন, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী চলবে:—

০৩০২৭/০৩০২৮ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া স্পেশাল (সাপ্তাহিক)

হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি			০৩০২৭ ০৩০২৮	নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া		
দিন	পৌ.	ছা.	স্টেশন	দিন	পৌ.	ছা.
বুধ	-	২৩.৫৫	↓ হাওড়া	০০.১০	-	শুক্র
বৃহস্পতি	০৬.২৫	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.১৫	বৃহস্পতি
	১০.৪৫	-	নিউ জলপাইগুড়ি ↑	-	১২.৪৫	

ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ জংশন, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই, কিষাণগঞ্জ ও আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন : ০৩০২৭ হাওড়া থেকে :** ৯, ১৬, ৩০.১০.২০২৪, ০৬.১১.২০২৪ (বুধবার) = ৪ ট্রিপ। **০৩০২৮ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে :** ১০, ১৭, ৩১.১০.২০২৪ ও ০৭.১১.২০২৪ (বৃহস্পতিবার) = ৪ ট্রিপ। **গঠন :** এসি ১ম-কাম-এসি ২-টিয়ার কম্পোজিট কোচ - ১, এসি ২-টিয়ার - ১, এসি ৩-টিয়ার - ৫, এসি ৩-টিয়ার ইকোনমি - ১, স্লিপার শ্রেণী - ৮, সাধারণ ২য় শ্রেণী (এলএস) - ৩, এসএলআরডি - ১, প্যান্ট্রি কার - ১, পাওয়ার কার - ১ = ২২ কোচ। **শ্রেণী :** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩১৮৭/০৩১৮৮ শিয়ালদহ-জয়নগর-শিয়ালদহ স্পেশাল (সাপ্তাহিক)

শিয়ালদহ-জয়নগর			০৩১৮৭ ০৩১৮৮	জয়নগর-শিয়ালদহ		
দিন	পৌ.	ছা.	স্টেশন	পৌ.	ছা.	দিন
শনি	-	২৩.৫৫	↓ শিয়ালদহ	০৫.১৫	-	সোম
রবি	০২.৫০	০২.৫৫	আসানসোল	০১.০২	০১.০৭	
	০৫.০০	০৫.০২	জসিডি	২৩.০৮	২৩.১০	রবি
	১৪.২৫	-	জয়নগর ↑	-	১৫.২৫	

ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বর্ধমান, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, ঝাঝা, কিউল, বারাউনি, সমস্তিপুর, দারভাঙ্গা, সকড়ি জংশন ও মধুবনী স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন : ০৩১৮৭ শিয়ালদহ থেকে :** ৫, ১২, ১৯, ২৬.১০.২০২৪, ২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০.১১.২০২৪ (শনিবার) = ৯ ট্রিপ। **০৩১৮৮ জয়নগর থেকে :** ৬, ১৩, ২০, ২৭.১০.২০২৪, ৩, ১০, ১৭, ২৪.১১.২০২৪ ও ০১.১২.২০২৪ (রবিবার) = ৯ ট্রিপ। **গঠন :** এসি ২-টিয়ার - ১, এসি ৩-টিয়ার - ৫, স্লিপার শ্রেণী - ১০, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৩, এসএলআরডি - ২ = ২১ কোচ। **শ্রেণী :** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩১৩৫/০৩১৩৬ কলকাতা-পাটনা জংশন-কলকাতা স্পেশাল (সাপ্তাহিক)

কলকাতা-পাটনা জংশন			০৩১৩৫ ০৩১৩৬	পাটনা জংশন-কলকাতা		
দিন	পৌ.	ছা.	স্টেশন	পৌ.	ছা.	দিন
মঙ্গল	-	২৩.৫০	↓ কলকাতা	২৩.৫৫	-	বুধ
বুধ	০২.৫০	০২.৫৫	আসানসোল	১৯.৫৯	২০.০৪	
	০৫.০০	০৫.০২	জসিডি	১৮.১৩	১৮.১৫	
	১০.২৫	-	পাটনা জংশন ↑	-	১২.১৫	

ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বর্ধমান, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, ঝাঝা, কিউল, মোকামা, বখতিয়ারপুর ও পাটনা সাহেব স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন : ০৩১৩৫ কলকাতা থেকে :** ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯.১০.২০২৪, ৫, ১২, ১৯ ও ২৬.১১.২০২ (মঙ্গলবার) = ৯ ট্রিপ। **০৩১৩৬ পাটনা জংশন থেকে :** ২, ৯, ১৬, ২৩, ৩০.১০.২০২৪, ৬, ১৩, ২০ ও ২৭.১১.২০২৪ (রবিবার) = ৯ ট্রিপ। **গঠন :** এসি ৩-টিয়ার - ১, স্লিপার শ্রেণী - ৯, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৬, এসএলআরডি - ২ = ১৮ কোচ। **শ্রেণী :** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিক্রয়

Sale of Vehicle in ‘As is Where is Basis’ Mahindra Earthmaster - 2019 Sale No MDZAL4BFKK6J50445. Ph : 0353-2950301. (C/112301)

●

Sale of Vehicle in ‘As is Where is Basis’ Mahindra Earthmaster - 2019 Sale No MDZAL4BFHK6A49627. Ph : 0353-2950301. (C/112200)

●

Sale of Vehicle in ‘As is Where is Basis’ Tata Ultra T7 - 2022 Sale Reg No WB73G3622. Ph : 0353-2950301. (C/112302)

কর্মখালি

Required staff for Office Administration & Factory Supervisor at Paint Factory in Siliguri. Cont : 62962-66576, 90640-05483. (C/112265)

●

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M-9647610774. (C/112266)

সভা/সমিতি

শিলিগুড়ি ইলেকট্রিক্যাল কনট্রাক্টর অ্যান্ড ডেকোরেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সকল সদস্যদের জানানো যাইতেছে যে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৪ রবিবার সকাল ১১টা হইতে ঋষি ভবনে এক বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। উক্ত সভায় আপনাদের সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি। - সাধারণ সম্পাদক। (C/112195)

বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ অফ গ্রিড সোলার প্ল্যান্টের মেরামত

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. এপি/ইএন/০৭/২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনে বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ অফ গ্রিড সোলার প্ল্যান্টের মেরামত। টেন্ডার রাশি: ২৮,০৪,৮২৪/-টাকা। বায়না রাশি: ৫৬,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২০-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২০-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট্রি (জি), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইইজি এবং ডিইইজি, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

e-Tender Notice

DDP/N-12/2024-25, DDP/N-13/2024-25 & DDP/N-14/2024-25 Dt.-28/08/2024

e-Tenders for 19(Nineteen) no. of works under 5th SFC, 15 FC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT No DDP/N-12/2024-25 is 09/09/2024 at 12.00 Hours, NIT No DDP/N-13/2024-25 is 13/09/2024 at 16.00 Hours & NIT No DDP/N-14/2024-25 is 23/09/2024 at 12.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৫৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: সিগ_তত্ত্ব_৫_পলিসি, তারিখ: ২৭.০৮.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৪-২৫_এএমসি_টিআইবি_৩টি, তারিখ: ২৭.০৮.২০২৪। কাজের নাম:** ওপেন টেন্ডার ভিত্তির মাধ্যমে তিন বছর (২০২৪ থেকে ২০২৭) সময়সীমার জন্য মালদার জিপিএস টাওয়ার ব্লক এবং ভাগলপুরে টিআইবি, অটো অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেম আউটডোর ভিডিও ওয়াল এবং প্ল্যাটফর্ম নং. ২,৩ এবং ৬-এর আরডিএসও স্পেসিফায়েড সিআইবি-এর সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। **টেন্ডার মূল্য:** ৪৭,৬৫,০৮৭.৪৭ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৯৫,৩০০ টাকা। **ই-টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়:** ০৪.০৯.২০২৪ থেকে ১৮.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড:** ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড: সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।

MLD-85/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
SAPNE SAJAN KI

Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আমার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : হঠাৎ দূরে যেতে হতে পারে। নিজের ভুলে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। **বৃষ :** সব কাজেই আজ সফল হবেন। দূরের বন্ধুর কাছ থেকে আসতে পারে উপহার। **মিথুন :** জ্বর ও সর্দিতে শরীর খারাপ। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। **কর্কট :** হঠাৎ নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের ইচ্ছে সফল হবে। **সিংহ :** কেউ আপনাকে অকারণে অপমান করতে পারে। আজ শান্ত মাথায় থাকুন। **কন্যা :** বারবার যে কাজ করতে গিয়েও বন্ধ হয়েছে, আজ সেই কাজ শুরু করুন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। **তুলা :** পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আজ আনন্দ। অতিরিক্ত খেয়ে শারীরিক সমস্যা। **বৃশ্চিক :** শিক্ষায় সমস্যা হতে পারে। অযথা নিজের ভুলে প্রচুর অর্থ খরচ হবে। **ধনু :** পাওনা আদায় হবে। ব্যবসার জন্যে সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম হবে। **মকর :** বিনিয়োগে লাভবান হবেন। নতুন জমি কেনার পথ সুগম হবে। **কুম্ভ :** ব্যবসায় নতুন উদ্যোগ নিতে পারেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। **মীন :** কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৩ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ৮ ভাদ্র, ৩০ অগাস্ট ২০২৪, ১৩ ভাদ, সংবৎ ১২ ভাদ্রপদ বদি, ২৫ শফর। সূঃ উঃ ৫।২১ অঃ ৫।৫৬। শুক্রবার, দ্বাদশী রাত্রি ৩।৪৩। পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ৮।৩৩। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৯।১৯। কৌলবকরণ দিবা ৩।৪৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৩।৪৩ গতে গরকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ২।২৬ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৮।৩৩ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৮।৩৩ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ৩।৪৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈরৃঋতে, রাত্রি ৩।৪৩ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৮।৩০ গতে ১১।৩৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৮। ৪৭ গতে ১০।১৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১০।১৩ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।৭ গতে নৈরৃঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ৩।৪৩ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৯।৪৬ গতে একাদশীর পারণ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৫।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Ministry of Ports, Shipping & Waterways
Government of India

SAGARMALA | PM Gati Shakti

২০৪৭'এর মধ্যে বিকশিত ভারতের জন্য রাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ

ভারতের বৃহত্তম বন্দর ওয়াধাওয়ান

উন্নত ভারত নির্মাণে মহারাষ্ট্র একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। মহারাষ্ট্রকে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করা আমাদের উদ্দেশ্য। মহারাষ্ট্রের ওয়াধাওয়ান একটি বড় বন্দরে উন্নত করা হলে অর্থনৈতিক প্রগতি বৃদ্ধি করা হবে এবং বড় আকারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

ওয়াধাওয়ান বন্দরের

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ও

সারা দেশে ৭৭,০০০ কোটি টাকার বিভিন্ন মৎস্য প্রকল্পের

শিলান্যাসের উদ্বোধন করবেন

নরেন্দ্র মোদি

প্রধানমন্ত্রী

শুক্রবার, ৩০শে অগাস্ট ২০২৪ পালঘর, মহারাষ্ট্রে

ওয়াধাওয়ান প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য

- ভারতের ১৩তম প্রধান বন্দর
- প্রকল্পের খরচ ৭৬,২০০ কোটি টাকা
- সমস্ত রকমের আবহাওয়ায় নতুনভাবে উন্নয়নশীল বন্দর
- মোট ধারণ ক্ষমতা বছর প্রতি ৩০০ মিলিয়ন টন
- জলের গভীরতা ২০ মিটার
- পুনরুদ্ধার করা জমির উপর সমগ্র বন্দরটি অবস্থিত
- ২৪০০০ টিইইউ আয়তনের জাহাজ বহন করার ক্ষমতা রাখে
- বছর প্রতি ২৩.২ মিলিয়ন কন্টেনার ধারণ করার ক্ষমতাসম্পন্ন

রাষ্ট্রের সুবিধাদি

ওয়াধাওয়ান

- ১২ লক্ষ মানুষের কর্ম নিয়োগের ক্ষমতা রয়েছে
- ১ কোটির বেশি পরোক্ষভাবে কর্মনিয়োগের সুযোগ রয়েছে
- ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি
- আন্তর্জাতিক উত্তর দক্ষিণ পরিবহণের প্রবেশদ্বারের দ্বারা বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে
- প্রধান জলপথের বৃহৎ জলযানগুলির আন্তর্জাতিক স্থানান্তর ঘটবে
- সুদূর প্রাচ্য, ইউরোপ, মধ্য-পূর্ব আফ্রিকা এবং আমেরিকার মধ্য দিয়ে

মৎস্যচাষ

- আধুনিক মাছ ধরার বন্দরগুলির নিরাপদ অবতরণ, মাছ ধরার জাহাজগুলির জন্য নোঙ্গর ফেলা এবং মৎস্য চাষের জন্য বিভিন্ন কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে
- আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ করা হয়েছে যেমন জলজপালন পদ্ধতির পুনঃসঞ্চালন, বায়োফ্লক এবং খাঁচা সংস্কৃতি
- গুণগতভাবে উন্নত মাছের চারা এবং খাদ্যের উপলব্ধতা নিশ্চিত করা হবে
- বিরামহীন কোল্ড চেইনের সুবিধা এবং উন্নত মাছ বাজারের দিকে লক্ষ্ রাখা হবে
- ৫.২৩ লাখ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কর্মনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র্য এবং দেশজ প্রজাতির প্রচার করা হচ্ছে
- জলজ যোগাযোগ এবং সহায়তাকারী পদ্ধতির উপর জাতীয় রোলআউট

মৎস্য বন্দর

জলজ পার্ক

সামুদ্রিক খাঁচা

গুহা

পুণ্য উপস্থিতিতে

সি. পি রাধাকৃষ্ণন
রাজ্যপাল, মহারাষ্ট্র

একনাথ শিন্ডে
মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র

সর্বানন্দ সোনোওয়াল
বন্দর, জাহাজ চলাচল এবং জলপথের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

রাজীব রঞ্জন সিং
মৎস্যচাষ, প্রাণী পালন এবং দুগ্ধ উৎপাদন, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

শান্তনু ঠাকুর
বন্দর, জাহাজ চলাচল এবং জলপথ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

অধ্যাপক এস. পি. সিং বাঘেল
মৎস্যচাষ, প্রাণী পালন এবং দুগ্ধ উৎপাদন, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

জর্জ কুরিয়ান
মৎস্যচাষ, প্রাণী পালন এবং দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

দেবেন্দ্র ফড়নবিশ
উপ মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র

অজিত পাওয়ার
উপ মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র

সুধীর মুংগানটিওয়ার
মন্ত্রী, মৎস্য উন্নয়ন, মহারাষ্ট্র

রবীন্দ্র চবন
অভিভাবক মন্ত্রী, পালঘর

সঞ্জয় বাঁসোড়ে
বন্দর উন্নয়ন মন্ত্রী, মহারাষ্ট্র

ড: হেমন্ত বিষ্ণু সাভারা
সংসদ সদস্য, পালঘর

Shipminindia | Shipmin_India | Shipmin_India | Sagarmala Project | Sagarmala.gov.in / shipmin.gov.in | LIVE STREAM

ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

CBC 37203/15/0001/2425

তরুণীর স্বামীর ভূমিকায় প্রশ্ন

নকশালবাড়ি, ২৯ অগাস্ট : গর্ভবতীর পেট থেকে সন্তান ‘উধাও’-এর ঘটনায় রহস্য কাটল না। তরুণীর স্বামী হঠাৎ চুপ করে যাওয়ায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। বৃহস্পতিবার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে তিনি লিখিত অভিযোগ করবেন জানালেও এদিন রাত পর্যন্ত থানার দ্বারস্থ হননি তিনি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ভূমিকা নিয়েও এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিন তাঁর সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। আত্মীয়স্বজন, পড়শিদের ফোনও এড়িয়ে গিয়েছেন।

তরুণীর স্বামীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামও। সংগঠনটির সভাপতি অমিত সরকারের সন্দেহ, শিশু হাতবদলে টাকার লেনদেন হয়ে থাকতে পারে। তাই পরিবারটির ভূমিকাও খতিয়ে দেখার জন্য এদিন তিনি চিঠি দিয়েছে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিককে। অমিত বলছেন, ‘যে পদ্ধতিতে মেয়েটির অপারেশন করা হয়েছে, তা মেডিকেলের নিয়ম অনুযায়ী হয়নি। স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর ওই নার্সিংহোমে ছিল না। আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে শিশুর হাতবদল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। পুলিশ ভালো করে তদন্ত করুক। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকেও এই সম্ভাবনা উড়িয়ে না দিতে অনুরোধ করেছি।’

সূত্রের খবর, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এদিন তরুণীর স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। যদিও সেই কথা স্বীকার করেননি তুলসী প্রামাণিক। তিনি বলছেন, ‘আমার সঙ্গে তরুণীর পরিবারের কথা হয়নি। তদন্ত টিম গঠন হয়েছে। তদন্ত চলছে।’ স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন রাতে নার্সিংহোম থেকে ছাড়া হয়েছে তরুণীকে।

সত্যিকে ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ

নাবালিকার কাকা গ্রেপ্তারে অসন্তোষ

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অগাস্ট : গয়াগঙ্গা চা বাগানে আদিবাসী নাবালিকা খুনের ঘটনায় কাকা গ্রেপ্তার হতেই শ্রমিক মহল্লায় অসন্তোষ বাড়ছে। গ্রামবাসীর একাংশের অভিযোগ, ঘটনার ১২ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ নাবালিকার কাকাকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার আসল সত্য ধামাচাপা দিতে চাইছেন। তাঁদের দাবি, নাবালিকা এবং তার পরিবারের সঙ্গে কাকার যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল।

এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া মেলেনি। মেসেজ করা হলেও তিনি উত্তর দেননি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘোষপুকুর ফাঁড়িতে গিয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি ইফতিকার উল হাসান এবং ঘোষপুকুর ফাঁড়ির ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষের সঙ্গে দেখা করে সন্দেহের কথা তুলে ধরেন ইউনাইটেড ফোরাম ফর আদিবাসী রাইটসের সদস্যরা। সন্ধ্যায় বিষয়টি নিয়ে গ্রামে কয়েকশো বাসিন্দা এবং সংগঠনের সদস্যরা আলোচনা সভা করেন। সেখানে সংগঠনের উপদেষ্টা লাজরুস এক্কা, আহ্বায়ক রাজকুমার কাশ্যপ, আদিবাসী আইনজীবী অরবিন্দ এক্কা সহ বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অঙ্কিতা খালকো। মৃত নাবালিকার বাবা ও মা বলছেন, পরিবারের সঙ্গে ধৃতের খারাপ সম্পর্ক ছিল না।

স্থানীয় অনীতা বাখলা আলোচনা সভায় মন্তব্য করেন, ‘এই খুনে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে। পুলিশ যাকে গ্রেপ্তার করেছে সে তাঁর ভাইঝিকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন।’ একই যুক্তি আগাপিঠ মিঞ্জ ও হেরমান বরার।

গ্রেপ্তারির পর পুলিশ জানিয়েছিল, অভিযুক্ত স্বীকার করেছে সে নাবালিকাকে পারিবারিক বিবাদের জেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করেছে। পুলিশের এই দাবি মানতে নারাজ গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ। রাজকুমার কাশ্যপ বলছেন, ‘গোটা রাজ্যে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে শোরগোল চলছে। এর মাঝে আমাদের বাগানের ঘটনা প্রকাশ্যে এলে আরও সমস্যা হতে পারে। সেজন্যই পুলিশ তাড়াতাড়ি একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।’ তাঁর অভিযোগ, ‘পুলিশ নাবালিকার কাকাকে গ্রেপ্তার করে আসল তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। পুলিশ আমাদের বলেছে গ্রামের একজন কাকার সঙ্গে নাবালিকাকে দেখেছিলেন, সেজন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

এদিকে, এই ঘটনায় দার্জিলিং জেলা চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়নের তরফে ঘোষপুকুরে ফাঁড়িতে ঘটনার সঠিক তদন্ত করে প্রকৃত দোষীর কঠোর শাস্তির দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সভাপতি সমন পাঠক, সম্পাদক গৌতম ঘোষ মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান।

ভাঙা পা নিয়ে বিব্রত সেই ব্যক্তি (বাঁদিকে)। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীদের হয়রানি। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

এনবিইউতে প্রাক্তনীদের প্রতিবাদ

বাগডোগরা, ২৯ অগাস্ট : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)-এর প্রাক্তনীদের তরফে ক্যাম্পাসে একটি মিছিল করা হয়। বৃহস্পতিবার এনবিইউয়ের প্রাক্তনী সমিতি আয়োজিত এই মিছিলে সমিতির সদস্য ছাড়াও বর্তমান পড়ুয়া, অধ্যাপক, আধিকারিক, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, শিক্ষাকর্মী, গবেষক, অভিভাবকরাও অংশ নেন।

সমিতির সভাপতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার তাপস চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘এমন পৈশাচিক ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা করছি। দ্রুত তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে বিচারের দাবি জানাচ্ছি।’ মিছিলে সমিতির সম্পাদক ফজলুর রহমান সহ অনেকেই অংশ নেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে নালিশ শিখার

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নালিশ জানালেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ঘটনার বিবরণ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ই-মেল করেন শিখা। এছাড়াও নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি)-র এডিআরএম সঞ্জয় চিলওয়ারওয়ারকে ফোন করে রেল এলাকায় অবৈধ কাজকর্ম রুখতে পদক্ষেপ করার আবেদন জানান তিনি। এডিআরএম-এর তরফে ইতিবাচক আশ্বাস মিলেছে বলে শিখার দাবি। মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠির প্রসঙ্গে শিখা বলছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন মহিলা। তাঁর শাসনকালে তাঁরই দলের লোকেরা যেভাবে আমাকে প্রকাশ্যে মারধর করেছে সেটাতে কি মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি লজ্জিত হবেন না?’

বুধবার এনজেপির তৃণমূল ও আইএনটিটিইউসি কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হন শিখা। বিষয়টি জেনে এলাকায় আসেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। তাঁকেও ঘিরে ধরে হেনস্তা করা হয়। বিষয়টিকে একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি বিজেপি। সেই কারণেই সোজা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানানোর সিদ্ধান্ত শিখার। যদিও শিখা বা জয়ন্তকে হেনস্তার অভিযোগ মানতে চাননি আইএনটিটিইউসি নেতা সুজয় সরকার। তাঁর বক্তব্য, ‘বিধায়ক বাইরে থেকে লোকজন এনে ঝামেলা পাকাতে চেয়েছিলেন। জোর করে দোকান বন্ধ করতে যান। ব্যবসায়ীরাই প্রতিরোধ গড়েন।’

হল না প্লাস্টার, ভোগান্তি চলছেই

পা ভাঙা, রোগীকে বিশ্রামের নিদান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী পরিষেবা দিন দিন তলানিতে ঠেকছে। বৃহস্পতিবারও মেডিকেলের বিভিন্ন বিভাগে রোগী ভোগান্তির ছবি ধরা পড়েছে। এমনকি এক বৃদ্ধ ভাঙা পা নিয়ে এলে কোনও চিকিৎসা না করেই বাড়িতে গিয়ে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা শুনে রীতিমতো হতবাক বৃদ্ধের ছেলে চোপড়ার সোনাপুরের বাসিন্দা অনিমেষ মাহাতো। বিশ্রামে থাকলে ভাঙা পায়ের হাড় জোড়া লেগে যাবে? প্রশ্ন তুলছে পরিবার। অনিমেষের বক্তব্য, ‘আমরা গরিব মানুষ, নার্সিংহোমে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। তাই বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে দিনের পর দিন গাড়ি ভাড়া করে এখানে আসছি। কিন্তু এখানে কোনও পরিষেবা পাচ্ছি না।’

হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, ‘আমি সাংবাদিকদের কাছেই ঘটনা শুনেছি। পরিবারের তরফে আমাকে কিছু জানানো হয়নি। আমাদের এখানে জরুরি সমস্ত অপারেশন সহ চিকিৎসা পরিষেবা চালু রয়েছে। বৃদ্ধের পা আদৌ ভেঙেছে কি না, ভাঙা থাকলে কেন প্লাস্টার বা অপারেশন হল না সেটা বুঝতে পারছি না। পরিবারের তরফে আমাকে জানানো হলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।’

বৃহস্পতিবারও জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন অব্যাহত ছিল মেডিকেলে। বুধবার এই আন্দোলন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে ‘হুমকি’ হিসাবে দেখছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য আন্দোলনকে বাড়তি অক্সিজেন দিয়েছে। এই আন্দোলন আরও চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে বলে দাবি করলেও আন্দোলনকারীরা তা মানতে নারাজ।

আন্দোলনের জের

- চোপড়ার সোনাপুরের এক বৃদ্ধের পা ভাঙায় মেডিকেলে নিয়ে এসেছিলেন ছেলে
- তাঁর পায়ে প্লাস্টার বা অপারেশন কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ
- পরিবার জানাচ্ছে, ডাক্তাররা তাঁকে বাড়িতে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন
- ১৪ অগাস্ট একজনের গলব্লাডার অপারেশন হওয়ার কথা, তাঁকে রোজ ঘোরানো হচ্ছে
- আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, ঘটনার বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা নড়ছেন না

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে হত্যার ঘটনার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে জুনিয়ার ডাক্তাররা লাগাতার কর্মবিরতির ঘোষণা করে অবস্থান আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এর জেরে মেডিকেলের রোগী পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিনের মতো এদিনও একই চিত্র দেখা গিয়েছে। এরইমধ্যে অন্তর্বিভাগে রোগী ভর্তি না নেওয়ার অভিযোগও উঠছে।

হাসপাতালেরও বিভিন্ন সূত্রের দাবি, জুনিয়ার ডাক্তাররা আন্দোলন শুরু করার পর থেকে রোগী ভর্তি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু রোগীকে ভর্তি না নিয়ে ওষুধ লিখে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনই ঘটনা এদিন দুপুরে নজরে এসেছে। জরুরি বিভাগের বাইরে জুনিয়ার ডাক্তাররা অবস্থান করছিলেন। সেই সময় অনিমেষ মাহাতো গাড়ি ভাড়া করে বৃদ্ধ বাবা রামছেত্রী মাহাতোকে (৭৩) নিয়ে মেডিকেলে আসেন। তিনি বলেন, ‘কয়েকদিন আগে বাবার বাঁ পা ভেঙেছে। পরদিনই মেডিকেলে নিয়ে এসেছিলাম। সেদিন জরুরি বিভাগ থেকে বলা হল, চিকিৎসকরা ধর্মঘটে আছেন। আপনারা বৃহস্পতিবার আসুন। এদিন আবার কয়েকটি ওষুধ লিখে দিয়ে বলা হচ্ছে, পা ভেঙেছে। বাড়িতেই বেড রেস্টে থাকুন। পা ভাঙা বেড রেস্টে থাকলে সেরে যাবে, এটা জীবনে প্রথমবার শুনলাম।’

এদিনই ছেলেকে নিয়ে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের বাইরে বসেছিলেন শালুগাড়ার বাসিন্দা দীপ ছেত্রী। তিনি বললেন, ‘১৪ অগাস্ট ছেলের গলব্লাডার স্টোন অপারেশনের কথা ছিল। সেই সময় থেকেই ঘুরছি। শুধু অপারেশনের দিন বদল করা হচ্ছে। ছেলের মাঝেমধ্যে মারাত্মক পেটব্যথা হচ্ছে। এখানে এদিন আবার অপারেশনের সময় নিতে এসেছিলাম। ডাক্তাররা বললেন, এখনই সময় দেওয়া যাবে না। আন্দোলন না উঠলে অপারেশন হবে না।’

জরুরি বিভাগের বাইরে আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তাররা এদিন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। আন্দোলনকারী ডাঃ শাহরিয়ার আলম বলছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী বুধবার আমাদের আন্দোলন না তুললে এফআইআর করার পাশাপাশি, পাসপোর্ট, ভিসা আটকানোর পরোক্ষ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর এই মন্তব্য আমাদের আন্দোলনকে বাড়তি অক্সিজেন দিয়েছে। তিনি যতই হুমকি, ধমকি দিন, আমরা আরজি করের ঘটনায় বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।’

খুঁটি সরানোর অভিযোগ

বাগডোগরা, ২৯ অগাস্ট : কয়েকদিন আগেই খুঁটিপুজো হয়েছিল। লোয়ার বাগডোগরা দুর্গোৎসব কমিটি বাগডোগরার চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠে খুঁটিপুজো করে রেখেছিল। সেই খুঁটি সেখান থেকে সরিয়ে মাঠের পাশে ফেলে রাখার অভিযোগ উঠল বিবাদী ক্লাবের দুই সদস্যের বিরুদ্ধে। এমনকি বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই দুই সদস্য শ্রীকলোনির বাসিন্দা গোবিন্দ দাস এবং অজিত দেবনাথের বিরুদ্ধে বাগডোগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক। এদিন রাতে স্কুলের মাঠে বাঁশ ফেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, বিবাদী ক্লাবের কর্মকর্তা আনন্দ বাড়ুই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, ‘আমাদের ক্লাবের কেউ এই কাজ করেনি। মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে।’

থানায় নালিশ

ওই দুর্গোৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক পঙ্কজ রায় এবং বিশ্বজিৎ দাস একসুরে বলেন, ‘এবছর আমরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির অনুমতি নিয়ে গত ১৬ অগাস্ট স্কুলের মাঠে খুঁটিপুজো করেছিলাম। সেদিন বিবাদী ক্লাবের সদস্যরা স্কুলের পরিচালন সমিতির সঙ্গে ন্যক্কারজনক আচরণ করেন। পাশাপাশি তাঁরা স্কুলের মাঠে পুজো করতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন।’

পুজো কমিটির উপদেষ্টা সুদীপ্ত ঘোষ বলেন, ‘বাগডোগরার পুরোনো পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম এই কমিটির পুজো। এই পুজো এতদিন রেলের মাঠে হয়ে এসেছে। কিন্তু ওই মাঠে এখন কাজ চলছে। তাই এবছর স্কুলের মাঠে পুজো করার জন্য পরিচালন সমিতির অনুমতি নেওয়া হয়। তারপরেই এই ঘটনা।’ পুলিশকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

বালতির সাহায্যে বর্ষার জমা জল ছেঁচে ছোট মাছ সংগ্রহে দম্পতি। ইসলামপুরের বিহার মোড়ে। ছবি : রাজু দাস

অস্বাভাবিক মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অগাস্ট : এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরে ওই ব্যক্তিকে রাস্তার পাশে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বুঝতে পারে ওই ব্যক্তির দেহে আর প্রাণ নেই। মৃতের নাম পাণ্ডু হেমব্রম (৪৫)। তিনি বিধাননগরের মতিধর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। এদিনই পাণ্ডুর দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ২৯ অগাস্ট : কৃষকদের স্বার্থে তিস্তা প্রকল্পের কাজ অবিলম্বে শেষ করে সেচের জল সরবরাহ করা সহ ১৫ দফা দাবি জানিয়ে মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিলেন আরএসপি’র ইসলামপুর লোকাল কমিটির সদস্যরা। সংগঠনের সম্পাদক মহম্মদ জহিরউদ্দিন জানান, আমাদের কিছু দাবি মহকুমা প্রশাসন পূরণ করার আশ্বাস দিয়েছে।

কাঁচা চা পাতার দাম ঊর্ধ্বমুখী, খুশি চাষিরা

চোপড়া, ২৯ অগাস্ট : নিলামের তিন রাউন্ড আশানুরূপ দাম মেলেনি। চতুর্থ রাউন্ড থেকে কাঁচা পাতার দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় অবশেষে লাভের মুখ দেখছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। বাগানে কাঁচা চা পাতা তোলার আগেই ক্ষুদ্র চা চাষিদের বাড়িতে অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। এতেই খুশির হাওয়া চোপড়া ব্লকের ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে। বর্তমানে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কেজি দরে বাগানে বসেই কাঁচা পাতা বিক্রি করতে পারছেন চাষিরা।

চলতি মরশুমের শুরুতে পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে নিলামের তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত উৎপাদন খরচ ওঠেনি। চতুর্থ রাউন্ড থেকে দাম ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। পঞ্চম রাউন্ডের শুরু থেকেই উৎপাদন খরচের দ্বিগুণের বেশি দাম মিলছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন চোপড়া ব্লকে। মোট চাষির সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। বর্তমানে কাঁচা চা পাতার দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় চাষিদের মধ্যে নতুন করে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অনেকে ফলন বাড়াতে বিভিন্নভাবে পরিচর্যা শুরু করেছেন। তবে টি-বোর্ডের বিধি লঙ্ঘন করে কেউ যাতে নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার না করে, এ ব্যাপারে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠন থেকে নজরদারি চালানো হচ্ছে।

চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পার্থ ভৌমিক বলছেন, ‘বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত চোপড়ার ক্ষুদ্র চা চাষিরা ন্যায্যমূল্য পাওয়ায় এলাকায় খুশির আবহ। হতাশা কাটিয়ে পুনরায় চা চাষে উৎসাহ দেবে। পাশাপাশি কেউ যাতে নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার না করে, এ ব্যাপারে সচেতন করে হচ্ছে।’ আরও বেশি দামের লোভে যাতে পাতার গুণমান নষ্ট না হয়, এ ব্যাপারেও চাষিদের সচেতন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে রতন সাহা বলছেন, ‘এই মুহূর্তে আবহাওয়া অনুকূল। রোগপোকা কিছুটা দমানো গেলেও মরশুমের শুরু থেকে বিভিন্ন কারণে উৎপাদন অনেকটাই কমেছে।’

টোটো উদ্ধার

চোপড়া, ২৯ অগাস্ট : শিলিগুড়ি থানা এলাকা থেকে চুরি যাওয়া দুটি টোটো উদ্ধার হল চোপড়া থানা এলাকায়। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি থানার পুলিশের একটি দল চোপড়া থানা এলাকায় এসে চুরি যাওয়া টোটো দুটি উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, একটি চক্র টোটোর রং বদলে কম দামে বিক্রি করেছিল।

ফের নিম্নমানের রাস্তার কাজের অভিযোগ

খতিয়ে দেখতে ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠালেন অরুণ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৯ অগাস্ট : আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে খড়িবাড়ি খুনিয়াপুকুর এলাকায় পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে। সেই রাস্তা নির্মাণের কাজ নিয়মমাফিক হচ্ছে না বলে অভিযাগ গ্রামবাসীদের। এর আগে একাধিকবার কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার ফের গ্রামবাসীরা নিম্নমানের কাজের অভিযোগ এনে বিক্ষোভ দেখালেন।

খবর পেয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ এদিন বিকেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের ঘটনাস্থলে পাঠান। রিপোর্ট পাওয়ার পর উপযুক্ত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন সভাধিপতি।

দীর্ঘদিনের দাবি মেনে মহকুমা পরিষদের তত্ত্বাবধানে রাস্তাটি তৈরি করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের এসআরডিএ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে খড়িবাড়ির ভালুকগাড়া থেকে উল্লাজোত পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার কিমি রাস্তার কাজ চলছে। এই কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

গ্রামবাসীদের মধ্যে জিতেন মহন্ত জানাচ্ছেন, সোলিংয়ে বালির পরিবর্তে বহু ক্ষেত্রে মাটি ব্যবহার করা হয়েছে। মাটি পরিষ্কার না করে তার উপর নিম্নমানের আলকাতরা (পিচ) ব্যবহার করা হচ্ছে। রাস্তা তৈরির সাতদিন পর সেই পিচ উঠে যাচ্ছে। শিডিউল অনুযায়ী কোনও কাজ হচ্ছে না।

খুনিয়াপুকুরের বাসিন্দা মিলন বর্মন বলছেন, ‘রাস্তার পাশের গার্ডওয়াল নিম্নমানের। কম পরিমাণ সিমেন্ট দেওয়া হয়েছে তাতে। আগের বক্স কালভার্টের দৈর্ঘ্য ছিল ১৪ ফুট, নতুন কালভার্টের দৈর্ঘ্য মাত্র ১০ ফুট। এবার বক্স কালভার্ট না করে মাঝে পিলার তৈরি করা হয়েছে। ফলে পাশের গ্রামে জল ঢুকে যাচ্ছে।’

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজের অভিযোগে বিক্ষোভ খুনিয়াপুকুরে।

> অভিযোগ পেয়েই এদিন ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। উন্নয়নমূলক কাজে কোনও গাফিলতি মানা হবে না। শিডিউল অনুযায়ী কাজ না হলে এজেন্সির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **অরুণ ঘোষ**

এদিন বিকেলে মহকুমা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল ঠিকাদার সংস্থার প্রতিনিধি ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানে শিডিউল মেনে উপযুক্ত সামগ্রী দিয়ে ঠিকাদার সংস্থাকে কাজ করার দাবি জানান স্থানীয়রা। ইঞ্জিনিয়াররা সরেজমিনে রাস্তার কাজ খতিয়ে দেখেন। অরুণ বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েই এদিন ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। উন্নয়নমূলক কাজে কোনও গাফিলতি মানা হবে না। শিডিউল অনুযায়ী কাজ না হলে এজেন্সির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

জলের ট্যাংকের ভিতরে ঢুকে বাঁদরামি

খোকন সাহা

অতিষ্ঠ বাগডোগরা

বাগডোগরা, ২৯ অগাস্ট : বিকেলবেলা ছাদে উঠতেই দেখা গেল জলের ট্যাংকের ঢাকনা ভাঙা। কী করে হল? ভাবতে ভাবতে একটু এগিয়ে গিয়ে ট্যাংকের ভেতরে উঁকি মারতেই দেখা গেল, মনের আনন্দে সেখানে স্নান করছে বাঁদর। তাড়ানোর চেষ্টা করেও খুব একটা লাভ হচ্ছে না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উলটে আক্রমণ করছে তারা। কয়েকদিন যাবৎ এমনই ছবি ধরা পড়ছে বাগডোগরার বেশ কয়েকটি এলাকায়। বাঁদরের বাঁদরামিতে অতিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাগডোগরায় বাঁদরের উৎপাত। -সংবাদচিত্র

হরেকৃষ্ণপল্লির বেশ কয়েকটি বাড়ির ছাদে জামাকাপড় শুকোতে দেওয়া ছিল। ছিল অনেকগুলি ফুলের টব। সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড করে গিয়েছে বাঁদরের দল। যেমন কয়েকদিন আগে ওই এলাকার বাসিন্দা সুনীতা দেবীর বাড়ির ছাদে এসে জামাকাপড় ফেলে দিয়েছে, তছনছ করে দিয়েছে ফুলের টব। তিনি বলছেন, ‘ভয় দেখাতে গেলে উলটে আক্রমণ করতে আসে।’ কোথাও সপরিবারে বাঁদরামি করছে, কোথাও আবার ‘একাই একশো’। জলের লাইনের পাইপ ভেঙে দেওয়া কিংবা ঘরে ঢুকে খাবার তুলে নিয়ে চম্পট দেওয়াতে একাই যেন সিদ্ধহস্ত। সপরিবারে এসে বাড়ির গাছ থেকে ফল পেড়ে নিচ্ছে। তারপর রীতিমতো ‘বুক বাজিয়ে’ খেতে খেতে সেখান থেকে ‘হাওয়া’ হয়ে যাচ্ছে।

এলাকাবাসী বাঁদরের উৎপাত থেকে পরিত্রাণ চাইছেন। বিষয়টি নিয়ে কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলছেন, ‘লোকালয়ে বাঁদরের বাঁদরামি বেড়েছে একথা ঠিকই। বিভিন্ন পাড়ায় চলে যাচ্ছে। বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসের ক্যাম্পাসে, ব্যাংডুবি সেনাছাউনি এলাকা থেকেও খবর আসছে। শুক্রবার একটা মিটিং রয়েছে। আমরা সেখানে আলোচনা করে দেখি কী করা যায়।’

> লোকালয়ে বাঁদরের বাঁদরামি বেড়েছে একথা ঠিকই। বিভিন্ন পাড়ায় চলে যাচ্ছে। বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসের ক্যাম্পাসে, ব্যাংডুবি সেনাছাউনি এলাকা থেকেও খবর আসছে। শুক্রবার একটা মিটিং রয়েছে। আমরা সেখানে আলোচনা করে দেখি কী করা যায়।
>
> **সোনম ভুটিয়া,** *রেঞ্জ অফিসার বাগডোগরা, কার্সিয়াং বন বিভাগ*

হঠাৎ করে এই সমস্যা তৈরি হল কীভাবে? স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যাচ্ছে, পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে ‘রামভক্তকে’ কলা, আপেল, পেয়ারা, রুটি, বিস্কুট, কেক সহ বিভিন্ন মুখরোচক খাবার খেতে দেন অনেকেই। এর ফলে লোকালয়ে বাঁদরের আনাগোনা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। আর যত আনাগোনা বাড়ছে, ততই বাড়ছে বাঁদরামি। হাতের কাছে সুস্বাদু খাবারের লোভে বন ছেড়ে লোকালয়কেই বেছে নিচ্ছে বাঁদরের দল। অন্যদিকে, এই মুহূর্তে সমস্যা সমাধানের কোনও পথ না দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ব্যাংডুবি সামরিক বিভাগের বি-জোনের আবাসিক হেমন্ত সিং বলছেন, ‘বাঁদরের অত্যাচারে দরজা-জানলা সবসময় বন্ধ রাখতে হচ্ছে। আমাদের আবাসনের কাছেই জঙ্গল। বাঁদররা এখন আর সেখানে থাকতেই চায় না। সবসময় আবাসনে কিংবা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।’

আরেক বাসিন্দা নীলম দেবী বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। বলছিলেন, ‘বাচ্চার হাত থেকে টিফিনবাক্স কেড়ে নিয়ে চলে যায়। আমরা আতঙ্কিত।’ আপার থেকে লোয়ার বাগডোগরা, সর্বত্র কান পাতলেই বাঁদরামির অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। সকলেই চাইছেন, বন বিভাগের একটা বিহিত করুক।

আহত সার্জেন্টকে দেখতে হাসপাতালে মুখ্যসচিব

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : ছাত্রসমাজের নবান্ন অভিযানে বাবুঘাট এলাকায় আন্দোলনকারীদের ছোড়া ইটের ঘায়ে চোখে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের ইস্ট জোনের সার্জেন্ট দেবাশিস চক্রবর্তী। কলকাতার একটি বেসরকারি চোখের হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় ধরপাকড় শুরু করল লালবাজার। এক মহিলা সহ দু'জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। নবান্ন অভিযানের দিন স্ট্র্যান্ড রোডের কাছে কর্তব্যরত ছিলেন দেবাশিস। পুলিশের গাড়িতেই তিনি বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁদের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়। একটি ইট সরাসরি দেবাশিসের চোখে লাগে। এই ঘটনায় ময়দান থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দু'জনকে শনাক্ত করতে পেরেছিল পুলিশ। এদিন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে রিঙ্কু সিং নামে

ধৃত মহিলা সহ ২

মহেশতলার এক বাসিন্দা ও সুব্রত দাস নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সাইবার সেলের দায়িত্বে রয়েছেন দেবাশিস। তিনি আদৌ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন কিনা নির্দিষ্ট করে বলতে পারছেন না চিকিৎসকরা। রাজ্য সরকারের তরফে তাঁকে চিকিৎসার জন্য হায়দরাবাদ পাঠানো হতে পারে। বৃহস্পতিবার সকালে ওই ট্রাফিক সার্জেন্টের শারীরিক অবস্থা জানতে মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকাকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ট্রাফিক সার্জেন্টকে দেখে আসার জন্য মুখ্যসচিবকে তিনি নির্দেশ দেন। সেইমতো এদিন মুখ্যসচিব হাসপাতালে গিয়ে ওই ট্রাফিক সার্জেন্টকে দেখে আসেন।

মমতার মন্তব্যে দলে নয়া চর্চা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আরজি কর নিয়ে 'ডিফেনসিভ' খেলতে চান না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলে তাঁর আস্থাভাজন সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও মন্ত্রী, নেতা-কর্মীদের ওই কৌশলের পথে নিয়ে যেতে চান বলে বৃহস্পতিবার দলীয় সূত্রে খবর। আরজি কর নিয়ে বিজেপি সহ বিরোধী দলগুলির আক্রমণের পালটা মোকাবিলায় 'অফেনসিভ' হওয়ার বার্তাই দিয়েছেন উভয়ে। পালটা প্রচারে দলের নেতা, মন্ত্রী ও সর্বস্তরের পদাধিকারীদের ভূমিকার ওপর বিশেষ নজর থাকছে দলীয় নেতৃত্বের, সে বিষয়টাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁরা।

দলীয় সূত্রের খবর, এই ব্যাপারে শুধু কথার কথাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে নেতা-মন্ত্রীদের সক্রিয় ভূমিকার রিপোর্টও নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক।

এমনিতেই দলের লোকেদের মুখ্যমন্ত্রীর 'ফোঁস' করার নীতিমালার কাহিনী শুনে কিছুটা উৎসাহিত হয়ে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র তৃণমূলের লোকেরা বিরোধীদের পালটা প্রচারে নামার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। কোথাও কোথাও নেমেও পড়েছেন তাঁরা। যদিও আরজি করের নারকীয় ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর শাসকদলের একটা বড় অংশ কিছুটা 'ঝিম মেরে' বসে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা শুনে অনেকটাই নড়েচড়ে বসেছেন তাঁরা। এই বার্তার পর আপাতত তাঁরা চাঙ্গা হওয়ার পথেই।

দলের খবর, এমনিতেই আরজি কর ইস্যু নিয়ে বিজেপির সদ্য শেষ হওয়া বাংলা বনধ-এর পর এই ইস্যুতে কিছুটা হলেও স্বস্তি অনুভব করছে শাসকদল তৃণমূল ও সরকার। উভয়েরই ধারণা, আরজি কর ইস্যুতে সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন যেভাবে গতি পাচ্ছিল তাতে বিরোধীদের হাতের রাজনৈতিক ছোঁয়া লেগে তার গুরুত্ব কিছুটা হলেও কমবে।

রাজপথে সচেতনতার প্রতীক। আরজি করের কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার রাস্তায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সন্তান সুচেতন। বৃহস্পতিবার। ছবি : আবির চৌধুরী

সুকান্তর ডান্ডায় প্রশ্ন বিজেপিতে

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : একদিকে তৃণমূলের বদলার পালটা দিতে ডান্ডা দেওয়ার দাওয়াই। আবার মুখ্যমন্ত্রীর হুমকির জন্য ব্যবস্থা নিতে রাজ্যপালেই ভরসা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের আপাত বিরোধী এই অবস্থান নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। রাজ্য বিজেপির একাংশের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর বদলা নেওয়ার হুঁশিয়ারিতে রাজ্য সভাপতির 'প্রকৃত' ভরসা কীসে? ডান্ডায় না রাজ্যপালে? মমতার ফোঁস করা আর 'বদলা' নেওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের জবাবে 'ডান্ডা' দেওয়ার দাওয়াই দিয়েছিলেন সুকান্ত।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী দলীয় সভা থেকে যেসব মন্তব্য করেছেন, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের কাছে নালিশ জানান সুকান্ত, দিলীপরা। রাজভবনের বাইরে সুকান্ত বলেন, 'আমরা রাজ্যপালকে সবটাই জানিয়েছি, আমরা বলেছি আপনিই ভরসা। রাজ্যবাসী অনেক আশা নিয়ে আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে চিঠি লিখে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন সুকান্ত। যদিও তাতে ৩৫৫ বা ৩৫৬ জারির দাবি করা হয়নি। এই বিষয়ে এদিন সুকান্ত বলেন, 'উনি সাংবিধানিক প্রধান, বাংলার মানুষের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য যা করার সেটা রাজ্যপাল বা কেন্দ্র সরকারই করবে।' এরপরেই সুকান্ত রাজ্যপালের দিল্লি যাওয়ার খবর জানিয়ে বলেন, 'ওখানে নিশ্চয়ই এসব বিষয়ে কথা হবে।'

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চান মমতার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে তৃণমূল সরকারকে গদিচ্যুত করতে। সেক্ষেত্রে সাম্প্রতিক আরজি কর কাণ্ড নিয়ে মমতার পদত্যাগের দাবিতে যেভাবে মানুষ পথে নেমেছে তাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের তেজ আরও বাড়াতে রাজ্য নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। এদিন মমতার বিরুদ্ধে রাজ্যপালের শরণাপন্ন হয়ে কার্যত রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্যই তদ্বির করে এলেন সুকান্তরা। রাজ্য বিজেপির এই পদক্ষেপ নিয়েই প্রশ্ন তুলছে দলের একাংশ।

যদিও আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে এদিন ধর্না মঞ্চ থেকে শিলিগুড়ির বিধায়ক ও বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'শুধু আরজি কর নয়, দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এক করে আন্দোলন করতে হবে। উত্তরবঙ্গের মাটিগাড়া, কালচিনি, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ির ধর্ষিতাদের পরিবারকে যুক্ত করে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।'

> আমরা রাজ্যপালকে সবটাই জানিয়েছি, আমরা বলেছি আপনিই ভরসা। রাজ্যবাসী অনেক আশা নিয়ে আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

বুধবার মেয়ো রোডের দলীয় মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বদলা নেওয়ার কথা বলেছেন, তার জবাবে সুকান্ত বলেন, 'বিজেপি আক্রান্ত হলে চুপ করে বসে থাকবে না। সেক্ষেত্রে ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করার যে দাওয়াই সেই রাস্তাতেই আমাদেরও পথে নামতে হবে।'

ধর্ষণ-বিরোধী বিল পেশ মঙ্গলবার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : বুধবার ধর্মতলার মেয়ো রোডের সভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, ধর্ষণ-বিরোধী কঠিন বিল আনতে আগামী সপ্তাহেই বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে। ধর্ষণ প্রমাণ হলে সাজা একমাত্র ফাঁসি। সেইমতো বুধবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব পাশও হয়ে যায়। এবার বিধানসভায় ওই বিল আনতে আগামী সোমবার দুপুর ২টোয় বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন বসছে। ওইদিন অবশ্য শোক প্রস্তাবের পর সভা মুলতুবি হয়ে যাবে। মঙ্গলবার বেলা ১১টায় ফের বসবে অধিবেশন। ওইদিনই ধর্ষণ এবং নারী নির্যাতন সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের বিশেষ বিল পেশ করা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিল পেশ করার কথা। ওইদিনই ওই বিলের ওপর আলোচনা হবে।

৫ অগাস্ট বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে এবার অধিবেশন ডাকতে রাজ্যপালের অনুমতির প্রয়োজন হবে না। যদিও এই বিলের বিরোধিতা করেছে বিজেপি। কিন্তু রাজ্য সরকার এই বিল বিধানসভায় পাশ করিয়ে রাজভবনে পাঠাতে বদ্ধপরিকর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, রাজভবন ওই বিলে সই না করলে তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা সেখানেই ধর্নায় বসে যাবেন। দ্রুত রাজ্যপালকে এই বিল সই করতে হবে। রাজভবনের সঙ্গে নবান্নের সম্পর্ক দীর্ঘদিনই অত্যন্ত শীতল। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বারবার মুখ খুলেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মুখ্যমন্ত্রীও রাজ্যপালকে নানাভাবে আক্রমণ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে বিলটি নিয়ে ফের রাজভবন-নবান্ন সংঘাত তৈরি হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী বলেন, 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভা থেকেই এই বিল আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব পাশও হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার এই বিল বিধানসভায় পেশ ও আলোচনা হবে।' বিজেপি এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে রাজ্যের শাসকদলের পক্ষে বিল পাশ করানো কঠিন হবে না। ইতিমধ্যেই দলের তরফ থেকে সমস্ত বিধায়ককে ওই দু-দিন বিধানসভায় হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ অনুপস্থিত থাকলে উপযুক্ত কারণ সহ পরিষদীয় মন্ত্রীকে আগে থেকে জানাতে হবে বলেও বিধায়কদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যকে নির্দেশ

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : আবাসনের রাস্তা বন্ধ করে হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল তৈরির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। বুধবার মামলার শুনানিতে রাজ্যকে ভর্ৎসনা করেন প্রধান বিচারপতি। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আবেদনকারীদের অভিযোগ, ক্ষুদিরাম বোস রোডে আবাসনের উত্তর দিকে এবার প্যান্ডেল করা হয়েছে। যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ। এমনকি উদ্যোক্তারা অনুমতি দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। বড়তলা থানা ও দমকলকে অভিযোগ জানানোর পরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। রাজ্য জানায়, অরবিন্দ সরণি, গ্রে স্ট্রিটে গতবছর প্রবল ভিড় হয়েছিল। তাই এবার একটু অন্যভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিচারপতি বলেন, 'এলাকার মানুষের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি ভাবা হল না? এভাবে প্যান্ডেল হলে যে কোনও মানুষের সমস্যা হবে। যেটুকু ফুটপাথ যাতায়াতের জন্য থাকে, তাতে বৃদ্ধদের হাঁটাচলায় সমস্যা হবে।'

সিনেমায় হস্তক্ষেপ নয় হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : শুক্রবার 'দ্য ডায়ারি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' সিনেমাটির মুক্তিতে স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। এই ছবির মুক্তি নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। ছবিটি মুক্তি পেলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে বলে আশঙ্কা করেন আবেদনকারী। কিন্তু ছবির মুক্তিতে হস্তক্ষেপ করল না প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যথেষ্ট সহনশীল। সিনেমায় যদি কিছু বিভ্রান্তিমূলক বিষয় থাকে, তাহলে তার বিচার-বিবেচনা মানুষ করবেন। কারণ, মানুষের মধ্যে যে সংস্কৃতি রয়েছে, তাতে তাঁরা যে কোনও বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করতে পারেন।' মামলাটি দ্রুত শুনানির প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছে না আদালত। তিন সপ্তাহ পর ফের মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

'দ্য ডায়ারি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'

আবেদনের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'সিনেমা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের নির্দিষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আপনার ইচ্ছে হলে দেখবেন। নাহলে দেখবেন না। কেউ কারও ওপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে না। গণতান্ত্রিক দেশে এটা স্বাভাবিক। সমালোচনার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।'

২০২৩ সালের মে মাসে সিনেমাটির ট্রেলার লঞ্চ হয়েছিল। সেখানে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের আরও একটি সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচারের ঘটনা দেখানো হয়েছে। নীল-সাদা শাড়ি পরিহিত এক মহিলাকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তোষণকারী হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ২ হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশি রোহিঙ্গারা থাকতে পারেন বলে দেখানো হয়। তারপরই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন আবেদনকারীর আইনজীবী। তিনি এও জানান, মাদ্রাজ হাইকোর্ট একটি সিনেমা প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

তখন প্রধান বিচারপতি বলেন, 'ওই সিনেমায় নিষেধাজ্ঞার প্রধান কারণ ছিল সেই গল্পের সঙ্গে জড়িত পরিবারের প্রত্যেকের ছবি সিনেমায় প্রদর্শন করা হয়। সেই পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওই সিনেমার গল্পের বইটির ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আপনাদের যদি ছবি নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কোনও দাবি থাকে আপনারা সেন্সর বোর্ডের কাছে আবেদন জানান। আদালতের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলা রয়েছে।'

হাইকোর্টে ফের ভর্ৎসিত রাজ্য

'যে ক্ষত হয়েছে, তাতে মলম লাগাতে দিন'

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে সাতদিনের ধর্না অবস্থানের অনুমতি পায় বিজেপি। বৃহস্পতিবার থেকে ধর্না শুরু হয়েছে। যে স্থানে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজ্য সরকার। কিন্তু আদালত বিজেপির ধর্নামঞ্চ সরানোর ক্ষেত্রে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি। তারপরই প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। কিন্তু একক বেঞ্চের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে রাজ্যের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। রাজ্যকে ভর্ৎসনা করে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'যে ক্ষত তৈরি হয়েছে, তাতে একটু মলম লাগাতে দিন। মানুষের ভিতরে যে যন্ত্রণা, তা থেকেই মানুষ পথে নামছেন। আমাদের কিছু বলাতে বাধ্য করবেন

না। তাতে আপনাদেরই বিড়ম্বনা বাড়বে। বনধের দিনেও শহরজুড়ে ৪৬টি মিটিং হয়েছে। এই অবস্থায় নতুন করে নিজেদের অস্বস্তি বাড়াবেন না।'

রাজ্যের আবেদন ছিল যেখানে ধর্নামঞ্চ বাঁধা হয়েছে, সেখান থেকে ১০ ফুট পিছন দিকে ওয়াই চ্যানেল। সেখানে মঞ্চ সরিয়ে নিলে রাজ্যের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ জানান, আদালতের নির্দেশে ইতিমধ্যেই কর্মসূচি চলছে। রাজ্য প্রয়োজনে ডিভিশন বেঞ্চে যেতে পারে।

তারপরই প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে রাজ্য। সবাই কর্মসূচি করছে। তাই নির্দিষ্ট দলের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নিয়ম হবে কেন? বিষয়টি নিজেরা মিটমাট করে নিন। একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করলে তা খারিজ করে দেব। আপনাদের পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা অবগত। যেখানে ডানহাতে কাজ হয় না, সেখানে বাঁ-হাত ব্যবহার করবেন।

রোজভ্যালির টাকা ফেরত শুরু

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : রোজভ্যালি চিটফান্ড কাণ্ডে প্রতারিত আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল ইডি। বৃহস্পতিবার প্রথম পর্যায়ে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির হাতে তুলে দিয়েছে ইডি। ওই টাকা অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি আমানতকারীদের হাতে তুলে দেবে।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরেই এই টাকা ফেরত দেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। সেইমতো এদিন প্রথম পর্যায়ে এই টাকা তুলে দেওয়া হয়। তবে অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি কবে থেকে আমানতকারীদের হাতে টাকা দেওয়া শুরু করবে তা নিয়ে অবশ্য ওই কমিটি কিছু জানায়নি। এই প্রথম রোজভ্যালি কাণ্ডে টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হল।

প্রতিবাদী গ্রাফিটি। বৃহস্পতিবার কলকাতা মেডিকেল কলেজে।

প্রতিবাদ মিছিল

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে দোষীদের শাস্তির দাবিতে ট্যাবলো নিয়ে মিছিল করবে 'দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চ'। তাতে দ্রুত তদন্ত শেষ করে কঠোর শাস্তির দাবি তুলে ধরা হবে। ২ বা ৩ সেপ্টেম্বর শহরজুড়ে এই ট্যাবলো নিয়ে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে প্রচার করা হবে। বৃহস্পতিবার এই খবর জানিয়েছে সংগঠনটি।

পার্কিং নিয়ে কড়া মন্তব্য

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : বেআইনি পার্কিং নিয়ে কড়া মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। বিধাননগর পুর এলাকায় বেআইনি পার্কিং নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'ইচ্ছা না থাকলে আমাদের কোনও নির্দেশেই কাজ হবে না। আবার দেখতে হবে, ইচ্ছাটা কোন ধরনের। প্রশাসনিক ইচ্ছা নাকি রাজনৈতিক ইচ্ছা।' বিধাননগর পুরসভার কমিশনারকে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, বেআইনি পার্কিংয়ের সমস্যা মেটাতে দ্রুত দরপত্র ডাকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

শুক্রবার, ১৩ ভাদ্র ১৪৩১, ৩০ অগাস্ট ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১০৩ সংখ্যা

রাজধর্মের বিপরীত

বাংলাদেশের স্লোগান ধার করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। শেখ হাসিনার ঢংয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি উঠেছে। মুজিব-কন্যার ইস্তফার দাবি উঠেছিল ছাত্র-জনতার মাঝ থেকে। তৃণমূল নেত্রীর পদত্যাগ কিন্তু ছাত্র সমাজে আটকে থাকল না। দাবিটা তুলেছিল বিজেপি। যদিও 'অরাজনৈতিক' নবান্ন অভিযানের মূল দাবি হয়ে ওঠে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশের পথেই যেন হাঁটার ইঙ্গিত তৃণমূলের। শেখ হাসিনা বলপ্রয়োগে ছাত্র আন্দোলন থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেও সেই শক্তি প্রদর্শনের বার্তা। দলের ছাত্র সংগঠনের সভায় তাঁর ভাষণের ছত্রে ছত্রে আস্ফালন লুকিয়ে। বাংলার ক্ষমতায় বসে তাঁর 'বদলা নয়' ধ্বনির পিছনে একসময় ছিল রাজধর্ম পালনের তাগিদ। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধপরায়ণতার বদলে মিলেমিশে উন্নয়নে 'বদল চাই'-এর নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন মমতা।

২০১৬-তেও একবার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল তৃণমূল সরকার। ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থার প্রতারণা, নারদ কেলেঙ্কারিতে জোর ধাক্কা লেগেছিল সরকারের গায়ে। সেই ধাক্কা সামলাতে কিন্তু আস্ফালনের আশ্রয় নেননি মমতা। বাজি ধরেছিলেন নিজের ভাবমূর্তির ওপর। বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় কোনায় কোনায় ঘুরে শুধু তাঁকে দেখে ভোট দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সততার পুঁজি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জনতার দরবারে। সাড়া দিয়েছিল মানুষ।

মাঝে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কিছুটা আঘাত এলেও তত সমস্যা হয়নি। নানা জনহিতকর পদক্ষেপ করে ২০২১-এ ব্যাপক সাফল্য নিয়ে ক্ষমতায় টিকে গিয়েছিলেন। সেই দুটো ধাক্কায় ততটা অসহিষ্ণু হয়নি তৃণমূল। দলনেত্রীর কথায় এবার কিন্তু কার্যত প্রত্যাঘাতের সুর। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভায় শুধু ফোঁস করার নির্দেশই দেননি তিনি, পরিস্থিতি বুঝে যেটা 'ভালো', সেটা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

এর চেয়ে কড়া মোকাবিলার ধরন আর কী হতে পারে! 'সহ্যের সীমা পার হয়ে গেলে আমি যে কী করতে পারি, তা কারও জানা নেই' বক্তব্যও যেন একধরনের হুমকির বহিঃপ্রকাশ। যদিও পরের দিনই মমতা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কারও প্রতি হুমকি দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাঁর বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে একাংশের ওপর দোষ চাপিয়েছেন। আরজি করের তরুণী চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদ আন্দোলন মোকাবিলায় বর্শামুখ সিবিআইয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া তাঁর রাজনৈতিক কৌশল সন্দেহ নেই।

পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ তৃণমূল নেত্রী সঠিক জায়গায় আঘাত করেছেন সন্দেহ নেই। পাশাপাশি প্রত্যাঘাতের বাদ্যটা যেন বড় বেশি করে বাজিয়ে দিয়েছেন। জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতি যত নরম মনোভাবের সাফাই দিন না কেন, তাঁর বক্তব্যকে হুমকি বলেই মনে করছেন চিকিৎসকরা। বিশেষ করে পুলিশে এফআইআর জাতীয় পদক্ষেপ করলে জুনিয়ার ডাক্তারদের কেরিয়ারটা নরক হয়ে যেতে পারে ও ভিসা, পাসপোর্ট পেতে সমস্যা হবে বলে মন্তব্যটি হুমকি হিসেবে মনে করছেন জুনিয়র ডাক্তাররা।

কলকাতার মেয়ো রোডের মঞ্চে ওই ভাষণের প্রতি কথায় প্রত্যাঘাতের পিছনে ছিল উদ্বেগ। আরজি করের ঘটনার পর আন্দোলনের অভিঘাত দেখে নিজেই ক'দিন আগে মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশকে দেখে উৎসাহিত হয়েছে বিরোধীরা। বাংলাদেশের মতো সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু নিজের আস্ফালন, অসহিষ্ণুতায় মুখ্যমন্ত্রী যেন শেখ হাসিনার পথে হাঁটার আভাস দিলেন।

বলপ্রয়োগ যে দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য আনে না, বাংলাদেশ তার হাতে গরম প্রমাণ। মমতার একসময় পরিচিত লব্জ 'যদি পারো, আমাকে স্পর্শ করো'তে কিছু অতি আত্মবিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু প্রত্যাঘাতের বার্তা থাকত না। কিন্তু এখনকার কথায় অস্থির চিত্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, যা রাজধর্ম পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু-মিনিট, দশ মিনিট, বড়জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারো অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতন জড় করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথাও জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু এ ব্যাপারটা সেরকম নয়। এটা ওভাবে জমা থাকে না।

- শ্রীমা

বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলার এই জনবিপ্লব

বহু দেশে আজ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার থেকে সাংস্কৃতিক নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক মর্যাদা, ন্যায়বিচারের প্রশ্ন অনেক বড়।

অশোক ভট্টাচার্য

'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' দাবিতে যাঁরা সোচ্চার বাংলার রাস্তায়, তাঁদের অধিকাংশই মহিলা ও ছাত্রী সহ সমাজের সকল অংশের মানুষ। তাঁরা এই একটি ঘটনাকে নিয়েই শুধু জোরালো প্রতিবাদে সোচ্চার নন, তাঁরা চান সমস্ত ধরনের মহিলাদের নিরাপত্তা ও আত্মমর্যাদা। তা কর্মস্থলে হতে পারে, পথেঘাটে হতে পারে, সমাজে, পরিবারে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হতে পারে।

গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে এইরকম অনেক নারকীয় ঘটনার ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি। বহু ঘটনার বিরুদ্ধে যে ধরনের প্রতিবাদ সংগঠনের দরকার ছিল, তাও হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের রাজ্য তথা দেশের মেয়েরা আর ঘরে না বসে থেকে নেমেছেন রাস্তায়। কোনও দল বা নেতার নির্দেশ বা নেতৃত্বে নয়, এই ঐতিহাসিক প্রতিবাদী আন্দোলনে তাঁরাই নেতা, তাঁরাই সংগঠক। অতীতে আন্দোলনগুলি ছিল শ্রেণি আন্দোলন বা এক-একটি শ্রেণি সংগ্রাম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই চলমান আন্দোলন কোনও শ্রেণি আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনের পিছনে কোনও দৃশ্যমান নেতা নেই, রাজনৈতিক দল নেই। এই আন্দোলনের চরিত্র স্বতঃস্ফূর্ত। এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদী আন্দোলনের একটাই লক্ষ্য ন্যায়বিচার আদায় করা। আন্দোলনকারীরা চান লিঙ্গবৈষম্য দূর করা হোক। তাঁরা চান আত্মমর্যাদা, সম্মান, নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়। এই আন্দোলনের চরিত্র বলা যেতে পারে সামাজিক।

নতুন করে পড়ছিলাম দুটি বই। একটি ২০১৮ সালে লেখা ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা'র, 'Identity : The Demand for Dignity and the Politics of Resentment' এবং ২০২৩ সালে প্রণব বর্ধনের লেখা 'A world of insecurity'.

একটি বইয়ের প্রারম্ভেই লেখা, একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে সারা বিশ্বের রাজনীতির নাটকীয় পরিবর্তন হওয়া শুরু করেছে। আর একটি বইতে লেখা হয়েছে, গত চার দশক ধরে সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি নাটকীয় পরিবর্তন হয়ে চলেছে। দুজনই কিন্তু একই শব্দের ব্যবহার করেছেন, নাটকীয় পরিবর্তন। আমার এই নিবন্ধের বিষয়টি হল, কী এমন পরিবর্তন হচ্ছে, যাকে নাটকীয় পরিবর্তন বলা হচ্ছে?

১৯৭০ সালে সারা বিশ্বে ২৫টি দেশে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল। ২০০০ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ১১০টি। ১৯৭০ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে সারা বিশ্বের পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল চতুর্গুণ। ১৯৯৩ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলির ৪২ শতাংশ মানুষ ছিল চরম দরিদ্র, ২০১১ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছিল ১৭ শতাংশ। ১৯৬০ সালে ২২ শতাংশ শিশু তাদের পঞ্চম জন্মদিন দেখে যেতে পারেনি। ২০১৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছিল ৫ শতাংশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে উন্নয়নের সমস্ত সুযোগসুবিধা সমানভাবে সর্বত্র পৌঁছোতে পারেনি। শুধু ভারত বা চিন নয়, উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের বহু উন্নত দেশেও বৃদ্ধি পাচ্ছে আয় বৈষম্য, নাটকীয়ভাবে। পৃথিবীর বহুদেশে সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে। ২০০০ থেকে ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশ মানুষের কোনও আয় বৃদ্ধি পায়নি। সেদেশের এক শতাংশ মানুষের হাতে ১৯৭৪ সালে ছিল ৯ শতাংশ জাতীয় সম্পত্তি। ২০০৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ২৪ শতাংশ। আমেরিকা বা ইউরোপের বহু দেশে সামাজিক সুরক্ষা যাতে ব্যয় হ্রাসের বিরুদ্ধে সংঘটিত হচ্ছে আন্দোলন। বহু দেশে বামপন্থীরা আন্দোলন করছে অসাম্যের বিরুদ্ধে, সাম্যের পক্ষে। তারা চাইছে উন্নত সামাজিক সুরক্ষা। বহু উন্নত পুঁজিবাদী দেশে বামপন্থী বা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা তাদের দেশের প্রান্তীয় মানুষ, বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ, অভিবাসিত, মহিলা, এলজিবিটি উদ্বাস্তু মানুষের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। বহুদেশের আদিবাসী, পিছিয়ে পড়া মানুষ তাঁদের ভাষা ও উপভাষা, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে দ্রুত বিপন্ন বোধ করছেন। তাঁরা তাঁদের স্বীকৃতি, মর্যাদা, সম্মান হারাতে চলেছেন। তাঁরা হচ্ছেন অবহেলিত। বিশ্বের বহুদেশে এমন মানুষকে নিয়ে সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে। তাঁরা চান তাঁদের আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা ফিরে পেতে, তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা বন্ধ করতে। এই নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংগঠিত হচ্ছে আত্মমর্যাদার রাজনীতির। অনেকে মনে করছেন তাঁদের দেশের যতই উন্নতি হোক, তাঁদের পরিচিত সত্তা হরণ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে পুরুষ শ্রমিকদের থেকে মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁদের কাছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নয়, অন্য ব্যাপার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে নিখোঁজ নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা নিয়ে তাঁরা অনেক বেশি উৎকণ্ঠিত ও নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছেন। চা বাগানের নারী শ্রমিকরাও চান আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান ও সুরক্ষা।

ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর তিউনিশিয়ার একটি ঘটনাকে নিয়ে লিখেছেন, আত্মমর্যাদার বিপ্লব। ওইদিন তিউনিশিয়ার একটি শহরে রাস্তার ফল বিক্রেতার কাছ থেকে একজন মহিলা পুলিশ জোর করে কেড়ে নেয় ফল মাপার যন্ত্র। সেই পুলিশটি প্রকাশ্য চৌরাস্তায় সেই হকারকে চড় মারে। হকারটি এতে খুবই অপমানিত বোধ করেন। ন্যায়বিচারের আবেদন নিয়ে তিনি যান গভর্নরের কাছে। সেখানে তাঁকে হতে হয় অপমানিত। প্রতিবাদস্বরূপ ওই হকারটি রাস্তায় গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দেন।

পরের দিন এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে আরব দুনিয়ার সর্বত্র। তিউনিশিয়া থেকে লিবিয়া, ইয়েমেন, বাহরিন, সিরিয়া ইত্যাদি দেশে। ইজিপ্টের বিখ্যাত হোসনে মোবারক সহ আরব দুনিয়ার বহু রাষ্ট্রপ্রধানকে গণ অভ্যুত্থানে পদচ্যুত করা হয়। গৃহযুদ্ধ শুরু হয় সিরিয়াতে। ৪ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। ১০ লক্ষ মানুষ দেশ থেকে উচ্ছেদ হয়। এই ঘটনা খ্যাতিলাভ করে আরব স্প্রিং নামে। শুধুমাত্র একজন গরিব মানুষের আত্মমর্যাদার প্রশ্নে আত্মাহুতির ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আরব দুনিয়ায় এত বড় একটি ঘটনা ঘটেছিল। যা ইতিহাসে অবশ্যই থাকবে লেখা।

সৌদি আরবে বোরখা পরা নিয়ে মেয়ের হত্যার ঘটনার পর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের কথা আমরা জানি। যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতশিশুদের সঙ্গে কালো শিশুদের একই সঙ্গে পড়তে না দেওয়ার আইনের বিরুদ্ধে হয়েছিল তীব্র আন্দোলন। মেয়েদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছিল বড় আন্দোলন। দেশে দেশে হয়েছে সামাজিকভাবে অসম্মান, অমর্যাদা ও অশ্রদ্ধার বিরুদ্ধে আন্দোলন। ছয়ের দশকে হয়েছিল ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বড় বড় ছাত্র আন্দোলনের কথা আমরা জানি।

যুক্তরাষ্ট্রে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার-এর নেতৃত্বে শ্বেতাঙ্গদের প্রতি যেমন ব্যবহার করা হয়, কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতিও করা হোক একই রকম ব্যবহার। এই দাবিতে আন্দোলনের কথাও সকলের জানা। ভারতে গুজরাট ও বিহারের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস অনেকেই জানেন। ভারত সহ বহু দেশে নারীবাদী আন্দোলন হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। বিভিন্ন দেশের মতো ভারতেও গড়ে তোলা উচিত লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন।

অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন লিখেছেন, সারা বিশ্বের মানুষ রয়েছে এক নিরাপত্তাহীনতায়, অনিশ্চয়তায়, উৎকণ্ঠা ও হতাশার মধ্যে। বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় বা জাতি-উপজাতি অভিবাসিত, উদ্বাস্তু মানুষ, ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অসহিষ্ণুতার শিকার হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা বা অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে সাংস্কৃতিক নিরাপত্তাহীনতাকে মানুষ অনেক বড় ভাবে দেখছে।

প্রণব লিখেছেন, ২০২১ সালে একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, সেই সময় বিশ্বের ৬৮টি দেশে নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পথে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। দেশগুলির জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ। গণতন্ত্রের জন্যও চলছে আন্দোলন। উগ্র দক্ষিণপন্থীরা তাদের দেশ থেকে ইমিগ্রেন্ট বা অভিবাসিত উৎখাত করতে চাইছে। অন্যদিকে, বহু দেশে বামপন্থীরা অভিবাসিতদের স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলছে।

বহু দেশে দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা থেকে সাংস্কৃতিক নিরাপত্তাহীনতা বা সামাজিক মর্যাদার বিষয়গুলি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে পুরুষ শ্রমিকদের থেকে মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁদের কাছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নয়, অন্য ব্যাপার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে নিখোঁজ নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা নিয়ে তাঁরা অনেক বেশি উৎকণ্ঠিত ও নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছেন। চা বাগানের নারী শ্রমিকরাও চান আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান ও সুরক্ষা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের নারী সমাজ ন্যায়বিচারের দাবিতে দলমতনির্বিশেষে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমেছে তা অবশ্যই ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয়। এই লড়াই অবশ্যই আত্মমর্যাদার লড়াই যাকে বলা যেতে পারে আত্মমর্যাদার জন্য এক জনবিপ্লব।

(লেখক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী)

আজ

১৯৮১

ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় প্রয়াত হন ১৯৮১ সালে আজকের দিনে।

১৯৫১

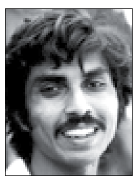

বিশিষ্ট ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫১ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি অত্যন্ত জোরালো ও স্পষ্টভাবে বলতে চাই, পড়ুয়াদের (ডাক্তারি ইত্যাদি) বা তাঁদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি। তাঁদের আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করি। কখনোই তাঁদের হুমকি দিইনি।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

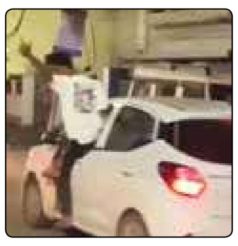

নারী সুরক্ষা নিয়ে উত্তাল দেশ। তার মধ্যেই আবার মহিলাদের উত্ত্যক্ত করার ভিডিও ভাইরাল। উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানিতে দুই তরুণী সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছিলেন। দুটি গাড়িতে সওয়ার জনাদশেক তরুণ তাঁদেরকে পথ আটকানোর চেষ্টা করেন। ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ভাইরাল/২

সিঙ্কহোলের মধ্যে পড়ে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল। বিজয়া লক্ষ্মী গালি নামে এক মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে কুয়ালা লামপুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় হঠাৎ সিঙ্কহোলে পড়ে যান। পাঁচ দিন পরেও তাঁর খোঁজ মেলেনি।

জনমন

জনমত

বাংলা কেন শুধুই আমন্ত্রিত সদস্য

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রহ্মপুত্র বোর্ড থেকে বেশি পরিমাণে অর্থ পেয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গকে শুধু আমন্ত্রিত সদস্য করে রাখা হয়েছে বছরের পর বছর। সেই কারণে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে না। উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে রাজ্য।

ভারত-ভুটান নদী কমিশনের পরে রাজ্যের মানুষের স্বার্থে ব্রহ্মপুত্র নদী বোর্ডের সহযোগিতা পেতে এবং আমন্ত্রিত সদস্যের পরিবর্তে স্থায়ী সদস্য পদের জন্য দীর্ঘদিনের দাবি কেন্দ্রের কাছে। কিন্তু সেই দাবিকে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই দাবি পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য অধিকার।

সুতরাং, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির ন্যায় পশ্চিমবঙ্গকেও ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের স্থায়ী সদস্য করে আমাদের রাজ্য তথা উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থের জোগান দিক।

অশোক সূত্রধর
সাতপুকুরিয়া, পাঁচ মাইল, ফালাকাটা।

এ কোন দিনহাটা

দিনহাটায় মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব নেই- কথাটি যে ঢপের কীর্তন, তা ২৮ অগাস্ট নতুন করে প্রমাণিত হল। সম্প্রতি আরজি করে ঘটে যাওয়া নৃশংসতম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দিনহাটায় স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে (অধিকাংশই শিল্প ও সাহিত্যসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত) শান্তিপূর্ণ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। মিছিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল নির্যাতিতার বিচার, অপরাধীদের শাস্তি। যেখানে সুপ্রিম কোর্ট অনুমতি দিয়েছে শান্তিপূর্ণ মিছিল বৈধ, সেখানে দাঁড়িয়ে দিনহাটার রাজপথে হেনস্তার শিকার হলেন কতিপয় স্থানীয় শিল্পী, কবি ও প্রতিবাদী নারীরা।

লেলিয়ে দেওয়া হল শ'দেড়েক গুন্ডা, মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার মতো হুমকিও দেওয়া হল। কাপড় টানাটানি তো ছিলই। তিলোত্তমার

বিচার চাইতে গিয়ে এইরকম অভব্য আচরণের মুখোমুখি হতে হবে, ভেবেই দিশা পাচ্ছেন না মহিলারা। এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। নিরাপত্তার নামে এই প্রহসন সমাজের কাছে কতটা ভয়ংকর, নিজের বিবেককে প্রশ্ন করলেই উত্তর পাওয়া যায়। এরপরেও বলব, কবে রাজনীতির ঊর্ধ্বে আমরা মানুষ হয়ে উঠব। প্রশ্ন রাখাই যায়, এই কি সেই দিনহাটা... যা আমরা চেয়েছি। নিশ্চয়ই না। বাকিটা...উদয় হোক শুভবোধের...।

বিকাশ দাস, কলকাতা।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাঙালির হেডফোন বৃত্তান্তে অন্য মোচড়

একদা বঙ্গসন্তানদের কর্ণমহলে চুপিসারে ঢুকে স্ট্যাটাস সিম্বল ছিল ওয়াকম্যান। এখন তারই বিবর্তনে সমাজে পরিবর্তনের ছোঁয়া।

তন্ময় দেব

একদা কবিগুরু বলেছিলেন, 'একলা চলো রে!', তো আধুনিক বাঙালিরা তাদের সবেধন নীলমণির কথা শুনল ঠিকই, কিন্তু খানিকটা নিজের মতো করে! একলা চলতে গিয়ে তারা কানে গুঁজে নিল হেডফোন!

একথা শুনে হেডফোনপ্রেমীরা রে-রে করে তেড়ে আসতে পারেন, তাই আগেভাগে কবিগুরুর ভাষাতেই বলে রাখি 'আমি তোমাদেরই লোক'।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে প্রথম হেডফোন তৈরি হয়েছিল ১৯১০ সালে, অডিও সিগন্যাল শোনার জন্য। তারপর তার বিবর্তন ঘটতে ঘটতে আজকের এই 'জিরো ফিগার' রূপ। বিজ্ঞানীদের বলিহারি বটে!

আমরা এখন যাদের হেডফোন বলি, সেগুলো আসলে 'হেডসেট'। হেডফোন আর মাইক্রোফোনের মিলিজুলি চক্রান্ত! হেডফোন জনপ্রিয় হয় ওয়াকম্যান নামক অডিও প্লেয়ারের দৌলতে, ১৯৭৯ নাগাদ। বিদেশি 'ম্যানের' প্রতি আমাদের যে সম্ভ্রম, তাকে হাতিয়ার করে বাঙালির অন্দরমহলে থুড়ি কর্ণমহলে চুপিসারে ঢুকে পড়ে এই লাস্যময়ী যন্ত্র।

এরপর সব ঠিকই ছিল যথারীতি। বাংলার নদীনালা, খালে-বিলে জল বইছে পুরোদমে। চপে ঘনঘন কামড় আর চায়ের কাপে প্রতিনিয়ত নেমে আসছে টাইফুন-হ্যারিকেন। আর কে না জানে রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, বাঙালির সবেতেই অবাধ যাতায়াত। এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ার রমরমাও শুরু হবে হবে করছে। এমন ব্রাহ্মমুহূর্তে মোবাইল কোম্পানিগুলো ঠিক করল মুঠোফোন কিনলে এখন থেকে

বাক্সের ভেতরে হেডফোনও ফ্রি-তে দেওয়া হবে।

'হেডফোন' শব্দটিই ব্যবহার করছি কারণ 'হেডসেট' একদম খাপ খায় না আমাদের মুখে! উদাহরণ হিসেবে বলি, বহু বাঙালি সব টুথপেস্টকেই 'কোলগেট' বলে কিংবা সব নুডলসকে 'ম্যাগি'! সব গুঁড়ো সাবানকে 'সার্ফ' বা 'সানলাইট' বলা হয়। আর ফ্রি-তে পেলে যে বাঙালি কুড়িটা রসগোল্লাও জায়গায় বসে খেয়ে ফেলে তা কে না জানে! তাই ফ্রি'র হেডফোন তারা ছেড়ে দেবে এমন ভাবনা মনে আসাই দুষ্কর! অতএব শত্তুরের মুখে ছাই ফেলে বাঙালি হেডফোন ব্যবহার করতে শুরু করল। রেডিও ও মিউজিক সিস্টেমে জোরে গান বাজিয়ে অন্যের অসুবিধা করার মাত্রা কমে এল খানিকটা।

এরপর এল একবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার 'স্মার্টফোন'! সঙ্গে এল ইউটিউব, অনলাইন গান ও গেমের অ্যাপ। এতেও যে বাঙালি গা ভাসাবে সেটাই স্বাভাবিক। ট্রেন-বাস-প্লেন, এমনকি প্রাইভেট কারেও মানুষ হেডফোনের হাত ধরে 'একলা চলো রে' শুরু করল। পাশাপাশি দুজন বসে যাচ্ছেন, কথা বলা দূর অস্ত, সৌহার্দ্য বিনিময়টুকুও পাততাড়ি গোটাতে লাগল। জানি, অনেকেই এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দেবেন, ভালো লক্ষণ, যতদিন বাঙালির যুক্তিসত্তা আছে, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবে।

এত কিছুর মাঝে আসল খেলাটা কিন্তু খেলল ফোন কোম্পানিগুলো। তারা ফোনের সঙ্গে হেডফোন দেওয়া বন্ধ করে দিল! বাঙালির অন্যতম প্রিয় পদ বিরিয়ানিতে এলাচ দেওয়ার মতো এ এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড!

অবশ্য এতেও বাঙালিকে দমানো যায়নি! আলাদা করে হেডফোন কেনাটাকেই তারা ভবিতব্য হিসেবে মেনে নিল, কারণ এর অমোঘ টান উপেক্ষা করা মুশকিল। এভাবেই চলছে গত কয়েক বছর ধরে। আগামীতেও চলবে, কারণ বাঙালির একটা গুণ সর্বজনবিদিত, তারা কাউকে ভালোবাসলে সহজে চলে যেতে দেয় না, তা সে প্রেমিক-প্রেমিকাই হোক বা হেডফোন!

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯২৫

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। গান্ধিজির ছবিতে থাকে সুতো কাটার যন্ত্র ৩। দহন বা জ্বলন ৫। ত্রিপিটক যে ভাষায় লেখা ৬। খপ্পরে পড়া ৮। অতীত দিনের জল বহন করার চামড়ার থলে ১০। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ১২। দুই পক্ষের বিবাদ মীমাংসা ১৪। ফলের ওপরের আবরণ ১৫। একগুঁয়ে ও বলবান ১৬। রাঙা বা লাল রং করা।

উপর-নীচ : ১। এই মিষ্টির উৎপত্তি বাংলাদেশে ২। তন্ত্রমতে শিবের উপাসক ৪। উপশম বা রেহাই ৭। বিনিয়োগ করা ৯। মহিলাদের কোমরে বস্ত্রের গিঁট ১০। মনোযোগ না দিয়ে কোনওমতে সেরে দেওয়া কাজ ১১। আগুন লাগলে যার দরকার পড়ে ১৩। প্রত্যক্ষ করা।

সমাধান ■ ৩৯২৪

পাশাপাশি : ১। মোমিন ৩। অন্তরাল ৪। বোধন ৫। টগবগে ৭। লাই ১০। কবি ১২। তালগোল ১৪। কোমর ১৫। ভাগশেষ ১৬। খপ্পর।

উপর-নীচ : ১। মোকাবিলা ২। নবোঢ়া ৩। অনটন ৬। বল্মীক ৮। ইজেল ৯। মালকোষ ১১। বিদ্যাধর ১৩। পরখ।

বিন্দুবিসর্গ

অপেক্ষার ৪০ দিন

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

প্রধাননগর থানায় আইসি'র সঙ্গে আলোচনায় ইসকনের সন্ন্যাসীরা।

ইসকনের সেবাইতদের মারধর রাতে

শমিদীপ দত্ত ও মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : মাসকয়েক আগেই রামকৃষ্ণ মিশনে হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। সেসময় সন্ন্যাসীদের মারধর করে জমি দখলের অভিযোগ উঠেছিল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। তবে এবারে জমি দখল নয়, রাতের শহরে দুষ্কৃতীদের হাতে মার খেতে হল ইসকনের সেবাইতদের।

অভিযোগ, বুধবার রাতে সেবক রোড সংলগ্ন বোতল কোম্পানি এলাকা থেকে বাইকে চেপে সমরনগরে বাড়ি ফিরছিলেন কয়েকজন সেবাইত। বটতলা মোড়ের কাছে আসতেই রঞ্জন চক্রবর্তী নামে স্থানীয় এক তরুণ তাঁর আরেক সঙ্গীকে নিয়ে তাঁদের পথ আটকায়। পরিতোষ রায় নামের এক সেবাইতের অভিযোগ, 'রঞ্জন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আমাদের কটূক্তি করতে শুরু করে। বাইকের চাবি ছিনিয়ে নেয়। বাধা দিতেই ওরা আমাকে বেদম মারধর শুরু করে।'

দুজন মিলে ছয়জন সেবাইতকে মারধরের সাহস পেল কীভাবে? সেবাইতদের একজন শুভজিৎ বর্মনের প্রতিক্রিয়া, 'আমরা ভক্ত মানুষ, দয়ার পথে চলি। কেউ আক্রমণ করলেই তো পালটা মারামারি করতে পারি না।' অভিযোগ, সেবাইতদের থেকে টাকাপয়সা কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি দুজনের মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলা হয়েছে।

ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় পরিতোষকে অন্য সেবাইতরা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাতেই মিঠু রায় নামের এক সেবাইত প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মিঠুর বক্তব্য, 'ওরা এলাকায় কুখ্যাত। আমরা অভিযোগ করতে গিয়েছি জানতে পেরে থানার সামনেই অনেক লোক ডেকে ভিড় জমিয়েছিল। বাড়ি ফিরতেও আতঙ্কিত বোধ করছিলাম। অবশেষে রাত দুটোর পর ফিরেছি।' অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই রঞ্জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

এদিন রাতে প্রধাননগর থানায় যান ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস। তিনি বলেন, 'পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা আশ্বাস দিয়েছে, আরেকজনকেও দ্রুত ধরা হবে।' ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। এদিন সন্ধ্যায় পরিতোষের বাড়িতে যান তিনি। পরে বলেন, 'রাজ্যে নির্বাচিত সরকার রয়েছে কি না, বুঝতে পারছি না। দুষ্কৃতীরা রাতদুপুরে ভক্তদের ওপর আক্রমণ করবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

নিরপত্তা প্রসঙ্গে ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া, 'পুলিশ অ্যাক্টিভ ছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। আরেকজনের তল্লাশি চলছে।' তিনি আরও বলেন, 'অভিযুক্তরা মদ্যপ অবস্থায় ছিল। সেবাইতদের সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে কোনও কারণে ঝামেলা শুরু হয়, তারপর যাবতীয় ঘটনা ঘটে।'

কী অভিযোগ

- বোতল কোম্পানি থেকে বাইকে চেপে সমরনগরে ফিরছিলেন সেবাইতরা
- বটতলা মোড়ের কাছে পথ আটকায় দুই দুষ্কৃতী
- প্রথমে কটূক্তি, পরে বাইকের চাবি ছিনিয়ে নেয়
- বাধা দিলে মারধর শুরু সেবাইতদের
- টাকা কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি দুজনের মোবাইল ভাঙে অভিযুক্তরা

আর দেখা মেলেনি চিতাবাঘের

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির সংলগ্ন এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্কের জেরে খাঁচা পাতল বন দপ্তর। বৃহস্পতিবার সকালে খাঁচা পাতা হয়। যদিও দ্বিতীয়বার ওই প্রাণীর দেখা মেলেনি বলে জানিয়েছেন বনাধিকারিকরা। তাই আদৌ এলাকায় চিতাবাঘ রয়েছে কিনা, তা নিয়ে ধন্দে খোদ বনকর্মীরা। তাঁদের একাংশের মত, চিতাবাঘ নয়, বনবিড়াল থাকতে পারে। তবে লোকালয় হওয়ায় কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না দপ্তর। সেই কারণে খাঁচা পাতার সিদ্ধান্ত।

সকাল থেকে তল্লাশি চালিয়েছেন বনকর্মীরা। পরে তাঁরা জানান, লেপার্ড থাকার কোনও প্রমাণ সেভাবে মেলেনি। সারুগারার রেঞ্জ অফিসার স্বপনকুমার রাউত বললেন, 'রাতে এলাকায় বনকর্মীরা টহল দিয়েছেন। এবার খাঁচা পাতা হল।'

শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির সংলগ্ন এলাকায় একটি ফাঁকা জায়গায় চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বুধবার রাতে নাকি লেপার্ডটিকে দেখা গিয়েছে। সেই খবর পেয়ে বন দপ্তরের সুকনা বন্যপ্রাণ বিভাগ এবং সারুগারা রেঞ্জের বনকর্মীরা এলাকায় পৌঁছান রাতে। তাঁরা প্রথমে ঘটনাস্থলে রেইকি করেন। সত্যিই যদি লেপার্ড

আতঙ্কিত এলাকায় খাঁচা

থাকে, তবে কোন পথে বের করতে হবে এবং কোন পথে সেটা এসেছিল, সেসব খতিয়ে দেখা হয়। তারপর স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন বনকর্মীরা। সাধারণ মানুষের যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেজন্য রাতভর টহলদারি চলে।

এদিন সকাল থেকে চিতাবাঘের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। তবে সেই বন্যপ্রাণের আর দেখা মেলেনি। তবে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক এখনও দানা বেঁধে রয়েছে। সুলেখা দাসের কথায়, 'ওই পথ দিয়ে ছেলেকে নিয়ে স্কুলে যাই। সত্যিই যদি কোনওদিন চিতাবাঘ বেরিয়ে আসে সামনে, তখন কী করব? এসব ভাবলেই ভয় লাগে। তাই আজ ছেলেকে স্কুলে পাঠাইনি।'

গ্রেপ্তার দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : ভক্তিনগর থানা এলাকার একটি অফিস থেকে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী চুরির ঘটনায় এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম পৃথিবী সোনার। সে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ভবসুন্দরের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২১ তারিখ ভোরবেলা ওই অফিসে চুরি হয়। অফিসের মালিক অনুরাগ জয়সওয়াল ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ বুধবার রাতে পৃথিবীকে গ্রেপ্তার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া ট্যাব উদ্ধার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পুজোর আগেই স্ট্রিট ফুড কর্নার

টেন্ডার ডাকল পুরনিগম, লটারিতে স্টল বিলি

স্টেশন ফিডার রোডে ঝাঁ চকচকে ফুড স্টল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডের স্ট্রিট ফুড কর্নারের ফুড স্টল ভাড়া দিতে অবশেষে টেন্ডার ডাকল পুরনিগম। ১১ মাসের চুক্তিতে ভাড়া দেওয়া হবে ২০টি স্ট্রিট ফুড স্টল। ১১ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে টেন্ডার পূরণের শেষদিন। ১৫ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির রবীন্দ্র মঞ্চে ওপেন লটারির মাধ্যমে বণ্টন করা হবে স্টলগুলি। বুধবারই পুরনিগমের ওয়েবসাইটে টেন্ডার খুলে গিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আবেদন করতে হলে আবেদনকারীকে অবশ্যই পুরনিগম এলাকার বাসিন্দা হতে হবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে পুরনিগম সূত্রে।

এদিকে, টেন্ডার বেরোতেই ফের মেয়রকে চিঠি দিচ্ছেন স্টেশন ফিডার রোড ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। স্টলগুলি তাঁদের দোকানের সামনে থেকে সরানোর আবেদন জানিয়ে চিঠি দেবেন ব্যবসায়ীরা। এছাড়া দোকানের সামনে বায়োটয়লেট বসানোরও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। স্টেশন ফিডার রোড ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির তরফে রতন দাস বললেন, 'আমাদের বক্তব্য জানিয়ে মেয়রকে চিঠি দিচ্ছি।' যদিও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সাফ কথা, 'পুজোর আগে চালুর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কী কথা বলব? ওঁরাই তো দখল করে বসে রয়েছেন।'

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্পের অধীনে দেশের বিভিন্ন শহরে স্ট্রিট ফুড কর্নার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেইমতো রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের মাধ্যমে কলকাতা এবং শিলিগুড়িতে স্ট্রিট ফুড কর্নার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। শিলিগুড়িতে কাজের জন্য পুরনিগমের হাতে দায়িত্ব দেয় দপ্তর। এরপর স্টেশন ফিডার রোডে শিলিগুড়ি দমকলকেন্দ্রের উলটোদিকে জায়গা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়। পথবাতি, ফুড স্টল বসাতে শুরু করে পুরনিগম।

বিতর্ক সঙ্গী হয় প্রথম থেকেই। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, একটি শপিং মলের সামনের অংশ এড়াতে গিয়ে ছোট দোকানের সামনে ফুড স্টল বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন ফুল, চা, কাঠের আসবাবপত্র বিক্রেতারা। অভিযোগ ওঠে, ফুড স্টলের কারণে রাস্তা থেকে দোকানগুলো দেখাই যাচ্ছে না। কাজ চলাকালীন একাধিকবার বাধা দেন ব্যবসায়ীরা।

তারপরই মেয়র গৌতম দেব পরিদর্শনে যান। ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করেন। দোকানের সামনে নয়, বরং একটি করে বড় গাছের সামনে একটি করে স্টল বসানো হবে বলে জানানো হয়। যদিও বাস্তবে তেমন কিছু না করেই টেন্ডার ডাকা হল বলে অভিযোগ বিক্ষুব্ধদের।

বুধবার টেন্ডার ওপেন হয়েছে। ২০টি স্টলের মধ্যে ১৪টি সাধারণ মানুষের জন্য, দুটি কেটারিং ব্যবসায় অভিজ্ঞদের, একটি ক্রীড়াব্যক্তিত্ব, একটি বিশেষভাবে সক্ষম এবং হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা যাঁরা করেছেন, তাঁদের জন্য সংরক্ষিত থাকছে দুটি। প্রতি মাসে স্টল বাবদ ১০০০ টাকা করে ১১ মাসের চুক্তি করবে পুরনিগম। দোকান বরাদ্দ হলে প্রথমেই ১১ হাজার টাকা পুরনিগমকে দিতে হবে। প্রত্যেক স্টলের জন্য দেওয়া হবে পৃথক বিদ্যুৎ সংযোগ। সেই বিল বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা বা ব্যক্তিকেই মেটাতে হবে।

স্টলের খুঁটিনাটি

- ১১ মাসের চুক্তিতে ভাড়া দেওয়া হবে ২০টি স্ট্রিট ফুড স্টল
- সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ অনলাইনে টেন্ডার পূরণের শেষ দিন
- ১৫ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির রবীন্দ্র মঞ্চে ওপেন লটারির মাধ্যমে বণ্টন হবে স্টল
- প্রতিমাসে স্টল বাবদ ১০০০ টাকা করে ১১ মাসের চুক্তি
- দোকান বরাদ্দ হলে প্রথমেই ১১০০০ হাজার টাকা পুরনিগমকে দিতে হবে
- পৃথক বিদ্যুৎ সংযোগ, বিল মেটাবে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা বা ব্যক্তি

বিক্ষুব্ধদের অবস্থান

- ফের মেয়রকে চিঠি দিচ্ছেন স্টেশন ফিডার রোড ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা
- স্টলগুলি দোকানের সামনে থেকে সরানোর আবেদন
- দোকানের সামনে বায়ো টয়লেট বসানোর প্রতিবাদ
- ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছোট ব্যবসায়ীদের

ডন বসকো রোডের সঙ্গে বৈকুণ্ঠপল্লির সংযোগকারী রাস্তা

নেশার আসরে উদ্বেগ

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : বিকেলের পর থেকেই চলে বহিরাগতদের জটলা। বসে নেশার আসর। আসরে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য আগেই ভাঙা হয়েছে ওই রাস্তার পথবাতিও। বছর পর বছর সেই পথবাতিগুলোরও সংস্কার হয়নি। এই অবস্থা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের ডন বসকো রোডের সঙ্গে বৈকুণ্ঠপল্লির সংযোগকারী রাস্তার।

পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, সন্ধ্যার পরে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করাটাই ভুলে গিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। ওয়ার্ড কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তাল অবশ্য বলছেন, 'ওই অংশের পথবাতিগুলি নতুন করে সংস্কার হবে। এছাড়া নেশামুক্তির জন্য আগামীদিনে প্রচার চালাব।'

শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোর মধ্যে ডন বসকো রোডের গুরুত্ব যে অনেকটাই, সেটা আলাদা করে কিছু বলার নেই। ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন রাস্তায় একাধিক পিজি রয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পড়ুয়াদেরও যাতায়াত চলে সবসময়।

ওই রাস্তায় যেতেই নজরে পড়ল, দু'পাশের অনেকটা অংশ ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছে। সেই

ঝোপের মধ্যে পড়ে রয়েছে মদের বোতল। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বৈকুণ্ঠপল্লিরই বাসিন্দা বিনয় রায়। ভাঙা বাতিগুলো দেখিয়ে বললেন, 'দিনের আলোয় মাঝেমধ্যে রাস্তা ধরে যাতায়াত করলেও সন্ধ্যার পরে রাস্তা দিয়ে চলার কথা তো ভাবাই যায় না। বহিরাগতরা এসে এখানে নেশার আসর বসায়।'

পরিস্থিতি এমন হয় যে ঘুরপথে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না, বলছিলেন এলাকার বাসিন্দা নীলাক্ষী রায়। তাঁর কথায়, 'রাস্তায় এক-দুটো পথবাতি ছিল, সেগুলোও তো দুষ্কৃতীরা ভেঙে দিয়েছে। অন্ধকারে আর কে রাস্তা দিয়ে যাবে? মাঝেমধ্যে পুলিশ অভিযান চালায় ঠিকই তবে বাস্তবে এতে কোনও কাজ হয় না।'

এই পরিস্থিতিতে, রাস্তায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি পথবাতিগুলোর দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন বলে দাবি করছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের কথায়, রাস্তাটিও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। অগাছাগুলো সাফ করা প্রয়োজন।

যদিও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ পুলিশকর্তার কথায়, ওই এলাকায় প্রয়োজনে নজরদারি চালানো হয়।

সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : গ্রেটার লায়ন্স আই হাসপাতালের হলঘরে রোহিত মেহতা কোয়েস্ট সপ্তাহের সূচনা হল। ডিসি কোয়েস্ট লায়ন ছন্দা দাসের তত্ত্বাবধানে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি প্রগতি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে মূল বিষয় ছিল, বয়ঃসন্ধিক্ষণকালে তরুণদের অনুপ্রাণিত এবং ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুরারিগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম সহ অন্যরা।

মাদক সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : চম্পাসারিতে ব্রাউন সুগার বিক্রির সময় এক ব্যক্তিকে আটক করে প্রধাননগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে ওই ব্যক্তি এলাকায় ব্রাউন সুগার বিক্রি করছিলেন। এলাকাবাসী তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

কসমো বাজারের নয়া শোরুম

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : পুজোর আগে চমকপ্রদ অফার এবং ফ্যাশনেবল জামাকাপড়ের সম্ভার নিয়ে এল কসমো বাজার। ৩০ অগাস্ট থেকে তাদের পথচলা শুরু হবে শিলিগুড়িতে। মহিলা, পুরুষ ও বাচ্চাদের জামাকাপড় সহ প্রসাধনী, এমনকি বাড়ির সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, সবই পাওয়া যাবে একই ছাদের তলায়। নানা ধরনের অফার, গিফট তো থাকছেই, পাশাপাশি গ্রাহকরা আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে পাবেন রেফ্রিজারেটার।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে কসমো বাজারের নতুন শোরুম উদ্বোধনের বিষয়টি জানিয়েছেন সংস্থার ডিরেক্টর গণেশ পোদ্দার। তিনি বলেন, 'ফ্যাশন মানেই কসমো বাজার। সাধ্যের মধ্যে ফ্যাশনেবল জামাকাপড় থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যাবে এখানে। গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে এর আগে ভালো সাড়া পেয়েছি। শিলিগুড়ি থেকেও ভালো সাড়া পাব, এই আশা রাখছি।'

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতির যৌথ কমিটির দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে ছয় দফা দাবিতে জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মচারীদের পূর্ণ নিরাপত্তা সহ একাধিক দাবি জানানো হয়। এদিনের কর্মসূচিতে যৌথ কমিটির সভাপতি সঞ্জয় আচার্য, সম্পাদক মানস ভৌমিক সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দোকানের শেড বাড়িয়ে অবাধে দখলদারি বিধান মার্কেটে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : যেন শহরের মুখ ঢেকে যাচ্ছে দখলদারিতে। শিলিগুড়িতে একের পর এক দখলের অভিযোগ সামনে আসছে। কখনও গুমটি বসিয়ে, কখনও আবার অন্য উপায়ে দখল করে নেওয়া হচ্ছে জায়গা এবং নালা। তবে বিধান মার্কেটে এখন যে পদ্ধতিতে দখলদারি চলছে, তাতে আশঙ্কিত খোদ ব্যবসায়ীরাই। অভিযোগ, কয়েকজন দোকানদার নিজের দোকানের সামনের দিকে শেডের দৈর্ঘ্য ধাপে ধাপে বাড়াচ্ছেন। তারপর সুযোগ বুঝে শেডের নীচে রাস্তায় সামগ্রী রেখে দখল করছেন অংশটি। দিনের পর দিন এভাবে দখলদারি চলতে চলতে বর্তমানে পরিস্থিতি এমন যে, বিধান মার্কেটের বেশ কিছু রাস্তা অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। মুশকিল হচ্ছে চলাফেরায়।

প্রতিবাদী ব্যবসায়ীদের কথায়, 'আমাদেরই কয়েকজন যেভাবে রাস্তার ওপর শেড বাড়িয়ে জায়গা দখল করছেন, তাতে মার্কেটের ভেতরে অগ্নিকাণ্ডের মতো বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটলে দমকলের ইঞ্জিন তো ঢুকতেই পারবে না।' দখল নিয়ে প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। সদস্য অসিত দে'র বক্তব্য, 'এব্যাপারে এখনও কিছু শুনিনি। যদি এমনটা হয়, তবে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের অবশ্য স্পষ্ট বার্তা, 'রাস্তা দখল করে থাকা শেড রাখতে দেব না, ভেঙে দেব আমরা।'

বেআইনি নির্মাণ ইস্যুতে বিভিন্ন সময় বিতর্কে জড়িয়েছে বিধান মার্কেট। দোকানের ওপরে পরিকাঠামো তৈরি ঘিরে কম জলঘোলা হয়নি।

ক্ষুদিরামপল্লি বাজারের মোড় থেকে বিধান মার্কেটে যাওয়ার রাস্তায় ঢুকে দেখা গেল, পথজুড়ে মালপত্র পড়ে। এভাবে সামগ্রী ফেলে রেখেছেন কেন? প্রশ্ন শুনে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী আঙুল দিয়ে ওপরের শেড দেখালেন। পরে বললেন, 'শেডের নীচের জায়গা তো আমারই।' অভিযোগ, একই পন্থায় ওই রাস্তায় সম্প্রতি আরেকটি দোকানের শেড বাড়িয়ে ফেলা হয়েছে অনেকটা। সেব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি মন্তব্য করতে চাননি।

স্থানীয় ব্যবসায়ী অভিজিৎ ঘোষের কথায়, 'এভাবে যদি দখলদারি চলে, তাহলে তো রাস্তা দিয়ে আর কেউ যাওয়া-আসা করতে পারবেন না। কিছু ব্যবসায়ী শেড বাড়িয়ে গোটা রাস্তাটাই দখল করে নেবেন বোধহয়।'

তুলাপট্টি সহ মার্কেট সংলগ্ন রাস্তাগুলোতেও একই পদ্ধতিতে দখলদারি চালাচ্ছেন গুটিকয়েক ব্যবসায়ী। অভিযুক্তরা অবশ্য কিছু বলতে নারাজ। প্রায়ই বাজারে আসেন প্রসেনজিৎ দাস। তাঁর কথায়, 'একাংশ ব্যবসায়ীর বাড়বাড়ন্তে মার্কেটের বিভিন্ন রাস্তা এখন বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে। কর্তৃপক্ষ সবটা দেখেও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'

কর্তৃপক্ষ কি আদৌ কিছু জানে? জেনে থাকলে কেনই বা হাত গুটিয়ে বসে? দুর্ঘটনা ঘটলে দায় নেবে কারা? উত্তর খুঁজছেন সাধারণ ব্যবসায়ীরা।

দোকানের সামনে বেড়েছে শেড। বিধান মার্কেটে।

সোনার চেন ছিনতাই

কিশনগঞ্জ, ২৯ অগাস্ট : কিশনগঞ্জ শহরে বৃহস্পতিবার দুপুরে ছয় মহিলার গলার সোনার চেন অজ্ঞাত হেলমেটধারী বাইকচালক-আরোহী দুষ্কৃতীরা ছিনতাই করে। এ পর্যন্ত সদর থানায় চারজন মহিলা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এদিন সন্ধ্যায় পুলিশ বিহারের কোরা ছিনতাই গ্যাংয়ের আকাশ কুমারকে নীল রংয়ের আপাচি বাইক সহ গ্রেপ্তার করেছে। সিসিটিভির ফুটেজের ভিত্তিতে পুলিশের নাকা চেকিংয়ে আকাশ ধরা পড়ে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তার সঙ্গী পালিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, দুই বাইকচালক দুষ্কৃতী উত্তরবঙ্গের দিকে পালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু পুলিশের নাকা চেকিংয়ে একজন ধরা পড়ে। জেরায় ধৃত জানায়, বৃহস্পতিবার ভোরে কিশনগঞ্জ শহরে তারা একাধিক ছিনতাই করে বলে পুলিশের দাবি।

বিদ্যুতের ছোবল

কিশনগঞ্জ, ২৯ অগাস্ট : কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জ থানার চটানগাঁও গ্রামের বাসিন্দা কৃষক গোগলাল সিংহ (৫২) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তড়িদাহত হয়ে মারা যান বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় তিনি খেতে চাষাবাদের পর সেচের পাম্পে হাত-পা ধুতে যান। সেখানে বৈদ্যুতিক গোলযোগের জেরে পাম্পের জলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। ফলে, তড়িদাহত হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্যাখ্যা দিলেন

প্রথম পাতার পর

তাঁদের কথায়, ‘আমরা ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যায় যেতে চাইছি না। আমরা পরিষ্কার বলছি, বিচার চাই। আমাদের ৪ দফা দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কী বলছেন বলুন।’ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তিতে আমল না দিয়ে আরও প্যাঁচে ফেলতে মরিয়া। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে গিয়ে বৃহস্পতিবার নালিশ জানান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি উড়ে যান রাজ্যপাল। বিজেপির নালিশ তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানাবেন বলে রাজভবন সূত্রের খবর। রাজভবন থেকে বেরিয়ে সুকান্ত বলেন, ‘এই প্রথম দেখলাম, মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চ থেকে ধমকাচ্ছেন চমকাচ্ছেন, ডায়ালগ দিচ্ছেন, ফোঁস করবেন বলছেন। সাধারণ মানুষকে পরোক্ষভাবে মারবেন বলছেন। আমরা রাজ্যপালকে সব বলেছি। তাঁকে বলেছি, আপনিই ভরসা। রাজ্যের মানুষ অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।’

‘বাংলায় আগুন জ্বললে অসম, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লিতেও আগুন জ্বলবে’ বলে বুধবার যে মন্তব্য করেছিলেন মমতা, তারও কড়া সমালোচনা করেছে বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতির ভাষায়, ‘এই হিংসা হলে গৃহযুদ্ধ বাধবে। উনি ফোঁস করলে আমরা বসে থাকব, এটা তো হতে পারে না। বাংলার মানুষ ছাড়বে না। আমরা চাই না, তেমন পরিস্থিতি তৈরি হোক।’

আগুন জ্বলবে মন্তব্যের জন্য একই দিনে দিল্লিতে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখে অভিযোগ জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিনীত জিন্দাল। সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী কী বলেছিলেন, গোটা দেশের মানুষ টিভির পর্দায় দেখেছেন। এখন ব্যাখ্যার অপব্যবহার বলে রেহাই পাবেন না।’

অডিও ক্লিপ

প্রথম পাতার পর

বলে চিকিৎসকের বাবা-মা প্রশ্ন করলে তার উত্তর মেলেনি।

তৃতীয় ক্লিপটিতে মহিলা জানান, তাঁদের মেয়ে হয়তো আত্মহত্যা করেছেন বা মারা গিয়েছেন। যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসতে অনুরোধ করেন সেই মহিলা। বৃহস্পতিবার আরজি কর মেডিকেল কলেজের মর্গে গিয়েছিল সিবিআই। লাশ কেনাবেচা সহ নানা আর্থিক দুর্নীতির তদন্তের তথ্য পেতে মর্গে খোঁজখবর করা হয়েছে। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে বৃহস্পতিবারও সিজিও কমপ্লেক্সে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই নিয়ে ১৩ দিন তিনি সিবিআই দপ্তরে গেলেন।

গুজরাটের ভদোদরা শহরে কুমির। প্লাবিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার দেখা মিলল আবাসিক এলাকায়। পরে বন দপ্তর প্রাণীটিকে উদ্ধার করে।-পিটিআই

বাংলার রনজি ক্যাম্পে অনন্ত

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ অগাস্ট : ২০২৪-’২৫ মরশুমে বাংলার রনজি সিনিয়ার ক্রিকেট ক্যাম্পে সুযোগ পেলেন তুফানগঞ্জের অনন্ত সাহা। শিবশংকর পাল (ম্যাকো)-এর পর রাজ্যকে দ্বিতীয় পেসার উপহার দিল তুফানগঞ্জ।

এতদিন ভারতীয় রেলের হয়ে খেলা অনন্ত এবার মহম্মদ সামি, ঋদ্ধিমান সাহাদের সতীর্থ হতে চলেছেন। তাঁর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কোচবিহারের ক্রীড়ামহল। ম্যাকোর কাছেও পেস বোলিংয়ের তালিম নিয়েছেন অনন্ত। ছাত্র প্রসঙ্গে শিবশংকর বলেছেন, ‘অনন্ত পরিশ্রমী। আমি আশাবাদী ও ভালো পারফর্ম করবে।’ বর্তমানে কঠোর অনুশীলনের মধ্যে রয়েছেন অনন্ত। অনুশীলনের ফাঁকে তিনি বলেন, ‘সম্ভাব্য দলের তালিকা প্রকাশ হয়েছে। সেখানে নিজের নাম দেখে ভালো লাগছে। ভালো খেলাটাই আমার প্রধান লক্ষ্য।’

ছোটবেলা থেকেই অনন্তর ক্রিকেট অন্ত প্রাণ। তুফানগঞ্জের চিলাখানা হাইস্কুলের পড়ুয়া অনন্ত পড়াশোনার থেকে খেলাধুলোই বেশি করত। অনন্তরা পাঁচ ভাইবোন।

অনন্ত সাহা

ছোট্ট একটি মুদির দোকান থেকে সংসার চালাতেন বাবা অমৃতলাল সাহা। নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর সংসারে ছেলেকে ক্রিকেটার তৈরি করার স্বপ্ন যেন অধরাই ছিল দুঃস্থ ওই পরিবারের। ২০১৩ সালে বাবা মারা যাওয়ার পর আরও আর্থিক সংকট দেখা দেয়। পরিবারের হাল ধরতে নিজেও মুদির দোকানে বসেছেন অনন্ত।

পাড়ার একটি ম্যাচে অনন্তর অসাধারণ বোলিং নজর কেড়েছিল ক্রিকেট কোচ উত্তম সাহার। এরপর তাঁর হাত ধরেই অনন্তর পথ চলা শুরু হয়। কোচবিহারের ঘোষপাড়া ইউথ ক্লাব ও জেলা দলে খেলেছেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেছেন, ‘আমরা আশাবাদী অনন্ত নিজের সেরাটা দিয়ে সকলের নজর কাড়বে।’

তুফানগঞ্জ কলেজে প্রথম বর্ষে পড়াকালীন অনন্ত কলকাতায় চলে যান। কঠোর অনুশীলনের পর অনূর্ধ্ব-২৩ বাংলা ও জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। খেলার সুবাদেই পরবর্তীতে রেলে চাকরি। রেল দলের নিয়মিত সদস্য হয়ে ওঠেন। ২০১৮-’১৯ সিকে নাইডু ট্রফিতে ১০ ম্যাচে ৫২টি উইকেট নিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়ে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের বর্ষসেরা পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন অনন্ত।

বৃহস্পতিবার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি)-এর তরফে ২০২৪-’২৫ মরশুমের সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ৩১ জন ক্রিকেটারের সেই তালিকায় মহম্মদ সামি, ঋদ্ধিমান সাহা যেমন রয়েছেন তেমনই রয়েছেন কোচবিহারের অনন্ত।

বাড়ি ঘেরাওয়ের ছক শীঘ্রই

প্রথম পাতার পর

স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) হিসাবে দায়িত্ব পান। সেই সময় থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্দরে তাঁর দাপট আরও বাড়ে। অভিযোগ, স্বাস্থ্য দপ্তরে বিভিন্ন নিয়োগে বেনিয়ম, কথা না শোনা চিকিৎসককে শাস্তিমূলক বদলি এবং পরীক্ষায় পাশ-ফেল পুরোটাই এই লবি নিয়ন্ত্রণ করে।

দু’বছর আগে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের ভোটেও সুশান্ত রায়দের লবি জয়ী হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগ নিয়ে উত্তরবঙ্গ লবির বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য ভবনে পোস্টার পড়েছিল। অভিযোগ, অনেক যোগ্য এবং সিনিয়ার অধ্যাপক চিকিৎসককে বাদ দিয়ে ডাঃ কৌস্তভ নায়েককে ওই পদে বসিয়েছেন সুশান্তরা। তাঁর বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যেই চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ ক্ষোভে ফুঁসছিলেন, কিন্তু শাস্তিমূলক বদলির ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারছিলেন না। কিন্তু আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর সুশান্তর সেই হাসপাতালে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওই মামলা রাজ্য পুলিশের হাত থেকে সিবিআই-কে দিয়েছে উচ্চ আদালত। দায়িত্ব পেয়েই আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে টানা জেরা শুরু করেছে সিবিআই। আর সেই সময় থেকেই বেপাত্তা সুশান্ত।

অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিসেস ডক্টরস-এর রাজ্য সম্পাদক ডাঃ মানস গুমটা বলেছেন, ‘আরজি করের ঘটনার সঙ্গে সরাসরি এই চিকিৎসকের নাম জড়াচ্ছে। তাই হয়তো উনি গা ঢাকা দিয়েছেন। আমরাও ওঁর খোঁজ পাচ্ছি না। আমার মনে হয়, সিবিআইয়ের কাছে এসে সুশান্ত রায়ের সমস্ত ঘটনা খুলে বলা উচিত।’

জলপাইগুড়ির বাড়িতে ১৭ অগাস্ট থেকে সুশান্তর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতার নিউটাউনে তাঁর যে ফ্ল্যাট রয়েছে সেটাও তালাবন্ধ বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের উত্তরবঙ্গ অফিসে এদিন সুশান্তর খোঁজে গেলে সেখানকার কর্মীরা বলেছেন, ‘স্যর কিছুদিন ধরে আসছেন না। কবে আসবেন আমরা জানি না।’

সূত্রের খবর, সুশান্ত রায় কলকাতায় রয়েছেন। তবে, নিজের ফ্ল্যাটে নয়, অন্যের বাড়িতে থাকছেন।

নজরে উত্তরের

প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ ধর্ষণ, নারী নির্যাতন নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে চাইছে বিজেপি। নতুন কৌশলে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে উত্তরবঙ্গকে।

নতুন দফার আন্দোলনের আগে অবশ্য আরজি কর কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপসারণের দাবিতে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। ২ সেপ্টেম্বর জেলা শাসকের কার্যালয়ে কর্মসূচি রয়েছে। ওইদিন শিলিগুড়িতে মহকুমা শাসকের কার্যালয় ঘেরাও করা হবে। পার্বত্য বিজেপি ঘেরাও করবে জেলা শাসকের কার্যালয়। ৪ সেপ্টেম্বর রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি বিডিও অফিসের সামনে ধর্নায় বসবেন পদ্মকর্মীরা। ৬ সেপ্টেম্বর প্রতি মণ্ডলে দুপুর ১২টা থেকে দু’ঘণ্টার জন্য ‘চাক্কা জ্যাম’ কর্মসূচি পালন করা হবে।

দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলছেন, ‘আরজি কর হাসপাতালে যে ঘটনা ঘটেছে, তার দায় রাজ্য সরকার বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এড়াতে পারে না। তাঁকে পদত্যাগ করতেই হবে। তাঁর পদত্যাগের দাবিতে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে একাধিক কর্মসূচি পালন করা হবে।’

ভারতের আবেদন অগ্রাহ্য

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : ডেনমার্কের আদালতে ভারতের আবেদন অগ্রাহ্য হল। পুরুলিয়া অস্ত্রবর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া নায়েল্স হক্ক ওরফে কিম পিটার ডেভিকে ভারতীয় আদালতে বিচার ব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ডেনমার্কের আদালতে আবেদন জানিয়েছিল ভারত। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে। উল্লেখ্য, লাটভিয়ান বিমান থেকে ১৯৯৫-এর ১৭ ডিসেম্বর পুরুলিয়ার জয়পুরে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ফেলার অভিযোগ ছিল।

বংশীহারীতে জোড়া ‘ধর্ষণ’, যৌন নির্যাতনের শিকার ছাত্রী

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৯ অগাস্ট : আরজি কর ইস্যুতে দু’দিন আগেই তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি শাসিত চার রাজ্যে ধর্ষণের তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর হয়তো জানা ছিল না, তাঁর সেই অস্ত্রই ব্যুমেরাং হয়ে ফিরবে। ৯ অগাস্টের পর থেকে রাজ্যে একাধিক ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এবার বংশীহারীতে। দশ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের পর গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করার চেষ্টা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ২৩ বছরের তরুণকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। সেই যুবক আবার তৃণমূলেরই কর্মী হিসাবে এলাকায় পরিচিত। তার বাবা শাসকদলের স্থানীয় নেতা। ওই নাবালিকা বর্তমানে পুলিশ প্রহরায় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হবিবপুরে চেম্বারের ভিতরে এক নাবালিকা আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক হাতুড়ে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় বৃহস্পতিবার হবিবপুরে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযুক্তকে গণপিটুনি দেয় উত্তেজিত মানুষজন। খবর পেয়ে হবিবপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই চিকিৎসককে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। প্রথমে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে ভর্তি করা হয় মালদা মেডিকেলে। এই ঘটনায় ওই নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো আইনে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে হবিবপুর থানার পুলিশ।

পাশাপাশি এক আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে বংশীহারী থানা এলাকায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে ওই এলাকার ৪৫ বছরের এক ব্যক্তি বছর কুড়ি বয়সের এক আদিবাসী মহিলার ঘরে ঢুকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ফরেন্সিক তদন্তের জন্য ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ। এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট।

বিনামূল্যে কোচিং দেবে রামকৃষ্ণ মিশন

সাহুডাঙ্গিতে তৈরি হচ্ছে নতুন ক্লাসঘর

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : সাহুডাঙ্গির রামকৃষ্ণ মিশনে প্রাথমিক স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন ক্লাসরুম তৈরির জন্য অর্থ পাঠাল বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে সেই অর্থ দিয়ে নতুন ক্লাসরুম তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। শুধু ক্লাসরুম তৈরি নয়, আগামী মাস থেকে এলাকার দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর জন্য মিশনে বিনামূল্যে কোচিং ক্লাসও শুরু হচ্ছে। এই কোচিং ক্লাস শুরুর জন্যও আলাদা অর্থ দিচ্ছে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ।

ইতিমধ্যে তিনটি জায়গা নিয়ে সেবক রোডে শুরু হচ্ছে শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন। বেলুড় মঠ থেকে একজন মহারাজ এসে এই মিশনের দায়িত্বভারও নিয়েছেন। এখানেও দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। কিন্তু দুই বছর আগে সাহুডাঙ্গিতে যে রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্বভার নিয়েছিল বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ, সেই মিশনের অধীনে রয়েছে একটি প্রাথমিক স্কুল ও গ্রন্থাগার। প্রথমে এই মিশনের প্রাথমিক স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে হাত দেওয়া হয়েছে।

এই মুহূর্তে প্রাথমিক স্কুলের প্রতিটি সেকশনে ৪০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কিন্তু বেলুড় মঠের নিয়ম অনুযায়ী, একেকটি সেকশনে ২৫ জনের বেশি ছাত্রছাত্রীকে বসানো যায় না। কারণ বেশি ছাত্রছাত্রী থাকলে পাঠদানে সমস্যা হয়।

সেইজন্যই এখানে নতুন ক্লাসরুম তৈরির সিদ্ধান্ত।

কলকাতার ধাঁচে রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলি পরিচালনার পরিকল্পনা থাকলেও এখনই কোনও শিক্ষককে বাদ দেওয়া হচ্ছে না। মিশন সূত্রে খবর, নতুন ধাঁচে এই প্রাথমিক স্কুল চালানো শুরু হলেও আপাতত বর্তমান শিক্ষকরাই ক্লাস নেবেন। তবে এই শিক্ষকরা অবসর নিলে যখন নতুন শিক্ষক নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, সেই সময় ডিএলএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরই নিয়োগ করা হবে।

সূত্রের খবর, আগামী মাস থেকে সাহুডাঙ্গির মিশনে চালু হচ্ছে বিনামূল্যে কোচিং ক্লাস। এলাকার দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীরা যাতে স্কুলের পর উপযুক্ত কোচিং পেতে পারে, তার জন্যই মিশন নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের কোচিং দেবেন।

সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ বলছেন, ‘আমরা সেকশন বাড়ানোর কাজ শুরু করেছি। একটা বড় হলঘরও করা হবে। সেপ্টেম্বর থেকে বিকেলের দিকে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের কোচিংও দেওয়া হবে। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তো ভালো নয়। তাই ধীরে ধীরে সমস্ত কাজ করছি।’

বারলার কমপ্লেক্সে বাজারের উদ্যোগ

‘জর্ডান কমপ্লেক্স’-এ ঘরভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞাপন।

শুভ দত্ত

বানারহাট, ২৯ অগাস্ট : বিজেপির দলীয় কার্যালয় তুলে দিয়ে সেখানে মার্কেট কমপ্লেক্স চালু করতে চলেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ জন বারলা। বানারহাটের চামুর্চি মোড় সংলগ্ন এলাকায় পূর্ত দপ্তর ও চা বাগানের বিতর্কিত জমিতে ২০২১ সালে ভবনটি তৈরির কাজ শুরু করেন বারলা। সেই সময় থেকেই তৃণমূল শিবির দাবি করেছিল বারলা ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যই তিনতলা ভবনটি তৈরি করছেন। লোকমুখে ভবনটি ‘বারলা কমপ্লেক্স’ নামে পরিচিতি পায়। সেই ভবনে ছেলের নামে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করায় বারলাকে ঘিরে বিতর্ক বাড়ল।

জন অবশ্য বলেন, ‘পুরো বিল্ডিংটি দলীয় কার্যালয় কখনোই ছিল না। বিল্ডিংটিতে থাকা সব দোকানই ভাড়া দেওয়া হবে। এছাড়া মার্কেট কমপ্লেক্স হিসাবেও এটি ভাড়া দেওয়া হবে।’ দলীয় কার্যালয় প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁর সাফাই, ‘এর একটি অংশে দলীয় কার্যালয় থাকবে।’

যে জমিতে ভবনটি তৈরি হয়েছে সেটির মালিকানা নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়ায় অনেকটা চাপের মুখে পড়ে রাতারাতি কমপ্লেক্সটি বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে পরিণত করে দেওয়া হয়। বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি থেকে টিকিট না পেয়ে দলের ওপর রুষ্ট বারলা গত ২৮ মে এখানকার পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। কর্মীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর বিল্ডিংয়ে কোনওরকম দলীয় কাজ আর হবে না। কমপ্লেক্সের বাইরে ঝুলিয়ে রাখা নরেন্দ্র মোদির বিশাল পোস্টার, দলীয় ঝাণ্ডা সব খুলে ফেলা হয়। এরপর চা বাগানে আলাদা শ্রমিক সংগঠন তৈরি করে বারলা বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব আরও বাড়িয়েছেন।

বিতর্কিত তিনতলা ভবনটি বারলার ছেলে জর্ডানের নামে করা হয়েছে। ‘জর্ডান কমপ্লেক্স’-এ ঘরভাড়া দেওয়া হবে বলে ফ্লেক্স ঝুলিয়ে বিজ্ঞাপনও টাঙানো হয়েছে। ফ্লেক্সটিতে একটি যোগাযোগ নম্বরও দেওয়া হয়েছে। সেটি প্রাক্তন সাংসদের ছেলের নম্বর।

বানারহাট চামুর্চি মোড় থেকে প্রায় ২০০ মিটার এগিয়ে চামুর্চিগামী ভারত-ভুটান জাতীয় সড়কের পাশেই এই বিল্ডিংটি রয়েছে। সরকারি নথি অনুযায়ী, বিল্ডিংটি যে জমির ওপর তৈরি, সেটির অধিকাংশই সরকারি জমি। এর কিছুটা বানারহাট চা বাগানের জমি জবরদখল করে বানানো। জন বারলা অবশ্য দাবি করেছিলেন তিনি কোনও জমি দখল করেননি। স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তিনি জমিটি কিনে নিয়েছিলেন। যদিও এই হাতবদলে জমির চরিত্রবদল করা হয়নি। সেই সময়ে জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেছিল জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। তৎকালীন জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু তদন্তের নির্দেশও দিয়েছিলেন। এরপরই রাতারাতি ভবনটি বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ায় এবং সাংসদ জন বারলা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর পদ পেয়ে যাওয়ায় বিষয়টি একপ্রকার ধামাচাপা পড়ে যায়। বানারহাট ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সাগর গুরুং বলেন, ‘জন বারলার ওই বিল্ডিংটি উনি নিজের স্বার্থে তৈরি করেছিলেন সরকারি জায়গা দখল করে। লোকসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে বিজেপির কর্মীদের জন্য তখন থেকেই ওই বিল্ডিংয়ের দরজায় তিনি তালা ঝুলেছিলেন।

টোটো চুরিতে গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : টোটো চুরির ঘটনায় বুধবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া টোটোটি উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

গত ২৭ তারিখ দুপুরে জংশনের কাছে খিচুড়ি বিলি হচ্ছিল। সেই দেখে টোটোটি একপাশে রেখে খিচুড়ি খেতে গিয়েছিলেন দেবীডাঙ্গার বাসিন্দা এক টোটোচালক। ফিরে এসে তিনি দেখেন টোটোটি সেখানে নেই। এরপরই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন ওই টোটোচলক। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার রাতে জংশন এলাকা থেকে গদাই সাহা নামের এক ব্যক্তিকে প্রথমে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জানতে পারে, ওই চুরির সঙ্গে জংশন সংলগ্ন বিআরআই কলোনির এক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। এরপর পুলিশ ঘোগোমালির বাসিন্দা গদাইকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি বিআরআই কলোনি থেকে টিংকু সাহাকেও গ্রেপ্তার করে। তাদের জেরা করে রেগুলেটেড মার্কেটের সবজি মান্ডি থেকে চুরি করা টোটোটি উদ্ধার করা হয়।

জেলা স্তরে সায়েন্স ড্রামা

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের তরফে ‘ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সায়েন্স ড্রামা’ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছয়টি স্কুল অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলোর মধ্যে ছিল শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল, নরসিংহ বিদ্যাপীঠ, হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী হাইস্কুল, বাণীমন্দির রেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, বিদ্যাসাগর স্কুল, বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল। প্রতিযোগিতায় জয়ী স্কুল রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গিয়েছে।

জেলার খেলা

এসইউএসএ’র আজ পথ চলা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : শিলিগুড়ি আম্পায়ার্স অ্যান্ড স্কোরার অ্যাসোসিয়েশনের (এসইউএসএ) পথ চলা শুক্রবার শুরু হচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য স্বস্তিক সাহা জানিয়েছেন, ৩০ জন আম্পায়ার ও স্কোরারকে নিয়ে এই অ্যাসোসিয়েশন শুরু হচ্ছে। যার মধ্যে ৪ জন মহিলা আম্পায়ার রয়েছেন। সিএবি-র নথিভুক্ত আম্পায়ার ও স্কোরার রয়েছেন ৯ জন। এই আম্পায়ার ও স্কোরাররা বিভিন্ন টুর্নামেন্টে দীর্ঘদিন ম্যাচ পরিচালনা করছেন।

ফাইনাল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : মিত্র সম্মিলনীর আন্তঃসদস্য অকশন ব্রিজের ফাইনাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে। বৃহস্পতিবার ফাইনালে উঠেছেন মৃত্যুঞ্জয় ভার্মা-প্রদীপ সরকার ও সৌরভ ভট্টাচার্য-মিন্টু রাহা রায়। প্রথম সেমিফাইনালে মৃত্যুঞ্জয়-প্রদীপ সরকার ৮৩৪ পয়েন্টে প্রদীপ দে-পূর্ণেন্দু গুহকে হারিয়েছেন। সৌরভ-মিন্টু ৮৯৯ পয়েন্টে সঞ্জয় দে-পবিত্র সরকারের বিরুদ্ধে জয় পান।

প্রথম পাতার পর

ছাত্র বাদে সমাজের সবাই।

দ্বিতীয়ত, হঠাৎ যে কী কারণে নবান্ন অভিযানের পরদিন বাংলা বনধ ডেকে দেওয়া হল, তা বিজেপির লোকেরাই ভালো করে জানেন না। গুলি চলল? না। লোক মারা গেল? না। তা হলে হঠাৎ এত লোকের ভোগান্তির কারণ কী? এ কি শুধুই গা গরম করার ছক? জঙ্গিয়ানার পুরোনো প্রতীক শুভেন্দু, নয়া প্রতীক সুকান্ত কেউই কোনও স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি।

এই ‘ছাত্র সমাজ’-এর পাথরে এক পুলিশ অফিসারের একটি চোখ যেতে বসেছে। এর দায় কোথাকার শিক্ষক নেবেন? বালুরঘাটের, না নন্দীগ্রামের? আরজি করকে ঘিরে প্রথমদিকের পুলিশের ব্যবস্থা, কথাবার্তা, কাজকর্ম নিয়ে বহু প্রশ্ন আমাদের। তবে বিজেপির ওই কর্মনাশা দুটি হাঙ্গামার দিন যেভাবে পুলিশ রক্ত দিয়ে সামলাল, যুক্তির ঢেউয়ে ভেঙে দিল নেতাদের আস্ফালন, তা তারিফযোগ্য। বাংলার পুলিশের রক্তের দাম নেই নেতাদের কাছে। অথচ তাদের সমস্যা সমুদ্রগভীর। পুলিশ

দমবন্ধ হয়ে আসছে, পালাব কোথায়?

হাঙ্গামা থামাতে লাঠি চালালে একদল মানুষ বলবেন, কেন রে লাঠি চালালি? আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে শুনতে হবে, এত অযোগ্য দেখতে পাচ্ছিল না কিছু। পুলিশ কোন পথে যাবে?

বাবু দিলীপ ঘোষ বুদ্ধিমান। দুটি ঘটনাবহুল দিনে তিনি শুধু তিনটি ছবি টুইট করেই কাজ সেরেছেন। লকেট চট্টোপাধ্যায়ের পুলিশের বাস থেকে বক্তৃতা। এক সমর্থকের পুলিশের জলকামানে স্নান। জন্মাষ্টমীতে ওঙ্কারনাথ মিশনে সন্ন্যাসীর কাছে আশীর্বাদ। তিনি কোনও বাণী দেননি।

বেশি বাণী দিলেই আজকের দিনে পদে পদে বিপদ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন। ভালো ছিলেন। বেশ ছিলেন। মাঝে কোনও কথা বলেননি। বহুদিন পর কথা বলতে এসে ছাত্র পরিষদের মঞ্চে ভালো ভালো কথাই বলছিলেন। কিন্তু তাঁর বর্তমান সমস্যা হল, পঞ্চাশটা ভালো কথার মধ্যে এমন দু’তিনটি আলটপকা বলবেন, সেটাই তীব্র অস্বস্তিতে ফেলবে পার্টিকে। ফুলটস বল। বিরোধীরা ওভারবাউন্ডারি হাঁকাবে। বুধবার যেমন রামকৃষ্ণকথামৃতের কথা বলতে গিয়েই সাপের ফোঁস করে ওঠা কথা বললেন। কোনও মানে ছিল না। এখনকার ঘনঘোর কৃষ্ণকালো পরিস্থিতিতে তো নয়ই। বিরোধীরা ওই বাক্যকে উসকানিমূলক বললে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। এ তো একরকম বলে দেওয়া হচ্ছে, আইন তুলে নাও নিজের হাতে। পরের দিনই মুখ্যমন্ত্রীকে টুইট করে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে হল সোশ্যাল মিডিয়ায়। এর চেয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকা ভালো। যা বলার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখুন।

আর ফোঁস মানেটা কী? দিদির গুণধর ভাইয়েরা সিন্ডিকেটের তো ছোবল দিতে দিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে রাজ্যজুড়ে। তারা ফোঁস করা ভুলে গিয়েছে। ওদের জোড়াফুলকথামৃতে বলছে ফোঁস মানে হুমকি বা রক্তারক্তি। ওদের আবার বলা উচিত, না ভাই, পুরোনো স্লোগানটাই ভালো। বদলা নয়, বদল চাই। বেশি কথা বললে যে বিপদ, তার অন্য উদাহরণ আমাদের রাষ্ট্রপতি। এতদিনে তিনি মুখ খুলেছেন নারী নির্যাতন নিয়ে। তাঁকে সম্মান জানিয়ে প্রশ্ন করা যায়, তাঁর কথাগুলোতে রাজনীতি মাখা। সংবাদ সংস্থাকে ডেকে এনে ঠিক এ সময়ই এসব বলার মধ্যে বিরোধীরা তো রাজনীতি খুঁজবেই। রাষ্ট্রপতি বিজেপি শাসিত রাজ্যে ধর্ষণের সময় কোনও কথা বলেননি। রাজধানীতে মহিলা কুস্তিগিররা বিজেপি নেতার যৌন নির্যাতন নিয়ে দিনের পর দিন মিছিলে নেমেছেন। ঘুম ভাঙেনি। এতদিনে ঘুম ভাঙল? রাজ্যপাল, উপরাষ্ট্রপতিরা পার্টির নেতা হয়ে গিয়েছেন। এবার রাষ্ট্রপতিরাও আজ রাজনীতির কথা বললে ভারতের ভাগ্যে আরও দুর্ভোগ।

মাপ করবেন। বিনীতভাবে বলি, আমাদের কাউকে কাউকে দেখে সুখেন দাসকে মনে পড়ে। কাউকে কাউকে দেখে ইন্দিরা গান্ধির রাবার স্ট্যাম্প জৈল সিংকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নারীদের প্রতি অসংবেদনশীলতা নিয়ে যোগী আদিত্যনাথ, হিমন্ত বিশ্বশর্মা, বীরেন সিংরা টিপ্পনী কাটছেন, শুনলেই মনে হবে সার্কাস দেখছি। ওই তিন মুখ্যমন্ত্রীর সংলাপ শোনাবে মেহমুদ বা জনি লিভারের মতো।

আমেরিকার মিনিয়াপোলিসে পুলিশের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ বেকার জর্জ ফ্লয়েড মারা যাওয়ার সময় যে কথাটা বলেছিলেন, তা এখন অনন্ত স্লোগানের মতো দাঁড়িয়েছে গোটা বিশ্বে। আই কান্ট ব্রিদ। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আমাদের এখানেও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এরকমই। কোথায় পালাবেন আপনি?

তৃণমূলের বাংলায় আরজি কর তাড়া করবে। সিপিএমের কেরলে মালয়ালম সিনেমার যৌন কেলেঙ্কারি তাড়া করবে। বিজেপির উত্তরপ্রদেশে কালকেই নিঃশব্দে রাজ্য এমন এক নীতি বানাল, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী পোস্ট মনে করলেই কারাবাস। রাতারাতি আকবরগঞ্জ, কাসিমপুর, ওয়াসিরগঞ্জের নাম পালটে ফেলা হল। খুন, ধর্ষণ লেগেই আছে। ঠাকুরদোয়ারায় ক’দিন আগে এক ডাক্তার ধর্ষণ করলেন নার্সকে। বারাবাকিতে একজন নেক্রোফিলিয়া আক্রান্ত দুজনকে খুন করে ধর্ষণে লিপ্ত হল। কংগ্রেসের কর্ণাটকে বিভিন্ন দলের নেতারা জড়িয়েছেন যৌন কেলেঙ্কারিতে। ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার— আন্দোলন আমেরিকায় শুরু হয়েছিল আজ থেকে এগারো বছর আগে। ট্রেভর মার্টিন নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরকে গুলি করে মেরে ফেলার সময়। ২০২০ সালে জর্জ ফ্লয়েড মারার সময় ওই আন্দোলন সমর্থন করেন আমেরিকার ৬৭ শতাংশ মানুষ। ২০২৩-এ সমর্থকদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৫১%। কেন, কী জন্য, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলেনি সমীক্ষায়। দম বন্ধ হয়ে আসছে। পালাব কোথায়? উইমেন লাইভস ম্যাটার- - এমন কোনও আন্দোলনের ডাক দেওয়ার সময় এসেছে ভারতে। তবে সেই আন্দোলনেরও হাল ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারের মতো হবে না তো? এখনই অনেকের কাছে উই ওয়ান্ট জাস্টিস ব্যানার হাতে হাঁটা হিড়িকের পর্যায়ে। কার কাছে কীসের বিচার চাইব, স্পষ্ট ধারণা নেই। লোকে চ্যাঁচাচ্ছে, আমিও চ্যাঁচাচ্ছি। আমার নিজের শহরে, নিজের জেলায় এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

আমাদের রাজ্যে সুখেন দাসদের সংলাপ শোনা যাচ্ছে। অন্য রাজ্যে তো মেহমুদ, জনি লিভারের আরও আধুনিক, আরও জমকালো সংলাপ। চালুনি সুচের বিচার করবে, না সুচ বিচার করবে চালুনির? দম বন্ধ হয়ে আসছে। পালাব কোথায়?

টুকরো খবর

বন্ধ পাসপোর্ট পোর্টাল

বৃহস্পতিবার থেকে পাঁচদিন বন্ধ থাকবে পাসপোর্ট সেবা পোর্টাল। এই সময়ে পাসপোর্ট সেবা পোর্টালের মাধ্যমে নতুন কোনও আবেদন বুক করা যাবে না। ৩০ অগাস্ট থেকে যে সমস্ত আবেদন বুক করা ছিল, সেগুলির ক্ষেত্রে নতুন সময় দেওয়া হবে। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, প্রযুক্তিগত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাসপোর্ট পোর্টাল পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

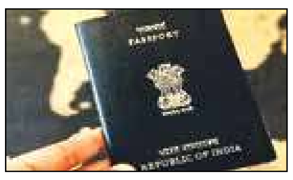

উৎক্ষেপণ স্থগিত

মহাকাশ অভিযানের পথে ফের ধাক্কা খেল স্পেসএক্স। বুধবার ভোরে ফ্লোরিডায় স্পেসএক্সের উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে পৃথিবীর কক্ষপথের দিকে যাত্রা করে তাদের ফ্যালকন৯ রকেট। ফেরার পথে রকেটটিতে আগুন লাগে। যার জেরে ঠিকভাবে অবতরণ করতে ব্যর্থ হয় ফ্যালকন৯। এরপরই ফ্যালকন৯-এর পরবর্তী সব উৎক্ষেপণ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে নাসা।

জগনের দলে ভাঙন

বিধানসভা, লোকসভার পর এবার রাজ্যসভাতেও জগন্মোহন রেড্ডিকে ধাক্কা দিলেন টিডিপি সুপ্রিমো তথা অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। রাজ্যসভায় ওয়াইএসআর কংগ্রেসের দুই সাংসদ বৃহস্পতিবার দল এবং সংসদ সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর তাঁদের ইস্তফাপত্র গ্রহণও করেছেন।

জেএমএম-ত্যাগী চম্পাই

শেষমেশ জেএমএম থেকে ইস্তফা দিলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন। দলের প্রাথমিক সদস্যপদের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের বিধায়ক ও মন্ত্রী পদেও ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। বুধবার জেএমএম সুপ্রিমো শিবু সোরেনকে চিঠি লিখে তিনি জানিয়েছেন, দলে যেভাবে কাজকর্ম হচ্ছে তাতে তিনি এই পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছেন। জানা গিয়েছে, শুক্রবার চম্পাই বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন।

দিল্লিতে বাসে আগুন

চলন্ত অবস্থাতেই এসি বাসে আগুন ধরে গেল দিল্লিতে। পুড়ে খাক হয়ে যাওয়ার আগেই তড়িঘড়ি ৫০ যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচলেন যাত্রীরা। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির জগৎপুরী এলাকায়। সকাল পৌনে ১০টা নাগাদ একটি সরকারি এসি বাস জগৎপুরী এলাকায় পৌঁছোতেই সেটিতে আগুন ধরে যায়।

লখিমপুরে বাঘ

অগাস্টে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে বাঘের হামলায় মৃত্যু হয়েছে চার জনের। আহত কয়েকজন। হামলায় আতঙ্কিত দুধওয়া ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রের সংলগ্ন ৫০টি গ্রাম। কয়েক দিন আগেই বছর পঁয়তাল্লিশের এর ব্যক্তির আধখাওয়া দেহ উদ্ধার হয়। জুলাইয়ের শেষ থেকে এখনও পর্যন্ত বাঘের হামলায় চারজনের মৃত্যু হয়।

'জয়গাথা'য় শা-কে অভিনন্দন মমতার

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা আইসিসির চেয়ারম্যান পদে বসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র ছেলে জয় শা। ছেলের নতুন পদপ্রাপ্তির জন্য বৃহস্পতিবার অমিত শা-কে 'অভিনন্দন' জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জবাব' দিতে দেরি করেনি বিজেপিও। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লিখেছেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিনন্দন। আপনার পুত্র রাজনীতিবিদ হননি। তবে আইসিসির চেয়ারম্যান হয়েছেন। এটি বেশিরভাগ রাজনৈতিক পদের থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনার পুত্র সত্যিই খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। ওঁর এই সাফল্যের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

ছেলের কৃতিত্বের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিনন্দনবার্তা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আইসিসি'র চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য মমতা সরাসরি জয় শা-কে অভিনন্দন জানাননি। জানিয়েছেন তাঁর বাবা অমিত শা-কে। ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে জয় শা'র উত্থান নিয়ে অতীতে একাধিকবার অমিত শা-কে নিশানা করেছে বিরোধীরা। উঠেছে প্রভাবশালী প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রীর

পালটা বিজেপির

এদিনের পোস্ট সেই আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করল বলে মনে করা হচ্ছে।

কিছুদিন আগে অমিত শা'র উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আপনার ছেলের এত টাকা হল কী করে? এই প্রশ্নের উত্তর আগে দিন।' রাজনৈতিক মহলের মতে, ক্রিকেট জগতে প্রভাব বিস্তারে অমিত শা ছেলেকে এগিয়ে দিয়েছেন, এদিন পরোক্ষে সেই বার্তাই দিতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবারই মমতাকে নিশানা করেছে বিজেপি।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তর কোরিয়ার স্বৈরাচারী শাসক কিম-জং-উনের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। বুধবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভায় মমতা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, বাংলায় আগুন লাগলে অসম, উত্তর-পূর্ব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং দিল্লিতেও তার প্রভাব পড়বে। তাঁর কথার রেশ ধরে গিরিরাজ বলেন, 'এটি একজন গণতান্ত্রিক ব্যক্তির, একজন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা হতে পারে না। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম-জং-উন বিরোধিতা সহ্য করেন না। একইভাবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর বিরোধীদের সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না।'

অমিত-দরবারে রাজ্যপাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বিবৃতির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বৃহস্পতিবার ফের রাজধানীতে এলেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সূত্রের দাবি, এবারের সফরে তিনি সাক্ষাৎ করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে। তিনি এবার বেশকিছু নথিপত্র সঙ্গে এনেছেন যা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের সঙ্গেও রাজ্যপালের সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন দিল্লি আসার আগে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং দিলীপ ঘোষের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল।

চার মন্ত্র নমোর

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : সরকারের কাজকর্ম মসৃণভাবে চালাতে মন্ত্রীদের চারটি মন্ত্র দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মন্ত্রীসভার সদস্যদের সঙ্গে বুধবার ম্যারাথন বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। সেখানে মোদি বলেছেন, 'কোনওরকম বিশ্রাম ছাড়াই কাজ করতে হবে মন্ত্রীদের। পারফর্ম, রিফর্ম, ট্রান্সফর্ম, ইনফর্ম-এই চার মন্ত্রে ভর করে কাজ করতে হবে মন্ত্রীদের।' পাঁচঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ওই বৈঠক চলে।

বঙ্গবন্ধুর পরিবারের নিরাপত্তা প্রত্যাহার

ঢাকা, ২৯ অগাস্ট : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খুন, গণহত্যা, গুম ইত্যাদি একাধিক অভিযোগে মামলা-মোকদ্দমায় জর্জরিত করা হচ্ছেই। তাঁর কূটনৈতিক পাসপোর্টও বাতিল করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার হাসিনা সহ বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের পরিবারের সদস্যদের বিশেষ নিরাপত্তাও প্রত্যাহার করে নিল বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড.মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। বৃহস্পতিবার ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে জাতির পিতার পরিবার সদস্যদের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে এবার থেকে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা প্রমুখ আর কেউই বিশেষ নিরাপত্তা পাবেন না।

এদিকে আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লিগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ইশহাক আলি খান পান্নার দেহ উদ্ধার হয়েছে মেঘালয়-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে। লিগের পিরোজপুর জেলার প্রধান সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। ভারতে আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন হাসিনা ঘনিষ্ঠ এই নেতা।

এদিন অন্তর্বর্তী সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পূর্বতন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে জাতির পিতার পরিবার সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন, ২০০৯ জারি করা হয়েছিল। পরে ২০১৫ সালে সেই আইন অনুযায়ী বিশেষ নিরাপত্তা ও সুবিধা প্রদানের গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। ইউনূস সরকারের বক্তব্য, 'কেবলমাত্র একটি পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য ওই আইনটি তৈরি করা হয়েছিল। যা একটি সুস্পষ্ট বৈষম্য। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সমস্ত বৈষম্য দূর করতে মরিয়া।' বুধবারই জামাত-ই-ইসলামি ও ছাত্রশিবিরের ওপর হাসিনা সরকারের আমলে জারি হওয়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পাশাপাশি বিশেষ সুরক্ষা বাহিনী বা এসএসএফ সংশোধন অধ্যাদেশের খসড়াতেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এদিন। এদিকে ইউনূস এদিন গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে সই করেছেন। জানা গিয়েছে, সম্প্রীতি ছাত্র-জনতা আন্দোলনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন চার শতাধিক মানুষ।

নাতি সহ দলিত বৃদ্ধাকে বেধড়ক মার মধ্যপ্রদেশে

ভোপাল, ২৯ অগাস্ট : বন্ধ ঘরে মোটা লাঠি দিয়ে এক বৃদ্ধা ও এক কিশোরকে মারধর করছেন কয়েকজন উর্দিধারী। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল সিসিটিভি ফুটেজটি মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের কাটনি স্টেশনের বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এলেও ফুটেজটি ২০২৩-এর অক্টোবরের। মহিলা ও কিশোরকে রেলপুলিশের যে দলটি মারধর করছিল, তাদের মধ্যে একজন সেই সময় স্টেশনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জিআরপি আধিকারিক অরুণা ভাগনে। যে বৃদ্ধাকে তিনি লাঠিপেটা করছিলেন, তাঁর নাম কুসুম ভানস্কর। প্রহৃত কিশোর কুসুমের নাতি। দলিত সম্প্রদায়ের কুসুম ও তাঁর নাতিকে মারধরের কারণ নিশ্চিত নয়। তবে রেল পুলিশকর্মীরা তাঁদের যেভাবে মারধর করেছেন, তার প্রতিবাদে সরব নেটদুনিয়া।

রেলমন্ত্রকের পাশাপাশি অস্বস্তিতে পড়েছে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার। দলিতদের মারধরের কড়া সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর তদন্তে নেমেছে মধ্যপ্রদেশ

প্রশ্নে রেল পুলিশ

পুলিশ। আলাদাভাবে তদন্ত করছে জিআরপি-ও। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটোয়ারি বলেন, 'কাটনির নৃশংস ঘটনায় গোটা দেশ হতবাক। দলিত নির্যাতন বিজেপির সবচেয়ে বড় অস্ত্র হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক বিদ্বেষের এই খেলা বন্ধ হওয়া উচিত।' বিজেপির অপশাসনে মধ্যপ্রদেশে দলিতরা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের ইস্তফা দাবি করেছে কংগ্রেস। বিজেপি মুখপাত্র হিতেশ বাজপেয়ীর আশ্বাস, তদন্তের মাধ্যমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযুক্ত মহিলা আধিকারিক অরুণা ভাগনের দাবি, কুসুম ভানস্করের ছেলে দীপকের বিরুদ্ধে ১৯টি মামলা রয়েছে। রেলপুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দীপকের পরিবারের সদস্যদের আনা হয়েছিল। পরে দীপককে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে জেলে রয়েছেন তিনি।

নির্বাচনের আগের ছবি আবার প্রাসঙ্গিক

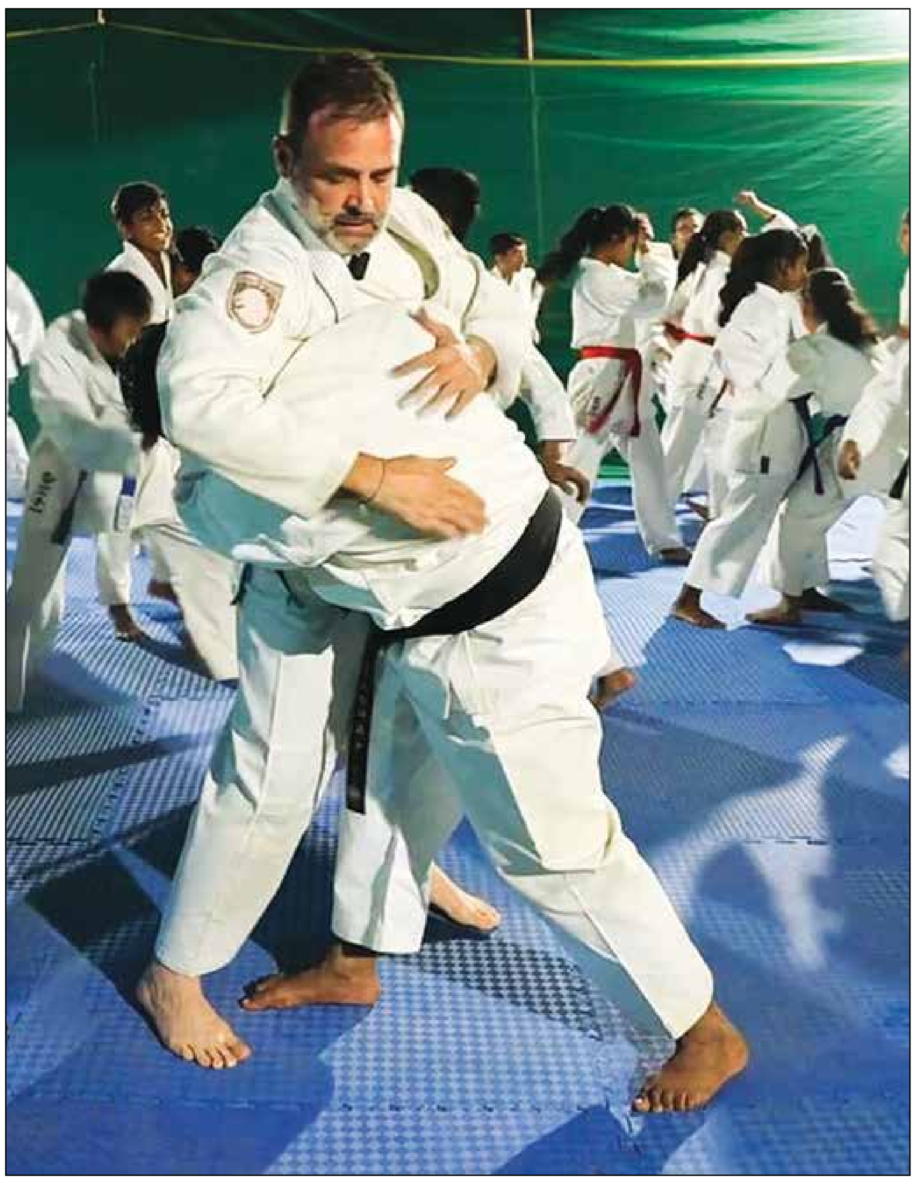

লোকসভা নির্বাচনের আগে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা চলাকালীন মার্শাল আর্টে অংশ নিতেন রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার সেই পুরোনো ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন তিনি।

আম্বানিকে টপকে শীর্ষে আদানি

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : মুকেশ আম্বানি নন, ভারতে সবচেয়ে ধনী এখন গৌতম আদানি। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১১.৬ লক্ষ কোটি টাকা। সেখানে মুকেশের সম্পত্তির পরিমাণ ১০.১৪ লক্ষ কোটি টাকা। দু'জনেরই সম্পত্তির এই হিসাব ৩১ জুলাই পর্যন্ত।

এই প্রথম ভারতে বিলিয়নেয়ার বা শতকোটিপতির সংখ্যা ৩০০

ছাড়াল। সম্প্রতি হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৪-এর ধনকুবেরদের তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকায় রয়েছেন বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান থেকে শুরু করে শিল্পপতি গৌতম আদানি, মুকেশ আম্বানি, নাদার পরিবার প্রমুখ। সেখানেই বলা হয়েছে, ভারতে এখন 'বিলিয়নেয়ার ক্লাব মেম্বার' ৩৩৪ জন। দেশের 'সুপার রিচ'দের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৫৯ লক্ষ কোটি টাকা। যা সৌদি আরব এবং সুইৎজারল্যান্ডের জিডিপি-রও বেশি। ভারতীয় অর্থনীতির জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৪-এর সমীক্ষা বলছে, গত এক বছরে রকেট গতিতে উত্থান হয়েছে ভারতের ধনকুবেরদের। গত এক বছরে নতুন বিলিয়নেয়ারের সংখ্যা ৭৫ জন। সব মিলিয়ে দেশে বিলিয়নেয়ারের সংখ্যা ৩৩৪। দেশের কনিষ্ঠতম শতকোটিপতি হলেন কৈবল্য ভোরা (২১)। এই ঘটনা নজিরবিহীন। ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ১,৫৩৯ জন ধনকুবেরের সম্পত্তির পরিমাণ ১০০০ কোটি কিংবা তার বেশি। এদের মধ্যে ৫৩৪ জনকে হাই নেট ওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়ালস (এইচএনআই)-এর তকমা দেওয়া হয়েছে। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই রয়েছে ৫০০০ কোটির সম্পত্তি।

রাগা এবং পুরোনো জুজুৎসুর প্যাঁচ

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : রাজনীতির মারপ্যাঁচের পাশাপাশি মার্শাল আর্টেও বিশেষ দক্ষতা রয়েছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির। জাপানি মার্শাল আর্ট 'আইকিডো'তে ব্ল্যাকবেল্ট এবং জুজুৎসুতে ব্লু-বেল্ট রয়েছে তাঁর। এবার তাঁকে মার্শাল আর্টের শিক্ষক হিসেবে দেখলেন দেশবাসী। চলতি বছরের গোড়ায় 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' চলাকালীন কীভাবে মার্শাল আর্টের ক্লাস নেওয়া হয়েছিল, তার একটি ভিডিও বৃহস্পতিবার জাতীয় ক্রীড়া দিবসে সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন রাহুল।

তাতে বিরোধী দলনেতা বলেছেন, 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'-র সময় আমরা যখন হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করছিলাম, তখন আমাদের ক্যাম্পসাইটে প্রত্যেক সন্ধ্যায় জুজুৎসু প্র্যাকটিস করা হত। শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার উপায় হিসেবে আমরা যেটা শুরু করেছিলাম, সেটা অচিরেই কমিউনিটি কার্যকলাপে পরিণত হয়। আমাদের সহযাত্রী এবং যে শহরে থাকতাম, সেখানকার কচিকাঁচা মার্শাল আর্ট শিক্ষার্থীরা তাতে যোগ দিত।'

৮ মিনিটের ভিডিওতে দেখা গিয়েছে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি খুদেদের জুজুৎসুর একাধিক প্যাঁচ-পয়জার শেখাচ্ছেন। মার্শাল আর্টকে জেন্টল আর্ট বলেও আখ্যা দিয়েছেন তিনি। রাহুল বলেছেন, 'এই সমস্ত মার্শাল আর্টের মাধ্যমে আমরা তরুণদের মনঃসংযোগ, অহিংসা, আত্মরক্ষা এবং তাদের ক্ষমতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।' বিরোধী দলনেতা এও জানিয়েছেন, 'ভারত দোজো যাত্রা' শীঘ্রই চালু হবে। 'দোজো' অর্থ যেখানে মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৪ জানুয়ারি মণিপুর থেকে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' শুরু করেছিলেন রাহুল।

মি টু বিদ্ধ বাম বিধায়ক

তিরুবনন্তপুরম, ২৯ অগাস্ট : মি টু কাণ্ডে নাম জড়াল সিপিএমের এক বিধায়কের। এক অভিনেত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে কোল্লামের বিধায়ক তথা মালয়ালম অভিনেতা এম মুকেশের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ সহ একাধিক মামলা রুজু করেছে কেরল পুলিশ। যদিও তাঁকে এখনই গ্রেপ্তার করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে এর্নাকুলামের একটি আদালত। মুকেশ যে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন করেছেন সেটির শুনানি হবে ৩ সেপ্টেম্বর। ততদিন পর্যন্ত মুকেশের গ্রেপ্তারির ওপর স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে।

মুকেশ অভিযোগ ওঠার পরই গা-ঢাকা দিয়েছেন। তিরুবনন্তপুরম কিংবা কোল্লাম, কোথাও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এদিকে দলীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধের অভিযোগ উঠলেও তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে সিপিএম। যদিও কেরলের বাম সরকারের শরিক সিপিআইয়ের রাজ্য এবং সর্বভারতীয় নেতৃত্ব মুকেশের পদত্যাগের দাবি তুলেছে। কিন্তু তাতে এখনই কর্ণপাত করতে নারাজ সিপিএমের কেরল নেতৃত্ব।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতেই মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করেন মুকেশ। মুখ্যমন্ত্রীকে মুকেশ বলেছেন, তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতেই ওই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তিনি চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটও তথ্যপ্রমাণ হিসেবে হাজির করতে পারেন। মুকেশের এহেন বক্তব্যের পরই সিপিএমের তরফে তাঁকে একপ্রকার সমর্থন করা হয়েছে। এলডিএফ আহ্বায়ক ইপি জয়রাজনের বক্তব্যে পরিষ্কার, দল এখনই তাঁকে পদত্যাগ করতে বলবে না। তবে সিপিআই নেত্রী অ্যানি রাজা, দলের নেতা বিনয় বিশ্বম চান মুকেশ যেন অবিলম্বে পদত্যাগ করেন।

হাইকোর্টে স্বস্তি মিলল না ব্রিজভূষণের

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের 'অন্যায়' আবেদন ফিরিয়ে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতের কড়া ধমকও খেতে হয়েছে। কুস্তিগিরদের ওপর যৌন হেনস্তার মামলা খারিজ করার আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদকে তুলোধোনা করে আদালত বলেছে, হঠাৎ এরকম বাঁকাপথে চলার কারণ কী? ভর্ৎসনা করে বাহুবলী বিজেপি নেতার আর্জি এককথায় খারিজ করে দিয়েছে দিল্লির উচ্চ আদালত।

বিচারপতি নীনা বনসল কৃষ্ণর বেঞ্চ ব্রিজভূষণের একক আবেদনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ব্রিজভূষণ তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার চার্জ গঠন এবং গোটা মামলাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আর্জি জানিয়েছিলেন আদালতে। বিচারপতি কৃষ্ণ সাফ জানিয়ে দেন, চার্জ গঠনের পরে মামলার ওজনের ওপর নির্ভর করে সবকিছু বাতিল করে দেওয়া যায় না।

ব্রিজভূষণকে তিরস্কার করে আদালত জানিয়ে দিয়েছে, 'আপনি যদি চার্জ বাতিলের নির্দেশ চেয়ে আদালতে আসতেন তাহলে তা সম্ভব ছিল। এখন যখন বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, তখন এই আবেদন বাঁকাপথ অবলম্বন ছাড়া আর কিছু নয়।

বিশ্ব সম্মেলনে এবার মোদি

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : একটানা তিনবার দিল্লির মসনদ দখল করেছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট, যা গত ছ'দশকে প্রথম। কিন্তু প্রথম দু'বারের মতো তৃতীয় দফায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা মোদির নেই। এবার শরিক-নির্ভরতা অনেকটাই হাত-পা বেঁধে দিয়েছে তাঁর। এই আবহে শনিবার মোদি বিশ্ব নেতৃত্ব সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন তাবড় চিন্তাবিদদের উপস্থিতিতে। আগামী পাঁচ বছরে মোদি ৩.০ সরকার কী লক্ষ্য নিয়ে চলবে, সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ দিশা দেখাতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

দ্য ইকনমিক টাইমস ওয়ার্ল্ড লিডার্স ফোরাম (ডব্লিউএলএফ)-এর মঞ্চে এ বছরও বিশ্বের তাবড় চিন্তাবিদদের দেখা যাবে। এবারের আলোচনার মূল থিম, 'লিডারশিপ ফর গ্লোবাল প্রস্পারিটি'। অর্থাৎ 'যৌথ নেতৃত্বের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সার্বিক সমৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা ও উন্নতি', যা নিয়ে মত বিনিময় করবেন দেশবিদেশের বিভিন্ন ধারার চিন্তকরা। আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারে জলবায়ু সংকট থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার চরিত্র বদল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা ও বিপদ, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা, বর্ণবাদ ও জাতি হিংসা সংক্রান্ত বিষয়গুলি।

সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন গিটহাব সংস্থার প্রধান তথা কৃত্রিম মেধা বিশেষজ্ঞ থমাস ডোমকে, পাবলিসিস স্যাপিয়েন্ট সংস্থার সিইও নাইজেল ভাজ, মাইক্রোসফ্ট এশিয়ার প্রধান আহমেদ মাজারি, ভিসা সংস্থার কেলি মোহন টুলিয়ার ছাড়াও আরও অনেকে।

নেকড়ের থেকে রক্ষা শিশুর

লখনউ, ২৯ অগাস্ট : নেকড়ের আতঙ্কে দিশাহারা উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচ জেলার মানুষ। ত্রস্ত ৫০টি গ্রাম। গত দু'মাসে নেকড়ের হানায় এক মহিলা সহ মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। তাদের মধ্যে আটটি শিশু। রাতে চুপিসারে বাড়িতে ঢুকে পড়ছে নেকড়েরা। ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাদের। অতি সম্প্রতি ভেদিয়ায় নেকড়ের পা ধরে, অ্যালার্ম বাজিয়ে গ্রামবাসীদের জাগিয়ে এক শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। হাসপাতালে ১৩ দিন চিকিৎসার পর শিশুটি বেঁচে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চারটি মানুষখেকো নেকড়েকে খাঁচাবন্দি করেছেন বনকর্মীরা। তাঁরা নেকড়ে ধরার তৎপরতা চালানোর পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সচেতন করতে রাতে তাঁদের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। মানুষ নিজেদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। চলছে রাতপাহারা।

জনবিস্ফোরণ ছাপিয়ে গেল পড়ুয়া-আত্মহত্যা

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : চিনকে ছাপিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশে পরিণত হয়েছে ভারত। নাগরিকদের বড় অংশ তরুণ সম্প্রদায়ের। তবে নতুন প্রজন্মের একাংশের মধ্যে যে হতাশা দানা বাঁধছে, তার ইঙ্গিত মিলেছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) সাম্প্রতিক রিপোর্টে। 'স্টুডেন্ট সুইসাইডস : অ্যান এপিডেমিক সুইপিং ইন্ডিয়া' শীর্ষক রিপোর্টটি বুধবার 'আইসিত কনফারেন্স অ্যান্ড এক্সপো, ২০২৪'-এ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ভারতীয় পড়ুয়াদের আত্মহত্যা সংক্রান্ত যে তথ্য উঠে এসেছে, তা চমকে দেওয়ার মতো। দেখা যাচ্ছে, এদেশে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা কমার বদলে বেড়েছে। বিগত দু'দশকে ছবিটা বদলায়নি। পড়ুয়াদের আত্মহত্যার প্রবণতা বার্ষিক ৪ শতাংশ হারে বাড়ছে, যা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের প্রায় দ্বিগুণ।

২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী দেশে যত পড়ুয়া আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন, তাঁদের ৫৩ শতাংশ পুরুষ। সার্বিকভাবে

ছাত্রদের মধ্যে আত্মহত্যার হার অবশ্য কমেছে। ছাত্রদের আত্মহত্যার ঘটনা যেখানে ৬ শতাংশ কমেছে ছাত্রীদের মধ্যে তা ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'পড়ুয়াদের আত্মহত্যার ঘটনা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং সার্বিক আত্মহত্যার প্রবণতা উভয়কেই ছাড়িয়ে গিয়েছে। একদশকে ০-২৪ বছর বয়সিদের সংখ্যা ৫৮.২ কোটি থেকে কমে ৫৮.১ কোটি হয়েছে। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যার ঘটনা ৬,৬৫৪টি থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩,০৪৪।

পড়ুয়াদের আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে। আত্মঘাতী পড়ুয়াদের এক তৃতীয়াংশ এই ৩টি রাজ্যের বাসিন্দা। রাজস্থানে কোটার কোচিং সেন্টারগুলিতে পড়তে যাওয়া বহু পড়ুয়ার আত্মহত্যা নিয়ে উত্তাল হয়েছে গোটা দেশ। রাজস্থান পড়ুয়াদের আত্মঘাতী হওয়ার সংখ্যার নিরিখে দশম স্থানে রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আইসিত-এর প্রতিষ্ঠাতা গণেশ কোহলি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপের বিষয়টির প্রতি আমাদের আরও বেশি নজর দিতে হবে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পদ্ধতিগত, ব্যাপক এবং শক্তিশালী পেশামুখী কাউন্সিলিং-পরিকাঠামো তৈরি করা জরুরি।'

কাশ্মীরে হত ৩ জঙ্গি

শ্রীনগর, ২৯ অগাস্ট : বিধানসভা ভোটের মুখে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীর। বৃহস্পতিবার কুপওয়ারায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে দুটি পৃথক গুলির লড়াইয়ে তিন জঙ্গি খতম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে এই সাফল্য পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

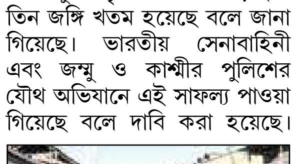

ভারতীয় সেনার চিনার কোরের তরফে এদিন বলা হয়, গোয়েন্দা সূত্রে জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টার খবর পেয়ে সেনা ও পুলিশ বুধবার গভীর রাতে কুপওয়ারার মাচালে অভিযান চালায়। কয়েকজনের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে গুলি চালায় বাহিনী। তাতে ২ জন জঙ্গি মারা গিয়ে থাকতে পারে। অপরদিকে কুপওয়ারার টাংধার এলাকায় বাহিনীর গুলিতে আরও ১ জঙ্গি খতম হয়েছে। গোটা এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে সেনা ও পুলিশ। ১৮ সেপ্টেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরে প্রথম দফার ভোট। শুক্রবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষদিন।

এসএসবির হাতে গ্রেপ্তার

খড়িবাড়ি, ২৯ অগাস্ট : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৪ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে এসএসবি। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে, বুধবার রাতে এশিয়ান হাইওয়ের উপর অবস্থিত নেপালগামী ফ্লাইওভারে অভিযান চালায় এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। সেখানে একটি পিকআপ ভ্যান আটক করে চলে তল্লাশি। সেই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি পিস্তল। এরপর গাড়িতে থাকা চারজনকে গ্রেপ্তার করে এসএসবি'র জওয়ানরা। বৃহস্পতিবার সকালে ধৃতদের খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এসএসবি'র তরফে জানানো হয়েছে, ধৃতরা হল বিকাশ দাস, নারায়ণ দাস, শ্যামল রায় ও চন্দন রায়। বিকাশ, নারায়ণ ও শ্যামলের বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার এলাকায় এবং চন্দন ধূপগুড়ির বাসিন্দা। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার জানান, কেন তাঁরা পানিট্যাঙ্কি এসেছিল? উদ্দেশ্য কী ছিল? চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত কি না জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ হয়েছে।

পুলিশের অভিযানে ধৃত ৬

বাগডোগরা, ২৯ অগাস্ট : বুধবার মধ্যরাতে সন্ন্যাসীস্থান চা বাগানের কাছে জংলিবাবা মন্দিরে ঢোকার রাস্তার মোড়ে ১০-১২ জনের একটি দল জমায়েত হয়েছে বলে খবর পায় বাগডোগরা থানার পিসি পার্টি পুলিশ। তারপর সেখানে অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাকিরা বনের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশের দাবি, তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল।

ধৃতদের মধ্যে ধীরাজ রায়, স্বপন সূত্রধর, নীরেন বর্মন, মহম্মদ রহমান গোঁসাইপুর রূপসিংজোতের বাসিন্দা। কৃষ্ণ মিঞ্জ এবং প্রকাশ টিগ্গার বাড়ি মুনি চা বাগানে। পুলিশ জানিয়েছে, এই দলটি কেষ্টপুরে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় জড়ো হয়েছিল। ধৃতদের কাছ থেকে ডাকাতিতে ব্যবহার হয় এমন বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে সবার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সোশ্যাল মিডিয়ায় টিপ্পনীর পালটা পুলিশের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : আরজি করের ঘটনার পর প্রতিবাদীদের নজরে পুলিশ যেন 'চক্ষুশূল'! বিরোধী দলের প্রতিবাদ মিছিল হোক, কিংবা অরাজনৈতিক মিছিল, পুলিশকর্মীদের সামনে দেখলেই স্লোগান উঠছে, 'পুলিশ তুমি চিন্তা করো। তোমার মেয়েও হচ্ছে বড়।' শুধু তাই নয়, এখন সোশ্যাল মিডিয়াতেও পুলিশের উদ্দেশ্যে এই ধরনের টিপ্পনী করা হচ্ছে। যা নিয়ে পুলিশ মহলেও চাপা ক্ষোভ তৈরি হতে শুরু করেছে। অনেক পুলিশকর্মীই নিজেদের ফেসবুক পোস্টে কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে নিজেদের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযানে একাধিক পুলিশকর্মী আহত হওয়ার পর এই প্রবণতা আরও বেড়েছে। বাংলাজুড়ে পুলিশকর্তাদের প্রোফাইল পিকচার, হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে দেখা গিয়েছে আহত পুলিশকর্মীর রক্তাক্ত ছবি। টিপ্পনীর পালটা দিচ্ছেন তাঁরাও। ভক্তিনগর থানার আইসি অমিত অধিকারীর ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারে নজরে পড়ল, 'পুলিশের মেয়ের চিন্তা ছাড়ো, সে লড়াই করেই হচ্ছে বড়।' আবার মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য পোস্ট করেছেন, 'পুলিশের মেয়ের চিন্তা ছাড়ো, সে লড়াই করেই হচ্ছে বড়। হচ্ছে বড় ছেলেও তোমার, তার দায়ও কি পুলিশের একার?'

এই ছবি এখন পুলিশকর্তাদের ফেসবুক প্রোফাইলে।

বর্তমানে ভোরের আলো থানার ওসি সন্দীপ দত্ত এদিন ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'অনুরোধ করছি, আমার সমস্ত ফেসবুক বন্ধুদের। আপনারা যাঁরা পুলিশকে একেবারে দু'চোখে দেখতে পারেন না, দয়া করে আমার ফ্রেন্ড লিস্ট থেকে সরে যান। কারণ আমিও একজন পুলিশকর্মী এবং পুলিশ হিসেবে গর্ববোধ করি। ইউনিফর্মটাকে আমি সম্মান করি। দয়া করে আনফ্রেন্ড করে দিন। হাতজোড় করে অনুরোধ করছি।'

একসময় শিলিগুড়ি থানার আইসি পদ সামলেছেন সুদীপ চক্রবর্তী। তিনি হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দিয়েছেন, 'বন্ধু শুধুই তারা, পুলিশ বন্ধু যারা।' তাহলে সমালোচনার জেরে পুলিশকর্মী-আধিকারিকরা কি নিজেদের একঘরে মনে করছেন? এক পুলিশকর্মী বলছিলেন, 'যেভাবে আমাদের সন্তানদের ইঙ্গিত করে স্লোগান তোলা হচ্ছে, তার কী কোনও মানে হয়?'

এদিন দুপুরের দিকে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে একটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, এক পুলিশকর্মী ঢাল নিয়ে বসে রয়েছেন। উলটো পাশ থেকে একদল উন্মত্ত তরুণ ঢিল ছুড়ছে। স্ট্যাটাসটি ইংরেজিতে লেখা। যার তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'এখানে কর্তব্যের জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি জীবিত থাকতে না পারি, তবে মৃত্যু বরণ করব। কিন্তু যে কোনও পরিস্থিতিতে এখানেই থাকব।' এরপর মাঝে লেখা 'ইউনিফর্ম'। নীচে লেখা রয়েছে, 'ইউ নিড কারেজ টু হ্যাভ ইট, আই এম প্রাউড টু হ্যাভ ইট।' পুলিশকর্মী হিসেবে যে তিনি গর্বিত, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন কমিশনার।

বুধবার জংশনে বিজেপি কর্মীদের সরাতে গিয়ে প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারকে শুনতে হয়েছে, 'আপনার বাড়িতে মা-বোন নেই?' যার পালটা হিসেবে আইসি-কে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'আগে তোমার বাড়ি দেখো।' এদিন তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'যত মানুষ প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে, যত মানুষ রাস্তায় নেমেছে, সবাই যদি সচেতন থাকে, তাহলে গোটা সমাজ বদলে যাবে।'

ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'পরিস্থিতি যেমনই হোক, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাব।'

যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম প্রকাশ দেব। বৃহস্পতিবার তাঁকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, প্রায় ২০ দিন আগে ফুলবাড়ি ব্যাটালিয়ন মোড়ের একটি দোকান থেকে বেশ কিছু গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরি হয়। এরপর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন দোকান মালিক। শুরু হয় তদন্ত। বুধবার গভীর রাতে পুলিশ প্রকাশের বিষয়ে খবর পায়। জানতে পারে, সে শিলিগুড়ি মিলনপল্লির বাসিন্দা। রাতেই নিউ জলপাইগুড়ি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে মোষবোঝাই কনটেনার আটক করে। তল্লাশি চালাতেই সেখান থেকে ২৬টি মোষ উদ্ধার হয়। চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ কোনও নথি ছিল না। কনটেনারচালক মহম্মদ নাসিরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃত উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। মোষগুলি অসমে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

জমি দখলে 'নজর নেই'

একরের পর একর সরকারি জমি হাপিস। মহকুমার মাটিগাড়া থেকে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি থেকে ফাঁসিদেওয়া সর্বত্রই এক ছবি। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরও পদক্ষেপ নেই অনেক জায়গায়। এবারে ফাঁসিদেওয়ার জমি কেলেঙ্কারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়। আজ প্রথম পর্ব

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর সরকারি জমি দখল রুখতে উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন। শিলিগুড়ি শহর তো বটেই, নকশালবাড়ি, মাটিগাড়ার একাধিক জায়গাতেও প্রশাসনের পদক্ষেপ নজরে এসেছে। কিন্তু ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় দখল এবং বেআইনি নির্মাণের কারবার চললেও প্রশাসন সেই অর্থে বড় পদক্ষেপ করেনি। শুধুমাত্র সরকারি জমি চিহ্নিত করেই দায় এড়িয়েছেন প্রশাসনের বড় কর্তারা।

গোটা ব্লকজুড়ে এই মুহূর্তে একাধিক সরকারি জমি দখল করে নির্মাণের ছবি নজরে এসেছে। কোথাও ডিআই ফান্ডের জমিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মাণকাজ করা হচ্ছে, কোথাও আবার সরকারি জমির উপর গড়ে উঠেছে বাজার। পূর্ত দপ্তরের জমিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে সারি সারি দোকান। প্রশাসন এবং প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতারাও বিষয়টি জানেন। অথচ, কোনও না কোনও স্বার্থে মুখ খোলেন না কেউ।

জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের লিউসিপাকড়ি বাজারে ডিআই ফান্ডের জমিতে থাকা একাধিক দোকান কিনে সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মাণকাজ করার অভিযোগ রয়েছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। তা স্বীকার করে নিয়েছেন ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়। তিনি বলছেন, 'ডিআই ফান্ডের জমিতে থাকা মার্কেটের একাধিক দোকান কিনে কয়েকজন নিজের মতো নির্মাণকাজ করছেন বলে শুনেছি।' কিন্তু কোনও পদক্ষেপ হয়েছে কি? উত্তর মেলে না।

ফাঁসিদেওয়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় পূর্ত দপ্তরের জমিতে রাজ্য সড়ক ঘেঁষে অবৈধভাবে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে। ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানানোর আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত সেই নির্মাণকাজ বন্ধ হয়নি বলেই খবর।

ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি হাট এলাকায় সরকারি জমিতে বসছে বাজার। শুধু বাজার নয়, ওই এলাকায় চেঙ্গা নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে বহু পাকা বাড়িও। যেখানে এত মানুষ অবৈধভাবে বসে আছেন, সেখানে রাজনৈতিক স্বার্থে আঘাত লাগার আশঙ্কা রয়েছে প্রতিটি দলেই। সেই কারণেই তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস বা সিপিএম- কোনও দলের নেতাই উচ্চবাচ্য করেন না। প্রশাসনও এই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি।

ঘোষপুকুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার উপর চলে এসেছে দোকান।

বেআইনি নির্মাণ

- লিউসিপাকড়ি বাজারে ডিআই ফান্ডের জমিতে ব্যক্তিগত নির্মাণ
- ঘোষপুকুরে জাতীয় সড়কের পাশে আরও অবৈধ নির্মাণ গজিয়ে উঠেছে
- উড়ালপুলের নীচেও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বসছে দোকান
- পূর্ত দপ্তরের জমিতে রাজ্য সড়ক ঘেঁষে অবৈধভাবে মার্কেট কমপ্লেক্স
- কমলা এবং হাঁসখোয়া বাগানে চা গাছ তুলে একাধিক নির্মাণকাজ

ঘোষপুকুর এলাকায় চার লেনের রাস্তা তৈরির সময় দু'বার পূর্ত দপ্তরের জমি থেকে অবৈধ নির্মাণ তুলে দেওয়া হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে জাতীয় সড়ক বড় হওয়ার পর ফের এই এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে গজিয়ে উঠেছে আরও অবৈধ নির্মাণ। ঘোষপুকুর-সলসলাবাড়ি ইস্ট ওয়েস্ট করিডরের সংযুক্তকারী উড়ালপুলের নীচেও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বসছে দোকান। ঘোষপুকুর থেকে খড়িবাড়ি যাওয়ার পথে পূর্ত দপ্তরের জমিতে থাকা দোকানগুলিও পসরা নিয়ে সড়কের উপর পৌঁছেছে।

ব্লকের ফাঁসিদেওয়া, জালাস নিজামতারা এবং ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ হয়নি বলেই সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ আনছে বিরোধী দলগুলি। বেশ কয়েক জায়গায় বিডিও পরিদর্শন করে এসে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। কিন্তু সরকারি জমি দখলে শাসকদলের নেতারা জড়িত থাকায় কোনও পদক্ষেপ হয়নি বলে স্থানীয় বিজেপি নেতা অনিল ঘোষ মন্তব্য করেছেন।

অবশ্য এধরনের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ফাঁসিদেওয়ার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মহম্মদ আখতার আলি। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই পদক্ষেপে কোনও রাজনৈতিক দল দেখে পদক্ষেপের প্রশ্নই ওঠে না।'

ঘোষপুকুরের কমলা এবং হাঁসখোয়া বাগানে চা গাছ তুলে একাধিক নির্মাণকাজ চলছে কয়েকবছর ধরে। কোথাও প্লট করে আবাসন আবার কোথাও নার্সিং ট্রেনিং কলেজ সহ নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ। অথচ, লিজে থাকা বাগান থেকে চা গাছ উপড়ে কোনও নির্মাণ করা যায় না বলে সাফ জানিয়েছিলেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। কোথাও চা বাগান তুলে বেআইনি নির্মাণ হলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। কিন্তু তা নিয়ে যেমন কোনও পদক্ষেপ হয়নি, তেমনই সেগুলির বৈধতা রয়েছে কি না, তাও স্পষ্ট করেনি প্রশাসন।

বিডিও শুধু বলছেন, 'ডিআই ফান্ডের জমি চিহ্নিত করার জন্য বিএলএলআরওকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ওরা চিহ্নিত করে নিশ্চিত করলে তারপর সেই সমস্ত জায়গায় নির্মাণ ভাঙা হবে। পূর্ত দপ্তরের জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর অভিযোগ করলে তারপর পদক্ষেপ করব।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মাছের খোঁজে।। পুরাতন মালদার ভাটরা বিলে উজ্জ্বল পালের ক্যামেরায়।

প্রধানকে ইস্তফার নির্দেশ ব্লক সভাপতির

অরুণ ঝা

সুজালি, ২৯ অগাস্ট : সুজালিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তৃণমূলের ইসলামপুর ব্লক নেতৃত্বের চেষ্টার অন্ত নেই। বৃহস্পতিবার কর্মী-সমর্থকদের শান্ত করতে সুজালির বেলঝাড়ি সংলগ্ন মাঠে সভার আয়োজন করেছিল ঘাসফুল শিবির। সভামঞ্চ থেকে 'ফেরার' প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি আবদুল হকের স্ত্রী তথা সুজালির গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নুরি বেগমকে সাতদিনের মধ্যে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন। তাঁর দাবি, এদিনই প্রধানকে লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, জাকিরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নুরির প্রতিক্রিয়া, 'ব্লক সভাপতির এমন কোনও চিঠি আমি পাইনি। আর পেলেও ইস্তফা দেব না।'

সুজালির 'ত্রাস' বলে পরিচিত আবদুলের বিরুদ্ধে ১৩টি মামলা রয়েছে। বর্তমানে পুলিশের খাতায় সে ফেরার। গত সপ্তাহে আবদুলের বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছে উন্মত্ত জনতা। পুলিশ কেন তাকে ধরতে পারছে না, তা নিয়ে ক্ষোভ আছেই। দু'দিন আগে আবদুলের অনুগামী হিসেবে পরিচিত এক তরুণের সুজালির বর্তমান অঞ্চল সভাপতিকে 'পাবলিক পিটিয়ে মারবে' সংক্রান্ত হুমকি ভিডিও ভাইরাল হতেই ক্ষোভ আরও বেড়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে এদিন সুজালিতে সভার আয়োজন করে ব্লক নেতৃত্ব।

তৃণমূলে কোন্দল

- বৃহস্পতিবার সুজালির বেলঝাড়ি সংলগ্ন মাঠে সভা করে তৃণমূল
- সভামঞ্চ থেকে প্রধান নুরি বেগমকে সাতদিনের মধ্যে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ব্লক সভাপতি
- নুরির প্রতিক্রিয়া, 'ইস্তফা দেব না'
- বহিষ্কারের হুমকি ব্লক সভাপতির

বিকেল পাঁচটা থেকে সভা শুরু হয়। স্থানীয় নেতৃত্ব সহ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নুরিকে সভামঞ্চে দেখা যায়নি। পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে তিনি পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকতে পারছেন না। ভাষণে জাকির বলেন, 'এদিন দলের পক্ষ থেকে নুরিকে লিখিতভাবে সাতদিনের মধ্যে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছে। তিনি ইস্তফা দিলে অন্তত দলের কর্মী হয়ে থাকতে পারবেন। কিন্তু ইস্তফা না দিলে বহিষ্কার করা হবে। কারণ সাধারণ মানুষ সহ নির্বাচিত সদস্যরা তাঁকে আর প্রধান পদে দেখতে রাজি নন। ফলে এলাকার আইনশৃঙ্খলার স্বার্থেই তাঁর পদত্যাগ চাওয়া হয়েছে।' তবে নুরির বক্তব্য, 'আমার ইস্তফা নিতে হলে আগে আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণ করতে হবে।'

ব্লক নেতৃত্ব সভা মঞ্চ থেকে যতই নুরিকে পদ থেকে সরানোর হুংকার ছাড়ুন না কেন, আইনি জটিলতা ঘাসফুল শিবিরের নেতাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, ব্লক প্রশাসন সাফ জানিয়েছে, কোনও বিশেষ কারণে পদ শূন্য না হওয়া পর্যন্ত প্রধান পরিবর্তন আইনত সম্ভব নয়। আবার তৃণমূল নুরিকে বহিষ্কার করলেও তাঁকে প্রধান পদ থেকে সরাতে পারবে না। কারণ বোর্ড গঠনের আড়াই বছরের মধ্যে প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা যায় না।

ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলছেন, 'রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। তবে আইনত, প্রধানের পদ শূন্য না হওয়া পর্যন্ত প্রধান পরিবর্তন বা উপপ্রধানকে দায়িত্ব হস্তান্তর করা যায় না।' কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে 'আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া বন্ধ করুন'- এই বার্তা দিতেও শোনা যায় নেতাদের।

পুজোর অনুমতি মিলবে অনলাইনে

চোপড়া, ২৯ অগাস্ট : এবারই প্রথম দুর্গাপুজোর অনুমতির জন্য অনলাইনে আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে। অনুমতি নেওয়ার পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করতে এলাকার সমস্ত পুজো কমিটিকে ডাকা হবে। বৃহস্পতিবার মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ইসলামপুরে একটি বৈঠক হয়।

আগামী ২ সেপ্টেম্বর চোপড়ার পুজো কমিটিগুলোকে নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছে ব্লক প্রশাসন। সম্ভবত ওইদিন থেকেই পোর্টালের মাধ্যমে অনুমতি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, 'সার্ভস প্লাস' পোর্টালের মাধ্যমে পুজো কমিটিগুলো অনুমতির জন্য আবেদন জানাতে পারবে। আগে বিডিও অফিস থেকে যে ফর্ম দেওয়া হত, এবার সমস্তটাই মিলবে ওই পোর্টালে।

প্রথমে পুজো কমিটির নাম উল্লেখ হবে। তারপর প্রয়োজনীয় তথ্যের কলাম খুলতে থাকবে। ঘরে বসেই কম্পিউটার বা স্মার্টফোনে ফর্ম ফিলআপ করা যাবে। বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (বিএসকে) থেকেও কমিটিগুলি অনুমতির আবেদন করতে পারবেন।

দুর্গাপুজোর প্রশাসনিক অনুমোদন দিয়ে থাকেন মূলত মহকুমা শাসক। আগে মহকুমা শাসকের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ব্লকের বিডিওরা অনুমতি দিতে পারতেন। এবার সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে একমাত্র মহকুমা শাসকই অনুমতি দেবেন।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, আগের বছরের অনুমোদন, বিদ্যুৎ বিল, এনওসি সংক্রান্ত নথি সহ এবছর প্যান্ডেলের বাজেট সংক্রান্ত নানা তথ্য ওই পোর্টালে আপলোড করতে হবে। এরপরেই দমকল, পুলিশ এবং ভূমি দপ্তরের অনুমতি মিলবে। গতবছর চোপড়া ব্লকে মোট অনুমোদিত পুজো ছিল ১০৬টি।

ব্লকের সমস্ত পুজো কমিটিকে বৈঠকে ডাকার প্রস্তুতি শুরু করেছে ব্লক প্রশাসন।

চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'এবারই প্রথম অনলাইনে অনুমতির জন্য আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে। কমিটিগুলোকে বৈঠকের মাধ্যমে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় জানিয়ে দেওয়া হবে।' অন্যদিকে, অনলাইনে আবেদনের সুবিধার জন্য খুশি অনেক পুজো কমিটি।

চোপড়ার রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক কৌশিক পাল বলেন, 'অনলাইনে আবেদনের সুযোগ হওয়ায় সবার সুবিধা হবে। আগে এক অফিস থেকে অন্য অফিসে দৌড়াতে হত।'

বাইক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধারের পাশাপাশি দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত দুজনের নাম কার্তিক কর্মকার ও দীপঙ্কর সরকার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অগাস্টের ২৪ তারিখ রাতে দেশবন্ধুপাড়া থেকে একটি বাইক চুরি যায়।

বিমানবন্দরের কাজে জটিলতা কাটল

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৯ অগাস্ট : বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হল বৃহস্পতিবার। আগামী সপ্তাহ থেকে কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বাগডোগরা বিমানবন্দরের জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার ভূদেব সরকার। তিনি বলেন, 'কাজ শুরুর ক্ষেত্রে আর কোনও জটিলতা রইল না। আশা করছি, আগামী সপ্তাহ থেকে কাজ শুরু হবে।'

এই বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। প্রথম পর্যায়ে ১,৫৪৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৬ অগাস্ট নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠক বসেছিল। যার পৌরোহিত্য করেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মন্ত্রীসভার ওই বৈঠকেই অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে বলে খবর। তবে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া বাকি ছিল। এদিন সেটাও হয়ে গিয়েছে। ফলে কাজ শুরুর ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা থাকল না। এছাড়া রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদ থেকে ছাড়পত্র না মেলায় জটিলতা তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি সেই ছাড়পত্রও মিলেছে।

এদিকে, আর কিছুদিনের মধ্যে বাগডোগরা বিমানবন্দরের মুকুটে জুড়তে চলেছে নয়া পালক, পেতে চলেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। নামবে বিদেশি বিমান। এমন পরিস্থিতিতে বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

এদিকে, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাগডোগরা বিমানবন্দর গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরবঙ্গ তো বটেই এমনকি উত্তর-পূর্ব ভারত, নেপাল,

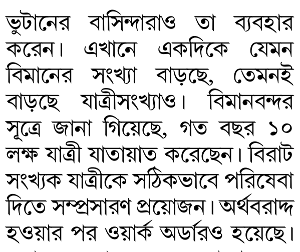

ভুটানের বাসিন্দারাও তা ব্যবহার করেন। এখানে একদিকে যেমন বিমানের সংখ্যা বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে যাত্রীসংখ্যাও। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর ১০ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেছেন। বিরাট সংখ্যক যাত্রীকে সঠিকভাবে পরিষেবা দিতে সম্প্রসারণ প্রয়োজন। অর্থবরাদ্দ হওয়ার পর ওয়ার্ক অর্ডারও হয়েছে। এবার শুধু কাজ শুরুর অপেক্ষা।

যাত্রী প্রতীক্ষালয় নিয়ে ক্ষোভ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৯ অগাস্ট : ইসলামপুর শহর সংলগ্ন রাজ্য সড়কের পাশে কলেজ মোড়ের যাত্রী প্রতীক্ষালয় ও শৌচালয়ের বেহাল অবস্থা। যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের সামনে যত্রতত্র পড়ে রয়েছে নোংরা, আবর্জনা। প্রতীক্ষালয়ের শৌচালয়ের দুর্গন্ধে সেখানে বসার উপায় নেই। শেষ কবে শৌচাগারটি পরিষ্কার করা হয়েছিল, মনে পড়ছে না কারও। ফলে প্রতীক্ষালয়ের সামনে পড়ে থাকা আবর্জনার মধ্যেই অনেকে শৌচকর্ম সারছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। একদিকে আবর্জনা, অন্যদিকে শৌচালয়ের দুর্গন্ধে যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি সাধারণ মানুষের কোনও কাজে লাগছে না। স্থানীয়দের কথায়, প্রতীক্ষালয় থাকা সত্ত্বেও বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজে বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা শিক্ষক পরীক্ষিৎ ঘোষ বলেন, 'বাস ধরার জন্য কলেজের অনেক পড়ুয়া এখানে অপেক্ষা করে। কিন্তু উদ্বোধনের কয়েকমাস পর থেকে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে এটি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।' এলাকাবাসীর কথায়, আবর্জনায় ভরে থাকায় প্রতীক্ষালয়টি সাধারণ মানুষের কোনও উপকারে আসছে না। ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অসীম পালের বক্তব্য, 'সমস্যার বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। জায়গাটি পরিদর্শন করা হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা হবে।'

বর্জ্যের পাহাড় হিমালয় অঞ্চলে

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : খাবার এবং বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রীর প্যাকেটের কারণে ছড়াচ্ছে ব্যাপক দূষণ। দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়তে হিমালয় সংলগ্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৪৫০টি এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে শুরু হয়েছে বিশেষ অভিযান। ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ইনিশিয়েটিভ এবং জিরো ওয়েস্ট হিমালয় নামে দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে প্রায় ১৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক এই কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছেন। ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ইনিশিয়েটিভের তরফে রোশন রাই বলছেন, 'যে সমস্ত বর্জ্য সংগৃহীত হচ্ছে, তার প্রায় ৮৫ শতাংশই খাবারের প্যাকেট। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিগারেট, গুটখা, তামাকজাতীয় সামগ্রী। সিগারেটের অংশ রয়েছে ১৭.৯ শতাংশ, সিগারেটের বাক্স ১৫.৯ শতাংশ। এছাড়া বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী, শ্যাম্পু, স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রচুর পাওয়া গিয়েছে।'

তিনি জানিয়েছেন, মূলত লাদাখ, সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং, অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং মণিপুরে বর্জ্য সংগ্রহ হয়েছে। এই অভিযানে শামিল সিকিম সরকার, লাদাখ অটোনোমাস হিল কাউন্সিল, সেনাছাউনি এবং বিভিন্ন পুরসভা, পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষও।

আবর্জনা সাফাইয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা।

রোশনের কথায়, 'এই কর্মসূচি হিমালয় সংলগ্ন এলাকার মানুষকে আরও সজাগ করবে এবং আগামীতে সবাইকে পরিবেশরক্ষায় শামিল হওয়ার বার্তা দেবে। কারণ, একবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সারাবছর সাফসুতরো থাকবে না। তাই স্থানীয় মানুষের সচেতন হওয়া প্রয়োজনীয়।' এর আগে 'ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ইনিশিয়েটিভ' বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে হিমালয় সংলগ্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে বর্জ্যের ভয়াবহতা নিয়ে অবগত করেছিল।

রোশনের বক্তব্য, 'বহু হোটেল আগে পর্যটকদের শ্যাম্পুর পাতা দিত। বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব সংগঠনের লাগাতার প্রচারের পর তা বন্ধ হয়। এভাবেই সমাজে সচেতনতা এবং তার বাস্তবায়ন বাড়লে ভালো হয়।'

খেলায় আজ

১৯৮৭ : বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে বেন জনসন ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাওয়ায় সোনা জেতেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা স্প্রিন্টার কার্ল লুইস।

সেরা অফবিট খবর

ঘুসি মারার শাস্তি

কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে দর্শককে ঘুসি মেরেছিলেন ডারউইন নুনেজ। সেই ঘটনার জন্য শাস্তি পেলেন উরুগুয়ের এই স্ট্রাইকার। আন্তর্জাতিক ফুটবলে পাঁচ ম্যাচের জন্য নির্বাসিত হলেন নুনেজ। তিনি ছাড়াও আরও চার ফুটবলারকে তিন ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। ম্যাচের জন্য নির্বাসন ছাড়াও নুনেজকে প্রায় ১৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বাকি নির্বাসিতরা হলেন রডরিগো বেন্টাঙ্কুর, রোনাল্ড আরাউহো, হোসে মারিয়া জিমেনেজ ও ম্যাথিয়াস অলিভিয়েরা। বেন্টাঙ্কুরের ১৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে। বাকি তিন জনকে প্রায় ১০ লক্ষ ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ভাইরাল

ধোনি রিভিউ সিস্টেম

ক্রিকেটে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে 'ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম' বা 'ডিআরএস' নেওয়া যায়। অনেকেই এর নাম দিয়েছেন 'ধোনি রিভিউ সিস্টেম।' ভারতের অন্যতম সেরা আম্পায়ার অনিল চৌধুরীও এই নামে সায় দিয়েছেন। ধোনির খেলা বহু ম্যাচে মাঠে আম্পায়ারের দায়িত্ব সামলেছেন অনিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেছেন, 'ডিআরএস নেওয়ার ক্ষেত্রে ধোনি খুব নিখুঁত। তাই ভালো করে খতিয়ে না দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তাই 'ডিআরএস'-কে 'ধোনি রিভিউ সিস্টেম' বলাই যায়।'

উত্তরের মুখ

দেবীনগর সানরাইজ ক্লাবের ফুটবলে জোড়া গোল করলেন মহম্মদ দিল। ম্যাচে তাঁর দল বিএস অ্যাকাডেমি বাগজান ৩-১ গোলে কলাবাড়ি কেএফসি-কে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি অর্ধশতরানের রেকর্ড কার দখলে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. ইগা সোয়াতেক ২. বিজয় অমৃতরাজ ও রমেশ কৃষ্ণান।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, অসীম হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলেশ হালদার, সুজন হালদার, অমৃত হালদার, নির্মল সরকার, সুখেন স্বর্ণকার।

তৃতীয় রাউন্ডে গফ, সাবালেঙ্কা

ইতিহাস গড়েও খুশি নন জকো

নিউ ইয়র্ক, ২৯ অগাস্ট : চলতি ইউএস ওপেন যেন তাঁর কাছে রেকর্ড ভাঙা-গড়ার মঞ্চ। সামনে রেকর্ডসংখ্যক ২৫তম গ্যান্ড স্লাম জয়ের সুযোগ। তার আগে বৃহস্পতিবার ইতিহাস তৈরি করলেন নোভাক জকোভিচ। চারটি স্ল্যামে ন্যূনতম ৯০টি ম্যাচ জয়ী প্রথম টেনিস খেলোয়াড় হলেন সার্বিয়ান মহাতরকা। ইউএস ওপেনে ম্যাচ জেতার ব্যাপারে রজার ফেডেরারকে (৮৯টি ম্যাচ) ছাপিয়ে গেলেন জোকার। তাঁর সামনে কেবল জিমি কোনর্স (৯৮)।

ইতিহাস গড়ার পথে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে নোভাক ওয়াক ওভার পান। দেশীয় প্রতিপক্ষ লাসলো জেরের বিরুদ্ধে ৬-৪, ৬-৪, ২-০ গেমে এগিয়ে থাকায় অবস্থায় চোটের কারণে ম্যাচ ছেড়ে দেন জেরে। তৃতীয় রাউন্ডে জকোর প্রতিপক্ষ প্রতিযোগিতার ২৮তম বাছাই অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্সি পপিরিন।

তৃতীয় রাউন্ডে উঠে জকোর কথায়, 'এই ধরনের ম্যাচ আমরা কেউই খেলতে বা দেখতে পছন্দ করি না। জেরে দীর্ঘসময় ধরে চোটে ভুগছে। ওর জন্য খুবই খারাপ লাগছে। প্রথম দুই সেটে দারুণ লড়াইয়ের পর ম্যাচটি এভাবে শেষ হবে, ভাবিনি।' পাশাপাশি পরবর্তী রাস্তা যে কঠিন হতে চলেছে, সেই ব্যাপারেও জানিয়ে তিনি বলেন, 'এখান থেকে লড়াইটা আরও কঠিন হতে চলেছে। তাতে কোনও সমস্যা নেই। জেতার কোনও না কোনও উপায় বের করার ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী। কেরিয়ারে আগে এমন বহু পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি।'

ইতিহাস গড়েও নিজের খেলায় খুশি হতে পারছেন না জকোভিচ। আত্মসমালোচনায় মজার ছলে তিনি বলেছেন, 'প্রথম দুটি সেট দুই ঘণ্টা ধরে চলে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে নিজের সার্ভিসে কতটা খারাপ খেলেছি। খারাপ সার্ভ করায় সেটগুলি জিততে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়েছিল। মনে হচ্ছে নিজের বেসলাইন খেলার ওপরই ভর করে এগিয়ে যেতে হবে।' এদিন দ্বিতীয় রাউন্ডে নজরে থাকা অন্যান্য ম্যাচগুলির মধ্যে ইতালির মাতেও বেরেত্তিনির বিরুদ্ধে ৬-৩, ৭-৬ (৬-১), ৬-১ গেমে জেতেন দ্বাদশ বাছাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলর ফ্রিৎজ। আবার ইতালির গায়েল মনফিলসকে ৬-৪, ৬-৩, ২-৬, ৭-৬ (৭-৩) গেমে হারান নরওয়ের তারকা ক্যাসপার রুড।

অন্যদিকে, মহিলাদের বিভাগে অনায়াসে জিতলেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন কোকো গফ। দ্বিতীয় রাউন্ডে জার্মানির টাটিয়ানা মারিয়াকে ৬-৪, ৬-০ গেমে হারান তিনি। শিরোপা জয়ের আরেক দাবিদার আরিয়ানা সাবালেঙ্কাও দাপটে তৃতীয় রাউন্ডে ওঠেন। ইতালির লুসিয়া ব্রঞ্জেত্তিকে ৬-৩, ৬-১ গেমে হারান এই রাশিয়ান তারকা।

তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার পথে নোভাক জকোভিচ।

গ্র্যান্ড স্ল্যামে জকোভিচের জয়

গ্র্যান্ড স্ল্যাম	জয়ের সংখ্যা
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন	৯৪
ফরাসি ওপেন	৯৬
উইম্বলডন	৯৭
ইউএস ওপেন	৯০

'রোহিতদের ভোগাবে প্রস্তুতির অভাব'

ভারতে এসে ঘোষণা বুকাননের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : অপেক্ষার এখনও তিন মাস। কিন্তু তার মধ্যেই বছর শেষে টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়ার কাড়ানাকাড়া বাজতে শুরু করেছে। আর সেই বাজনা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে।

ম্যাথু হেডেন, প্যাট কামিন্স, অ্যাডাম গিলক্রিস্টদের মতো কিংবদন্তিরা ইতিমধ্যেই নভেম্বর ২২ থেকে পারথে শুরু হতে চলা ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ নিয়ে তাঁদের ভাবনার কথা শুনিয়েছেন। আজ সেই তালিকায় যোগ দিলেন জন বুকানন। কিংবদন্তি অজি কোচ মুম্বইয়ের একটি স্কুলে আজ হাজির হয়েছিলেন। সেখানে এক অনুষ্ঠানের শেষে তিনি ভারতের বাছার করা কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে জুমের সাহায্যে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। আর সেখানেই বছর শেষের বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে কামিন্সের অস্ট্রেলিয়াকে ফেভারিট হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েছেন বুকানন। আর রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়াকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। জানিয়েছেন, দেশের মাটিতে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলে সরাসরি পারথে পৌঁছে অজিদের বিরুদ্ধে খেলাটা সহজ হবে না। টিম ইন্ডিয়াকে ভোগাবে প্রস্তুতির অভাব। বুকাননের কথায়, 'আমি কখনই পূর্বাভাস করতে পছন্দ করি না। তাই বছর শেষে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ফল কী হতে পারে, বলতে পারব না। তবে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া নিশ্চিতভাবেই ফেভারিট।' কেন কামিন্সরা ফেভারিট, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। ৭১ বছরের বুকাননের কথায়, 'সারা দুনিয়াতেই এখন ধারাবাহিকভাবে প্রচুর ক্রিকেট খেলা হয়। ফলে কোনও দেশে হাজির হয়ে বেশিরভাগ দলকেই প্রস্তুতি ছাড়াই মাঠে নামতে হয়। ভারতীয় দলের জন্যও সেটা হবে। প্রস্তুতির অভাব রোহিতদের ভোগাবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

দীর্ঘ পাঁচ টেস্টের সিরিজ। ১৯৯১-'৯২ সালের পর এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। ফলে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি নিয়ে ক্রিকেটমহলের আগ্রহ রয়েছে ভালোরকম। তাছাড়া স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে শেষ দুইটি সিরিজে জিতেছিল ভারত। এমন সব তথ্য জানার পরও বুকানন বলছেন, 'ক্রিকেটপ্রেমীদের মতো আমিও দুর্দান্ত একটা সিরিজের অপেক্ষায়। কিন্তু তারপরও বলছি, সিরিজের সূচিটা ভালো করে দেখুন। পারথে প্রথম টেস্ট। তারপরই অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্ট। পরে ব্রিসবেন, মেলবোর্ন, সিডনি। এর মধ্যে ভারতের প্রস্তুতি ম্যাচ শুধু গোলাপি টেস্টের আগে। ভারত থেকে পারথে পৌঁছে পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কাজটা সহজ নয় একেবারেই।' বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির দুই প্রতিপক্ষ দলেরই বোলিং রীতিমতো শক্তিশালী। ফারাক গড়তে পারে ব্যাটিং। টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে যশস্বী জয়সওয়ালের ওপেনিং জুটির দিকে তাকিয়ে বুকাননও। ২০০৩ ও ২০০৭ সালে অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচের কথায়, 'আমি ভারতীয় ব্যাটারদের প্রায় সবাইকেই জানি। ওদের শক্তি সম্পর্কেও ধারণা রয়েছে। আলাদাভাবে আমি যশস্বীর কথা বলব। কেরিয়ারের শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে ওর। অস্ট্রেলিয়ায় ও কেমন করে, সেদিকে নজর থাকবে আমার।'

অভিজ্ঞ বুকাননের আরও একজনের দিকে নজর থাকবে। তিনি প্রাক্তন অজি অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ। আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে স্মিথকে দিয়ে অস্ট্রেলিয়া ওপেন করাতে পারে, এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ওপেনার স্মিথকে না পসন্দ বুকাননের। বরং স্মিথকে তিনি চার নম্বরেই চান। একজন কোচের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুকানন বলছেন, 'আমি অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক নই। তাই নির্বাচকদের ভাবনা অজানা আমার। তবে একজন কোচ হিসেবে বলব, স্মিথ চার নম্বরেই খেলুক। ওপেন করাটা বিশেষজ্ঞের কাজ।'

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে কামিন্সদের ফেভারিট ধরছেন জন বুকানন।

শাহিনকে 'বাদ' দিয়ে নামছে পাকিস্তান

রাওয়ালপিন্ডি, ২৯ অগাস্ট : অফফর্ম নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। টানা ব্যর্থতার জেরে এবার দল থেকেই বাদ। পেস ব্রিগেডের অন্যতম অস্ত্র শাহিন শা আফ্রিদিকে বাইরে রেখেই আগামীকাল শুরু দ্বিতীয় টেস্টের বারোজনের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। প্রথম টেস্টে হেরে সিরিজে ০-১ পিছিয়ে। পাকিস্তানের জন্য জিততেই হবে পরিস্থিতি। গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাচেই নেই শাহিন!

ছাঁটাইয়ের কথা অবশ্য সরাসরি বলা হয়নি। হেডকোচ জেসন গিলেসপির কথাতে সেই ইঙ্গিত। বলেছেন, 'এই ম্যাচে শাহিন নেই। ওর সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। শাহিনও বুঝতে পারছে কিছু জায়গায় পরিশ্রম করতে হবে, যাতে আরও ধারালো হয়ে ওঠে ওর বোলিং।' ঘুরিয়ে কার্যত বলেই দিয়েছেন, শাহিনের বোলিংয়ে ধার কমছে। তাই সাময়িক ছুটি নিয়ে আলাদা করে পরিশ্রমের প্রয়োজন। দলের বোলিং কোচ আজহার মাহমুদের তত্ত্বাবধানেই চলবে শাহিনকে চেনা ছন্দে ফেরানোর কাজ। গিলেসপি আশাবাদী, পরিবারের সঙ্গে বাড়তি সময় কাটালে মানসিকভাবেও তরতাজা হয়ে উঠবেন সদ্য বাবা হওয়া শাহিন। শাহিনের পরিবর্তে দলে বাঁহাতি পেসার মির হামজা। তবে প্রথম একাদশে হামজা থাকবেন কি না, তা পরিষ্কার নয়। প্রথম টেস্টে পুরোদস্তুর পেস অ্যাটাক নিয়ে খেলতে নামার সিদ্ধান্ত বুমেরাং হয়ে ফিরেছে। ভুল শোধরাতে প্রথম একাদশে লেগস্পিনার আবরার আহমেদের ফেরা একপ্রকার নিশ্চিত। ঘোষিত বারোজনের দল : আব্দুল্লাহ শফিক, সাইম আয়ুব, শান মাসুদ (অধিনায়ক), বাবর আজম, সাউদ শাকিল, মহম্মদ রিজওয়ান, সলমন আলি আঘা, খুররাম শাহজাদ, মহম্মদ আলি, আবরার আহমেদ, নাসিম শা ও মির হামজা।

বাংলাদেশের কাছে প্রথম টেস্টে হার পাক ক্রিকেটের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া এবং সিরিজ বাঁচাতে জেতা ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা নেই। শান মাসুদ ব্রিগেডের যে রাস্তা কঠিন করতে তৎপর টাইগাররা। স্বস্তি দিচ্ছে মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান, মেহেদি হাসান মিরাজদের উদ্দীপ্ত ক্রিকেট। পাক-বধের যে উদ্দীপনা নিয়ে ফের রাওয়ালপিন্ডিতে নামবে বাংলাদেশ।

হত্যা মামলায় সতীর্থ এবং বাংলাদেশ বোর্ডকে পাশে পেয়ে সাময়িক স্বস্তিতে সাকিবও। জানেন, বাইশ গজে ফের সাফল্য, তার পক্ষে চলতি হাওয়ার গতি বাড়বে। ব্যাটে-বলে বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডার ফের মুখিয়ে বাবর আজম, মাসুদদের কঠিন পরীক্ষা নিতে। চাপে থাকা বাবররা কীভাবে তা সামলান, চোখ থাকবে।

অফফর্মে থাকা বাবরদের জন্য রাস্তা বাতলে দিচ্ছেন রামিজ রাজা। প্রাক্তন অধিনায়কের পরামর্শ, চাপ সরিয়ে ইতিবাচক ক্রিকেট খেলুক বাবররা। বলেছেন, 'ক্রিকেট আমাদের রক্তে। নিয়মিত টেস্ট ক্রিকেটে হার যন্ত্রণাদায়ক। বাবর বড় ক্রিকেটার। দুর্ভাগ্য এখন রানের মধ্যে নেই। ওকে বলব, ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামুক।'

এদিকে, পাক ক্রিকেটকে সাফল্যের রাস্তায় ফেরাতে 'ভারতকে অনুসরণের' পরামর্শ বাসিত আলির। প্রাক্তনের মতে, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডকে অতীতে কপি করেছে পাকিস্তান। লাভের লাভ কিছু হয়নি। এবার উচিত চোখকান বুজে ভারতকে কপি করা। বাসিত বলেছেন, 'ভারত কী করছে, সেই পথে হাঁটা উচিত আমাদের। ভারতের পথেই ঘরোয়া ক্রিকেটকে সাজাতে হবে।'

বাংলাদেশ ম্যাচের প্রস্তুতিতে বাবর আজম, শান মাসুদ, মহম্মদ রিজওয়ান।

দাবি সঞ্জয় মঞ্জরেকারের

দলীপে খেলা উচিত ছিল বিরাটদের

মুম্বই, ২৯ অগাস্ট : বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজের প্রাক্কালে দলীপ ট্রফিতে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহদের না খেলার সিদ্ধান্তে অখুশি সঞ্জয় মঞ্জরেকার। প্রাক্তনীর মতে, বিরাটদের খেলা উচিত ছিল লাল বলের এই টুর্নামেন্টে। খেললে লাভবানই হতেন রোহিতরা।

সামনে তিনটি টেস্ট সিরিজে ১০টি টেস্ট খেলবে ভারতীয় দল। প্রথমে বাংলাদেশ, তারপর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলবে। বছরের শেষার্ধে অস্ট্রেলিয়া সফর। সঞ্জয়ের মতে, নতুন মরশুমের শুরুতে হওয়া দলীপ ট্রফি টেস্ট-প্রস্তুতির ভালো মঞ্চ হতে পারত। ৫ সেপ্টেম্বর শুরু দলীপে না খেলার ফলে বাংলাদেশ সিরিজের আগে প্রস্তুতির সুযোগ হাতছাড়া করলেন বিরাটরা।

গত ৫ বছরে বিরাট-রোহিত-বুমরাহরা কত ম্যাচ খেলেছেন, তার শতকরা হারও তুলে ধরেছেন প্রাক্তন তারকা। সঞ্জয় মঞ্জরেকারের মতে, শেষ পাঁচ বছরে তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে ভারত ২৪৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে। এরমধ্যে রোহিত ৫৯ শতাংশ ম্যাচ খেলেছেন। বিরাট ও বুমরাহ যথাক্রমে ৬১ ও ৩৪ শতাংশ। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক সিরিজেও বিশ্রাম পেয়েছেন। এরপরও কেন দলীপ থেকে ছুটি? নির্বাচকদের উচিত ছিল ত্রয়ীকে রেখেই দলীপের দল তৈরি করা।

চলতি বছরে টি২০ বিশ্বকাপ জিতলেও ব্যাটিং চিন্তার জায়গা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে। বিশেষত শ্রীলঙ্কা সফরে প্রতিপক্ষের স্পিনারদের সামনে রোহিত ব্রিগেডের ব্যাটিং ব্যর্থতা বেশ দৃষ্টিকটু। ২৭ বছর পর শ্রীলঙ্কার কাছে ওডিআই সিরিজ হারতে হয়েছে। পরবর্তী টেস্ট সিরিজের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ বোলিংয়ের মূল অস্ত্রও স্পিন। মিরাজ-সাকিবদের খেলার চ্যালেঞ্জ থাকবে। সেক্ষেত্রে লাল বলে দলীপ ট্রফিতে রোহিত-বিরাট-বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া ভুল, দাবি মঞ্জরেকারের।

জগিং করে গা ঘামাচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া।

সেরা আইপিএল দল বাছলেন অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : ২০০৮ সালে দিনের আলো দেখেছিল আইপিএল।

১৬ বছর পেরিয়ে চারাগাছটি মহীরুহতে পরিণত। বিশ্ব ক্রিকেটের হাজারো তারকা, মেগা তারকার অংশগ্রহণে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে মেগা লিগ, তেমনই আকর্ষণে ছাপিয়ে গিয়েছে বাকিদের। দীর্ঘ যে উজ্জ্বল সাফারিতে সেরা আইপিএল একাদশ বেছে নেওয়া সহজ নয়।

এদিন যে কঠিন কাজটাই করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। 'ক্যাপ্টেন কুল' মহেন্দ্র সিং ধোনিকে অধিনায়ক রেখে স্বপ্নের দল বেছে নিয়েছেন তারকা অফস্পিনার। নিজে দীর্ঘদিন বিভিন্ন দলের স্পিন বিভাগের দায়িত্ব সামলেছেন। গত কয়েক বছর রাজস্থান রয়্যালসের স্পিন বিভাগের ভরসাও। যদিও নিজের পাশাপাশি কোনও ভারতীয় স্পিনারকে রাখেননি। ফলে নেই মেগা লিগের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি যুযবেন্দ্র চাহাল (১৬০ ম্যাচে ২০৫ উইকেট)। অশ্বীনের পছন্দের দুই স্পিনার সুনীল নারায়ণ ও রশিদ খান। ব্যাটিং বিভাগে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার সঙ্গে সূর্যকুমার যাদব, এবি ডিভিলিয়ার্স।

'মিস্টার আইপিএল' সুরেশ রায়নাকেও রেখেছেন অশ্বীন। পেস ব্রিগেডে লাসিথ মালিঙ্গার সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহ ও ভুবনেশ্বর কুমার। বুমরাহর শুরুটা হয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে মালিঙ্গার পার্টনার হিসেবে। তিন ফর্ম্যাটে এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা পেসার বুমরাহ। উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি ক্রিস গেইল, কায়রন পোলার্ড, আন্দ্রে রাসেল, হার্দিক পান্ডিয়ার।

অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিই

অশ্বীনের সেরা আইপিএল টিম

মহেন্দ্র সিং ধোনি (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সুরেশ রায়না, সূর্যকুমার যাদব, এবি ডিভিলিয়ার্স, সুনীল নারায়ণ, রশিদ খান, ভুবনেশ্বর কুমার, জসপ্রীত বুমরাহ, লাসিথ মালিঙ্গা।

অজিরা আসছে, ভারত নয় কেন : আকমল

লাহোর, ২৯ অগাস্ট : পাকিস্তান সফরে আসছে অস্ট্রেলিয়া। নিরাপত্তা-ফ্যাক্টর সরিয়ে পাকিস্তানে সম্প্রতি খেলে গিয়েছে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডও। তাহলে সমস্যা কোথায় ভারতের? বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা কেন খেলবে না পাকিস্তানে? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার অংশগ্রহণের জটিলতা প্রসঙ্গে এরকম একঝাঁক প্রশ্ন তুলেছেন কামরান আকমল।

পাকিস্তানের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের মতে, ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ হল ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা আকর্ষণ। ক্রিকেটের স্বার্থেই তা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। দুই দেশের সরকার, বোর্ডের উচিত আলোচনার টেবিলে বসে অবিলম্বে জট ছাড়ানো। কামরান বলেছেন, 'প্রথমে এশিয়া কাপে খেলতে আসেনি ভারত। এখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েও জট। পাক সরকার কিন্তু কখনও দলকে ভারতে খেলতে যাওয়া নিয়ে বাধা দেয় না। ভারত সরকারেরও উচিত একই পথে হাঁটা।'

কামরান নিজে একাধিক ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেছেন। ভারত সফর করেছেন। জানান, পাকিস্তানের মাটিতে সবসময় উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র শেহবাগরা সেই কথা বারবার বলেওছেন। একইভাবে পাক দলকেও স্বাগত জানিয়েছেন ভারতীয়রা। সমস্যা মিটিয়ে যে দৃশ্য ফেরানো উচিত।

> প্রথমে এশিয়া কাপে খেলতে আসেনি ভারত। এখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েও জট। পাক সরকার কিন্তু কখনও দলকে ভারতে খেলতে যাওয়া নিয়ে বাধা দেয় না। ভারত সরকারেরও উচিত একই পথে হাঁটা।
>
> **কামরান আকমল**

বিরাটরা খেলবেন, আশায় লতিফ

এদিকে, রশিদ লতিফ এখনও আশায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে আসবে ভারত। আইসিসি'র শীর্ষপদে জয় শা'র বসার প্রসঙ্গ টেনে লতিফের যুক্তি, বিরোধিতা ছাড়াই নির্বাচিত হয়েছেন। অর্থাৎ, পাকিস্তানও সমর্থন করেছে। ক্রিকেটের স্বার্থে এখনও পর্যন্ত দারুণ কাজ করেছেন জয় শা। আইসিসি-ও উপকৃত হবে। লতিফের দাবি, শীর্ষপদে এই পরিবর্তনে নাকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা এখন ৫০ শতাংশ। আশাবাদী বাকি ৫০ শতাংশ অনিশ্চয়তাও মিটে যাবে।

অনুশীলনে শুভাশিস

মোলিনা জোর দিচ্ছেন উইং প্লে-তে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : অধিনায়ক শুভাশিস বসুকে নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত। তিনি অবশ্য এদিন অনুশীলনে নামেন। তবে আগের দিন সেমিফাইনালে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে তাঁর জায়গায় মাঠে নেমে দীপেন্দু বিশ্বাস যে ফুটবল খেলেছেন তাতে চিন্তা কমেছে টিম ম্যানেজমেন্টের। গত মরশুমে তাঁকে কলকাতা লিগের ম্যাচ দেখে সুযোগ দেওয়া শুরু করেছিলেন প্রথমে হুয়ান ফেরান্দো এবং পরে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই নিজের সেরাটা তুলে ধরেছেন এই তরুণ। এবার ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনাল ম্যাচেও মাত্র ২৬ মিনিটে চোট পেয়ে বেরিয়ে যান শুভাশিস। তাঁর জায়গায় নেমে দীপেন্দু যথেষ্ট নিরাপত্তা দিয়েছিলেন বাগান ডিফেন্সকে। এমনকি মাথায় আঘাত পেয়েও লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে চলে যাননি তিনি। তাই শুভাশিস এদিন অনুশীলনে নামলেও তিনি খেলবেন কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়। কিন্তু তাঁর জায়গায় দীপেন্দু যে তৈরি সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

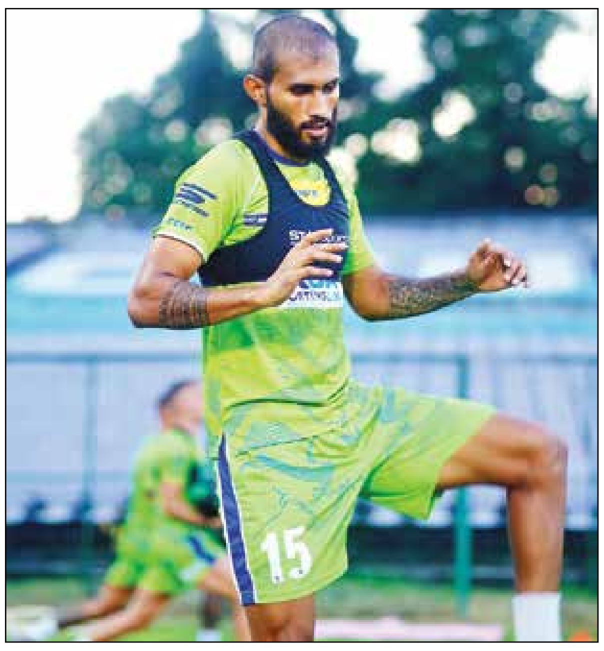
ডুরান্ড ফাইনালের জন্য অনুশীলন শুরু করলেন শুভাশিস বসু।

এদিনের অনুশীলনে মোলিনা বাড়তি নজর দেন মাঝমাঠ ও উইং প্লে-তে। আগের দিন শুরুতে আপুইয়ার সঙ্গে অনিরুদ্ধ থাপা, ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড পজিশনে সাংঘাতিক কিছু না খেললেও খারাপ খেলেননি। তবে দুই গোল খাওয়ার পর থাপাকে অ্যাটাকিং মিডফিল্ড পজিশনে নিয়ে আসতেই মাঠে ফুল ফোটান এই পাহাড়ি ভিডিও। তাঁর গোলেই সমতা ফেরে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। অসাধারণ বিশ্বমানের গোল করে দলকে টাইব্রেকারে নিয়ে যান থাপা। আগের দিন শুরু থেকে খেলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেসান কামিংস। ফলে মাঠের বাইরে থাকতে হয় গ্রেগ স্টুয়ার্টকে। ফাইনালে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে ফের গ্রেগ স্টুয়ার্টকে দিয়ে শুরু করবেন কিনা তা এখনই পরিষ্কার করছেন না মোলিনা। তবে ভাবনাটা যে মাথায় থাকছে সেটা এদিনের অনুশীলনে পরিষ্কার হয়ে যায়।

মায়ের জন্মদিনে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শচীন তেন্ডুলকার। বৃহস্পতিবার।

মহারাষ্ট্র সরকারকে ধন্যবাদ শচীনের

মুম্বই, ২৯ অগাস্ট : প্রয়াত রমাকান্ত আচরেকারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শিবাজি পার্কে তাঁর মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। শচীন তেন্ডুলকার, বিনোদ কাম্বলি, প্রবীণ আমরে, সঞ্জয় বাঙ্গার, অজিত আগরকার, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত সহ ভারতীয় ক্রিকেটকে বহু ক্রিকেটার উপহার দিয়েছেন 'কোচ' আচরেকার।

শিবাজি পার্কই ছিল গুরু রমাকান্ত আচরেকারের ক্রিকেট গড়ার মঞ্চ। আর সেখানেই ক্রিকেট-গুরুর মূর্তি বসানোর যে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শচীন। মাস্টার ব্লাস্টার বলেছেন, 'আমার এবং আরও অনেকের জীবনে আচরেকার স্যারের প্রভাব অপরিসীম। ওঁর সমস্ত ছাত্রের তরফে আমি বলতে চাই, শিবাজি পার্কজুড়েই সবকিছু ছিল স্যারের। কর্মভূমিতে আচরেকার স্যারের মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্তে আমি অত্যন্ত খুশি। এর জন্য ধন্যবাদ মহারাষ্ট্র সরকারকে।' ক্রীড়া দিবসের আগের দিন বুধবার মহারাষ্ট্র সরকারের তরফে এই সিদ্ধান্তের

শিবাজি পার্কে 'স্যারের' মূর্তি

কথা ঘোষণা করা হয়। শিবাজি পার্কের ৫ নম্বর গেটের কাছে বসানো হবে প্রয়াত আচরেকারের মূর্তি। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে ৮৭ বছর বয়সে প্রয়াত হন 'দ্রোণাচার্য' রমাকান্ত আচরেকার।

বুচিবাবু টুর্নামেন্ট

সূর্য-শ্রেয়সের শুরুটা ভালো হল না

চেন্নাই, ২৯ অগাস্ট : টেস্টে প্রত্যাবর্তনের জন্য লাল বলের ফর্ম্যাটে জোর। প্রস্তুতির জন্য বেছে নিয়েছেন বুচিবাবু টুর্নামেন্টকে। যদিও সূর্যকুমার যাদব, শ্রেয়স আইয়ারদের শুরুটা ভালো হল না। মুম্বইয়ের হয়ে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ক্রিজে জমে গিয়েও বড় রান পেতে ব্যর্থ সূর্য। ৩০ রানে আউট হন। শ্রেয়স আইয়ার ও মুম্বইয়ের আরেক তারকা সরফরাজ খান যথাক্রমে ৬ ও ২ রান করেন।

সূর্যদের ব্যর্থতায় তামিলনাড়ুর ৩৭৯ রানের জবাবে মুম্বইয়ের প্রথম ইনিংস ১৫৬-তে গুটিয়ে যায়। মুম্বইকে ভাঙার নেপথ্যে তামিলনাড়ুর স্পিনার রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর। কয়েকদিন আগে আত্মবিশ্বাসী গলায় বলেছিলেন, 'আমি এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সেরা স্পিনার। টেস্টের জন্য প্রস্তুত।' তারকাখচিত মুম্বই ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে তারই প্রতিফলন ৩৬ রানে ৫ উইকেট নিয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে তামিলনাড়ুর স্কোর ২৮৬। জিততে হলে মুম্বইকে ৫১০ রান করতে হবে।

ড্র মহমেডানের, অপরাজিত ডায়মন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : বৃষ্টির জন্য ২২ অগাস্ট মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কলকাতা লিগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বন্ধ হওয়ার সময় ১-২ গোলে পিছিয়ে ছিল সাদা-কালো ব্রিগেড। বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচের বাকি অংশ খেলা হল। তাতে ২-২ ফলে ড্র করে মহমেডান। লিগ তালিকায় ১১ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানেই থাকল মহমেডান। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে ইউনাইটেড স্পোর্টস। দুই দলেরই একটি ম্যাচ বাকি। সমসংখ্যক ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে সুরুচি। ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে গ্রুপপর্ব শেষ করল ডায়মন্ড হারবার এফসি।

বৃহস্পতিবার পাঠচক্রকে ২-১ গোলে হারাল কিবু ভিকুনা ব্রিগেড। ৬৮ মিনিটে লালথানকিমার গোলে সমতা ফেরায় মহমেডান। ২২ অগাস্ট হওয়া ম্যাচটির প্রথমার্ধে ২ গোলে পিছিয়ে পড়া অবস্থায় বামিয়া সমাদের গোলে ব্যবধান কমিয়েছিল মহমেডান। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচ জিতলে মহমেডান সুপার সিক্সে উঠে যাবে। কিন্তু পয়েন্ট নষ্ট করলে ইউনাইটেডের ম্যাচটির দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

২ সেপ্টেম্বর লখনউয়ে প্রদর্শনী ম্যাচ হিসেবে বড় ডার্বি আয়োজিত হতে চলেছে। সেদিনই কলকাতা লিগে গ্রুপপর্বে মোহনবাগান বনাম পুলিশ এসি-র ম্যাচটিও ফেলা হয়। সেই ম্যাচটি পিছিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর করা হয়েছে।

সুপার সিক্স লক্ষ্য সাদা-কালো ব্রিগেডের অধিনায়ক সামাদের

মহমেডান আসায় লড়াই বাড়ল : ক্লেইটন

নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : দরজায় কড়া নাড়ছে আইএসএল। কলকাতা থেকে এবারে তৃতীয় দল হিসেবে দেখা যাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আর এতে যে প্রতিযোগিতা অসম্ভব কঠিন হতে চলেছে তা জানিয়ে দিতে দ্বিধা করছেন না অপর দুই প্রধানের অধিনায়ক শুভাশিস বসু ও ক্লেইটন সিলভা।

শুভাশিস আইএসএল মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছেন, 'মহমেডান আসায় আরও কঠিন হল আমাদের কাজ। আরও একটা করে ডার্বি খেলতে হবে। বাঙালি হিসাবে আমি গর্বিত এখান থেকে তিন-তিনটি ক্লাব আইএসএলে খেলছে বলে। আমি নিশ্চিত এবার প্রতিযোগিতার মান আরও বাড়বে।'

ক্লেইটন বলেছেন, 'কলকাতা ডার্বি হল এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। আমি নিজে এই ম্যাচের সময়ে আমি নিজে খুব মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করি। সমর্থকদের উৎসাহ খুব উপভোগ করি। মহমেডান আসায় লড়াই বাড়ল। ওরা আই লিগ জিতেছে। তাই ওরা একেবারেই পিছিয়ে নেই। প্রতিযোগিতা বেড়ে গেল।'

মহমেডানের অধিনায়ক সামাদ আলি মল্লিক বলেছেন, 'আইএসএলে আসা আমাদের লক্ষ্য ছিল। জানি এবার কাজটা আরও কঠিন। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে সুপার সিক্সে ওঠা। তারপর প্লে-অফে যাওয়া। দেশের প্রথম সারির সব ক্লাবের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পাব বলে খুশি।' মহমেডান আইএসএলে প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৬ সেপ্টেম্বর নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিলে নামলেন ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সমর্থকরা। কলকাতায় বৃহস্পতিবার। ছবি : আবির চৌধুরী

WEST BENGAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Ref. No.: WBERC/Regu-77/24-25 /5415 Dated : Kolkata, the 29th January, 2024

PUBLIC NOTICE

Sub : **Notice Inviting Objections/Suggestions/Comments on Draft West Bengal Electricity Regulatory Commission (Balancing Settlement code) (First Amendment) Regulations, 2024**

The West Bengal Electricity Regulatory Commission has brought out the Draft West Bengal Electricity Regulatory Commission (Balancing and Settlement code) (First Amendment) Regulations, 2024 which is available at **www.wberc.gov.in**

All stakeholders/interested persons may submit suggestions/objections/comments on the draft to West Bengal Electricity Commission at Plot No. AH/5 (2nd and 4th Floor), Premises No. MAR 16-1111, Action Area - 1A, New Town, Kolkata - 700 163 by **20th September, 2024 (3 PM).**

A copy of draft Regulation and also the existing Regulations proposed to be amended may be obtained from the office of the Commission between **11.00 hrs.** to **15.00 hrs.** on any working day on payment of usual fees. Interested persons may visit the website of the Commission at **www.wberc.gov.in** for obtaining the copy of the said draft regulation.

By Order of the Commission
Sd/-
Secretary

Place : Kolkata
Dated : 29th August, 2024

কঠিন পরীক্ষা সিটি, রিয়ালের

মোনাকো, ২৯ অগাস্ট : ২০২৪-'২৫ মরশুম থেকে নয়া অবতারে হতে চলেছে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। এই কথা আগেই জানিয়েছিল উয়েফা। ১৭ সেপ্টেম্বর শুরু হতে চলা নতুন ফরম্যাটের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ড্র বৃহস্পতিবার হয়ে গেল মোনাকোতে। ৩২-এর পরিবর্তে এবার খেলবে ৩৬টি ক্লাব। ৮টি গ্রুপের বদলে থাকবে একটিই মাত্র গ্রুপ। যেখানে প্রতিটি দল চারটি হোম এবং অ্যাওয়ে ভিত্তিতে আটটি ম্যাচ খেলবে। নতুন এই ফরম্যাট সুইস মডেল নামে পরিচিত। গ্রুপ পর্যায়ের পর পয়েন্ট টেবিলের প্রথম আটটি দল সরাসরি পৌঁছে যাবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে। পয়েন্ট টেবিলের ৯-২৪ স্থানে থাকা ষোলোটি দল খেলবে দুই লেগের প্লে-অফ রাউন্ড। সেখান থেকে আটটি দল যাবে প্রি-কোয়ার্টারে। এদিনের ড্রয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়ল গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ ও পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। খুব একটা সহজ ড্র পায়নি ইংল্যান্ডের আরেক ক্লাব লিভারপুলও।

নয়া অবতারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

এদিন ড্রয়ে রং ছড়ালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, জিয়ানলুইগি বুঁফোর মতো তারকারা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সর্বকালের সর্বাধিক গোল স্কোরার হওয়ার জন্য উয়েফার তরফে রোনাল্ডোকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

রিয়াল মাদ্রিদ : বরুশিয়া ডর্টমুন্ড (হোম), লিভারপুল (অ্যাওয়ে), এসি মিলান (হোম), আটালান্টা (অ্যাওয়ে), রেডবুল সলজবার্গ (হোম), লিলে (অ্যাওয়ে), স্টুটগার্ট (হোম), ব্রেস্ট (অ্যাওয়ে)।

বার্সেলোনা : বায়ার্ন মিউনিখ (হোম), বরুশিয়া ডর্টমুন্ড (অ্যাওয়ে), আটালান্টা (হোম), বেনফিকা (অ্যাওয়ে), ইয়ং বয়েজ (হোম), রেড স্টার বেলগ্রেড (অ্যাওয়ে), ব্রেস্ট (হোম), মোনাকো (অ্যাওয়ে)।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি : ইন্টার মিলান (হোম), প্যারিস সাঁ জাঁ (অ্যাওয়ে), ক্লাব ব্রাগ (হোম), জুভেন্তাস (অ্যাওয়ে), ফেনুর্দ (হোম), স্পোর্টিং লিসবন (অ্যাওয়ে), স্পার্টা প্রাগ (হোম), স্লোভান ব্রাতিস্লাভা (অ্যাওয়ে)।

লিভারপুল : রিয়াল মাদ্রিদ (হোম), আরবি লিপজিগ (অ্যাওয়ে), বেয়ার লেভারকুসেন (হোম), এসি মিলান (অ্যাওয়ে), লিলে (হোম), পিএসভি আইন্দহোভেন (অ্যাওয়ে), বোলগনা (হোম), জিরেনা (অ্যাওয়ে)।

শতরানে ইংল্যান্ডকে টানলেন রুট

লন্ডন, ২৯ অগাস্ট : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনে ৩৩তম শতরান করে দলকে টানলেন ইংলিশ ব্যাটার জো রুট। এদিন টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভা। তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণ করে শুরুতে ইংলিশ ব্যাটারদের চাপে ফেলে দেন আসিথা ফার্নান্ডো (৪৬/২), লাহিরু কুমারারা (৫৫/২)। লঙ্কার বোলারদের দাপটে একসময় ১৩০ রানে ইংল্যান্ডের ৪ উইকেট পড়ে যায়। তারপরই দলকে টেনে তোলার দায়িত্ব নেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক রুট। লর্ডসের বাইশ গজ বরারবরই রুটের পয়া। এদিনও তার অন্যথা হয়নি। লর্ডসে নিজের ছয় নম্বর শতরান পেয়ে গেলেন রুট (১৪৩)। গড়লেন একগুচ্ছ রেকর্ডও। দেশের মাটিতে সর্বোচ্চ টেস্ট রানের (৬৫৬৯) অধিকারী এখন রুটই। তিনি পেছনে ফেলে দিলেন কিংবদন্তি ওপেনার অ্যালিস্টার কুককে (৬৫৬৮)। সেই সঙ্গে রুট টেস্ট সেঞ্চুরিতে ধরে ফেললেন কুককে। প্রথম দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ৩৫৮/৭। ক্রিজে রয়েছেন গাস অ্যাটকিনসন (৭৪) ও ম্যাথিউ পটস (২০)।

যাবতীয় সমস্যা মিটল মহমেডানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে তৈরি হওয়া জটিলতার মধুরেণ সমাপয়েৎ হল। বুধবার রাতেই ক্লাবের সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের চুক্তিস্বাক্ষর পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্লাবতাঁবুতে একটি বৈঠক ডাকা হয়। তাতে দুই বিনিয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে চুক্তিস্বাক্ষরের বিষয়টি ক্লাবের পরিচালন সমিতির সদস্যদের সামনে সম্পন্ন হয়।

চুক্তি অনুযায়ী, ৭ সদস্যের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স গঠিত হবে। তাতে বাঙ্করহিলের তরফে থাকবেন দীপককুমার সিং ও কনিষ্ক শীল, শ্রাচী গ্রুপের প্রতিনিধি হিসাবে থাকবেন রাহুল টোডি ও তমাল ঘোষাল এবং ক্লাবকর্তাদের মধ্যে বোর্ডে থাকবেন সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি, সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজু ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মুস্তাক আহমেদ সিদ্দিকী। বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন রাহুল। চুক্তির যাবতীয় নথির পাশাপাশি এফএসডিএলের কাছে পাঠানো হয়ে গিয়েছে। ক্লাবের ভাগ থেকে ১০ শতাংশ শেয়ার বাঙ্করহিলের হাতে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তুলে দেওয়া হবে। নতুন চুক্তি অনুযায়ী মহমেডানের কাছে ৩৯ শতাংশ এবং বাঙ্করহিল ও শ্রাচীর কাছে ৩০.৫ শতাংশ করে শেয়ার থাকবে।

আজ চ্যারিটি ম্যাচ

এদিন সভায় ঘোষণা হয়, ৭ সেপ্টেম্বর শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে আইএসএলে খেলতে চলা ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচয়পর্ব হবে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি ক্লাবের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঘোষণা হতে পারে।

কয়েকদিন আগে চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বাঙ্করহিল কর্তা দীপকবাবুর একটি বিস্ফোরক ভিডিওবার্তা সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করেছিল। সেখানে তিনি ক্লাবের তরফ থেকে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন। বিষয়টি নিয়ে এদিন তিনি বলেছেন, 'সমর্থকরা ক্লাবের অংশ। তাই ক্লাবের কী পরিস্থিতি সেটা তাঁদের জানা উচিত বলে আমার মনে হয়েছিল। তাই ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ছেড়েছিলাম। তারপর সব পক্ষের চেষ্টায় এবং দাদার (সৌরভ) সহযোগিতায় সমস্যা মেটে।'

এদিকে, ওয়েনাডের বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সুপার লিগ কেরালা অল স্টারের বিরুদ্ধে কেরালার পায়ানাড স্টেডিয়ামে একটি চ্যারিটি ম্যাচে নামছে মহমেডানের সিনিয়ার দল।

চোট জল্পনা তালালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগে ফের ধাক্কা ইস্টবেঙ্গল এফসি শিবিরে। বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি তারকা মিডফিল্ডার মাদিহ তালাল। প্রায় দুই ঘণ্টা কঠোর অনুশীলন ছলে। তাতে তিনি ও মহম্মদ রাকিপ পুরো সময়টাই সাইডলাইনে শরীরচর্চা করেন। এমনকি দল রাজারহাটের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সির মাঠ ছাড়ার বেশ কিছুক্ষণ আগে দুইজনে বেরিয়ে যান। তালাল কি চোট পেয়েছেন? চোট পেলে তা কতটা গুরুতর? এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এদিকে জাতীয় স্তরে আসন্ন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতার জন্য বৃহস্পতিবার ক্লাবের মাঠে অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলারদের বাছাই পর্ব হয়ে গেল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা ভক্তরাম বেরা - কে 29.06.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 67K 62936 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একজন মধ্যবিত্ত মানুষ হওয়ায় আমরা আমাদের জীবনে বেশ কিছু ধরণের স্বপ্ন দেখতাম এবং অর্থই সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। ডিয়ার লটারি অন্ধকারে আলো হয়ে এসে আমাকে একজন কোটিপতিতে রূপান্তরিত করেছে। আমাকে এই সুবর্ণ সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমানিত।

ব্যাডমিন্টনের কোহলি হতে চাই : লক্ষ্য

মুম্বই, ২৯ অগাস্ট : প্যারিস অলিম্পিকে পদকজয়ী যে সমস্ত অ্যাথলিট অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন। ইউটিউবে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের বিরাট কোহলি হতে চান। প্যারিসে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে পরপর পাঁচটি ম্যাচ জিতে তিনি পৌঁছে যান পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে। সেখানে অবশ্য হারেন ডেনমার্কের শাটলার ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনের অভিজ্ঞতার কাছে। তারপর ব্রোঞ্জ নির্ণায়ক ম্যাচেও মালেশিয়ার লি জি জিয়া-র কাছে হেরে ফেরেন তিনি। পদক হাতছাড়া হলেও দেশজোড়া ভালোবাসা পান লক্ষ্য। এমনকি প্রতিপক্ষ অ্যাক্সেলসেন প্রশংসা করে জানান, লক্ষ্য লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক থেকে নিশ্চিত পদক আনবে। অলিম্পিকে না তাকিয়ে ব্যাকহ্যান্ডে মারা লক্ষ্যর রিটার্ন শটের প্রেমে পড়ে যান ভারতীয়রা। শট মারার সেই কায়দার তুলনা করা হয় ক্রিকেটে কোহলির শটের সঙ্গে। সেই প্রসঙ্গে লক্ষ্য বলেছেন, 'কোহলির সঙ্গে তুলনায় আমি খুশি এবং সম্মানিত। বিরাট ভারতীয় ক্রিকেটে নিজের যে অবদান রেখেছে, আমিও চাই ব্যাডমিন্টনে সেরকম কিছু করে দেখাতে।'

বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে লক্ষ্য সেন।

জিতে শুরু সুহাস, সুকান্তর
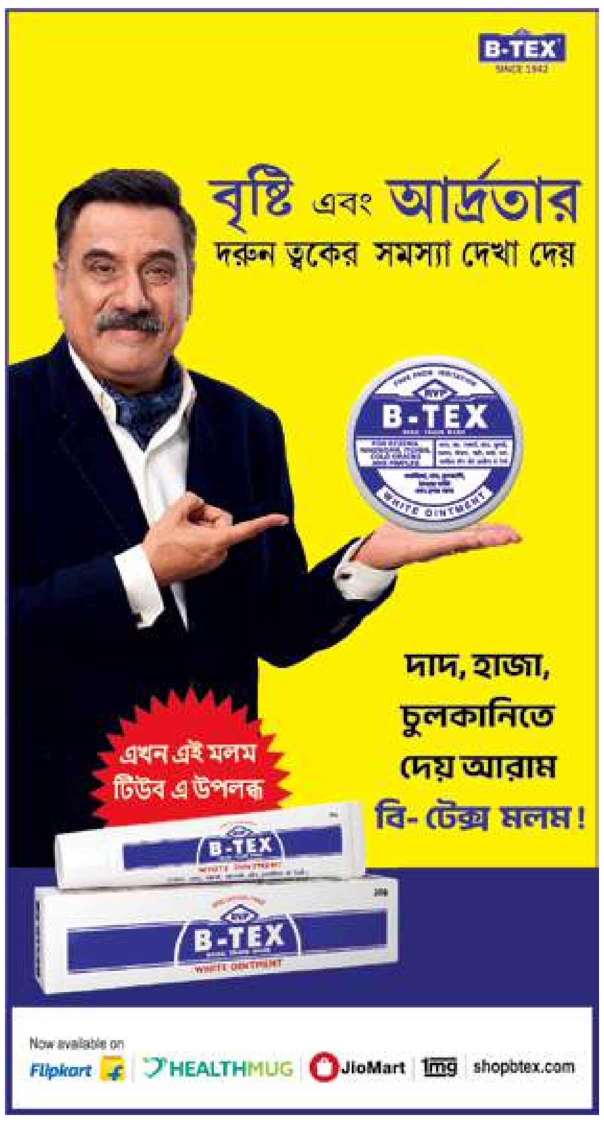
প্যারিস, ২৯ অগাস্ট : ডোপিংয়ের দায়ে নির্বাসনের জেরে তারকা প্যারা অ্যাথলিট প্রমোদ ভগৎ নেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে অবশ্য চলতি প্যারালিম্পিকে ভারতের দুই প্যারা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সুহাস ইয়াথিরাজ ও সুকান্ত কদম পুরুষদের সিঙ্গলসে এসএল ৪ ক্যাটিগোরিতে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছেন। সুহাস টোকিও প্যারালিম্পিকে রুপো জিতেছিলেন। পদকের রং বদলের লক্ষ্যে নেমে শুরুটা দুর্দান্ত করলেন তিনি। ২২ মিনিটে তিনি ২১-৭, ২১-৫ পয়েন্টে উড়িয়ে দেন ইন্দোনেশিয়ার হিকামাত রামদানিকে। সুকান্ত অবশ্য মালয়েশিয়ার মহম্মদ আমিনের বিরুদ্ধে প্রথম গেমে ১৭-২১ পয়েন্টে হেরেছিলেন। কিন্তু পরে ২১-১৫, ২২-২০ পয়েন্টে জিতে ম্যাচ বার করে নেন তিনি। তরুণ ধিলোঁও জিতে শুরু করেছেন। তিনি ২১-১৭, ২১-১৯ পয়েন্টে ব্রাজিলের অলিভিয়েরা রজারিওকে হারিয়েছেন।